তাকদীর (ভাগ্য!) পূর্বনির্ধারিত
তথ্যটির প্রচলিত ও প্রকৃত ব্যাখ্যা

গবেষণা সিরিজ-১৭

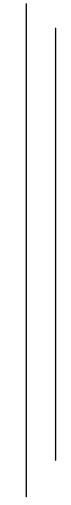

প্রফেসর ডা. মো. মতিয়ার রহমান
FRCS (Glasgow)
চেয়ারম্যান
কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশন
বিভাগীয় প্রধান (অব.), সার্জারি বিভাগ
ঢাকা ন্যাশনাল মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল
ঢাকা, বাংলাদেশ।

প্রকাশক
কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশন
ইনসাফ বারাকাহ কিডনী এন্ড জেনারেল হাসপাতাল (৮ম তলা)
১১, শহীদ তাজউদ্দীন আহমদ সরণি
মগবাজার, রমনা, ঢাকা।
ফোন : ০২-৪১০৩১০১৩
E-mail : official@qrfbd.org
www.qrfbd.org
For Online Order : www.shop.qrfbd.org
ডোনেশনের জন্য : www.solab.qrfbd.org, www.zakat.qrfbd.org

যোগাযোগ
Admin- 01944411560, 01755309907
Dawah- 01979464717
Publication- 01977301510
ICT- 01944411559
Sales- 01944411551, 01977301511
Cultural- 01917164081

ISBN Number : 978-984-35-0614-6

প্রকাশকাল
প্রথম প্রকাশ : এপ্রিল ২০০৪
অষ্টম সংস্করণ : নভেম্বর ২০২৪

নির্ধারিত মূল্য : ৪০ টাকা

মুদ্রণ ও বাঁধাই
মিডিয়া প্লাস
২৫৭/৮ এলিফ্যান্ট রোড, কাঁটাবন ঢাল, ঢাকা-১২০৫
মোবাইল : ০১৭১৪ ৮১৫১০০, ০১৯৭৯ ৮১৫১০০
ই-মেইল : mediaplus140@gmail.com

সূচিপত্র

ক্রম	বিষয়	পৃষ্ঠা
১	সারসংক্ষেপ	৫
২	চিকিৎসক হয়েও এ বিষয়ে কলম ধরার কারণ	৬
৩	পুস্তিকার তথ্যের উৎসসমূহ	১০
৪	মূল বিষয়	২৭
৫	তাকদীরে বিশ্বাস করার গুরুত্ব	২৮
৬	'তাকদীর পূর্বনির্ধারিত' কথাটির প্রচলিত অর্থ এবং তার প্রভাবে চালু হওয়া কথাসমূহ	২৯
৭	'তাকদীর পূর্বনির্ধারিত' কথাটির প্রচলিত অর্থের কুফল	২৯
৮	'তাকদীর পূর্বনির্ধারিত' কথাটির প্রচলিত অর্থের উৎপত্তিস্থান	৩১
৯	'ভাগ্য' (বিধিলিপি) অনুবাদ ধরলে 'কদর' ও 'তাকদীর' শব্দ ধারণকারী কুরআনের আয়াতের যে অর্থ হয়	৩৩
১০	'ভাগ্য' (বিধিলিপি) অনুবাদ ধরলে 'কদর' ও 'তাকদীর' শব্দ ধারণকারী হাদীসের যে অর্থ হয়	৩৪
১১	'তাকদীর পূর্বনির্ধারিত' কথাটির অর্থ হিসেবে 'ভাগ্য/বিধিলিপি পূর্বনির্ধারিত' কথাটির গ্রহণযোগ্যতা পর্যালোচনা	৩৬
১২	'তাকদীর পূর্বনির্ধারিত' কথাটির প্রকৃত অর্থ	৪৪
১৩	'কদর' শব্দের অর্থ মর্যাদা ধরলে সুরা কদরের ১-৩ নং আয়াতের যে অর্থ হয় তার গ্রহণযোগ্যতা পর্যালোচনা	৪৬
১৪	'তাকদীর' বা 'কদর' শব্দের অনুবাদ প্রোগ্রাম (বিধি-বিধান বা প্রাকৃতিক আইন) ধরলে পূর্বোল্লিখিত কুরআনের আয়াতসমূহের যে অর্থ হয়	৪৭
১৫	'তাকদীর' বা 'কদর' শব্দের অনুবাদ প্রোগ্রাম (বিধি-বিধান বা প্রাকৃতিক আইন) ধরলে পূর্বোল্লিখিত হাদীসসমূহের যে অর্থ হয়	৪৯

১৬	'তাকদীর' বা 'কদর' শব্দের অনুবাদ প্রোগ্রাম (বিধি-বিধান বা প্রাকৃতিক আইন) ধরলে কুরআনের আয়াত ও হাদীসের যে অর্থ হয় তার গ্রহণযোগ্যতা পর্যালোচনা	৫১
১৭	'তাকদীর' বা 'কদর' শব্দের অনুবাদ প্রোগ্রাম (বিধি-বিধান বা প্রাকৃতিক আইন) ধরলে ঈমানে মুফাস্সালের যে অর্থ হয় তার গ্রহণযোগ্যতা পর্যালোচনা	৫৩
১৮	'মহাবিশ্বের সকল কিছুর পরিণতি মহান আল্লাহর কাছে থাকা একটি কিতাবে লেখা অনুযায়ী হয়'– কুরআন ও হাদীসের এ ধরনের বক্তব্যের অসতর্ক ও প্রকৃত ব্যাখ্যা	৫৪
	উল্লিখিত আয়াত ও হাদীসসমূহের প্রচলিত অসতর্ক ব্যাখ্যা	৫৮
	আয়াত ও হাদীসগুলোর প্রকৃত ব্যাখ্যা বুঝার জন্য যে বিষয়গুলো সামনে রাখতে হবে	৫৯
	তথ্যগুলোর ভিত্তিতে উল্লিখিত আয়াত ও হাদীসসমূহের প্রকৃত ব্যাখ্যা	৫৯
১৯	'জন্ম, মৃত্যু ও বিবাহ পূর্বনির্ধারিত' প্রবাদ বাক্যটির পর্যালোচনা	৬২
২০	ভুল বা অমান্য করার কারণে তাকদীর বা কদরে যে ফলাফল নির্ধারিত আছে তা পরিবর্তন হওয়া সম্ভব কি না	৬৪
২১	তাকদীরে থাকা ফলাফল পরিবর্তন করানোর উপায়	৬৬
২২	আল্লাহ তা'য়ালার তাকদীর পরিবর্তন করার পদ্ধতি	৬৮
২৩	'তাকদীর' বা 'কদর' জানার উপায়	৭০
২৪	শেষ কথা	৭৪

أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَىٰ قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا

তারা কি কুরআন নিয়ে চিন্তা গবেষণা করে না, নাকি তাদের মনে তালা লেগে গেছে?

সুরা মুহাম্মাদ/৪৭ : ২৪

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ

সারসংক্ষেপ

'ভাগ্য পূর্বনির্ধারিত' বা 'কপালের লিখন না যায় খণ্ডন' কথা দুটি সারাবিশ্বে বহুল প্রচারিত এবং প্রায় সকল মানুষ জানে ও বিশ্বাস করে। অন্যদিকে রোগ চিকিৎসা, বিচারের রায় নিজের পক্ষে পাওয়া, ভালো শিক্ষা লাভ করা ইত্যাদির জন্য সকল মানুষ ভালো চিকিৎসক, ভালো উকিল, ভালো শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ইত্যাদি খোঁজে। সহজে বুঝা যায়– বিশ্বাস ও আচরণটি সম্পূর্ণ বিরোধী। কারণ– 'ভাগ্য পূর্বনির্ধারিত' বা 'কপালের লিখন না যায় খণ্ডন' কথা দুটি যদি সঠিক হয় তবে ভালো চিকিৎসক, উকিল ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে গেলে ফল যা হবে খারাপ চিকিৎসক, উকিল ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে গেলে ফল একই হবে। কিন্তু বিশ্বাস ও আচরণটি মানবসমাজে আবহমান কাল ধরে আছে।

মুসলিমগণ 'ভাগ্য পূর্বনির্ধারিত' বা 'কপালের লিখন না যায় খণ্ডন' কথা দুটি জানে কুরআন ও হাদীসে থাকা 'তাকদীর' বা 'কদর' পূর্বনির্ধারিত কথাটির অর্থ 'ভাগ্য পূর্বনির্ধারিত' বলে জানার মাধ্যমে। অবাক বিস্ময় হলো কুরআন ও হাদীসে 'তাকদীর' বা 'কদর' পূর্বনির্ধারিত কথা দুটি যেমন আছে তেমনি আছে কাজের ফল বা পরিণতি পূর্বনির্ধারিত নয় এমন তথ্য ধারণকারী অনেক স্পষ্ট বক্তব্য। আবার কুরআন স্পষ্ট করে বলেছে– কুরআনে কোনো পরস্পর বিরোধী কথা নেই। তাই মুসলিমগণ কেন কুরআন ও হাদীসে থাকা 'তাকদীর' বা 'কদর' পূর্বনির্ধারিত কথাটির প্রকৃত অর্থ বের করার জন্য গবেষণা চালিয়ে গেল না তা এক বিস্ময়কর বিষয়।

পুস্তিকাটিতে কুরআন ও হাদীসে থাকা 'তাকদীর' বা 'কদর' পূর্বনির্ধারিত কথা দুটির প্রকৃত অর্থ কী হবে তা কুরআন, সুন্নাহ, Common sense ও বিজ্ঞানের ভিত্তিতে উপস্থাপন করা হয়েছে। পুস্তিকাটি 'ভাগ্য পূর্বনির্ধারিত' বা 'কপালের লিখন না যায় খণ্ডন' কথা দুটির মহা ক্ষতি থেকে মানবসভ্যতা বিশেষ করে মুসলিম উম্মাহকে রক্ষায় ব্যাপক অবদান রাখবে, ইনশাআল্লাহ!

চিকিৎসক হয়েও এ বিষয়ে কলম ধরার কারণ

আসসালামু আলাইকুম ওয়া রহমাতুল্লাহ।

শ্রদ্ধেয় পাঠকবৃন্দ!

আমি একজন চিকিৎসক (বিশেষজ্ঞ সার্জন)। আপনাদের মনে প্রশ্ন জাগা স্বাভাবিক যে, চিকিৎসাবিজ্ঞানের বিষয় বাদ দিয়ে একজন চিকিৎসক কেন এ বিষয়ে কলম ধরলো? তাই এ বিষয়ে কেন কলম ধরেছি, সেটা প্রথমে আপনাদের জানানো দরকার বলে মনে করছি।

ছোটোবেলা থেকেই ইসলামের প্রতি আমার গভীর আগ্রহ ছিল। তাই দেশ-বিদেশে যেখানেই গিয়েছি ইসলাম সম্পর্কে সে দেশের মুসলিম ও অমুসলিমদের ধারণা গভীরভাবে উপলব্ধি করার চেষ্টা করেছি। ইংল্যান্ড থেকে ফিরে এসে আমার মনে হলো জীবিকা অর্জনের জন্য বড়ো বড়ো বই পড়ে MBBS ও FRCS ডিগ্রি নিয়েছি। এখন যদি কুরআন মাজীদ অর্থসহ বুঝে না পড়ে আল্লাহর কাছে চলে যাই, আর আল্লাহ যদি জিজ্ঞাসা করেন ইংরেজি ভাষায় রচিত বড়ো বড়ো বই পড়ে স্বনামধন্য চিকিৎসক হয়েছিলে কিন্তু তোমার জীবন পরিচালনার পদ্ধতি জানিয়ে আরবীতে আমি যে কিতাবটি (কুরআন মাজীদ) পাঠিয়েছিলাম সেটি কি অর্থসহ বুঝে পড়েছিলে? তখন এ প্রশ্নের আমি কী জবাব দেবো?

এ উপলব্ধি আসার পর আমি কুরআন মাজীদ অর্থ ও ব্যাখ্যাসহ বুঝে পড়তে শুরু করি। শিক্ষাজীবনের শুরুতে মাদ্রাসায় পড়ার কারণে আগে থেকে আরবী পড়তে ও লিখতে পারতাম। এরপর ইরাকে ৪ বছর রোগী ও সাধারণ মানুষের সাথে কথা বলতে বলতে আরবী বলা ও বোঝার সমস্যাটা অনেকাংশে দূর হয়ে যায়।

কুরআন মাজীদ পড়তে গিয়ে দেখি ইরাকে যেসব সাধারণ আরবী বলতাম তার অনেক শব্দই কুরআনে আছে এবং আমি তা বুঝতে পারি। তাই কুরআন মাজীদ পড়ে বেশ মজা পেয়ে যাই। পেশা নিয়ে সারাক্ষণ আমাকে ব্যস্ত

থাকতে হতো। কিন্তু এর মধ্যেও সময় করে দিনে এক বা একাধিক আয়াত বা যতটুকু পারা যায় বিস্তারিত তাফসীরসহ কুরআন মাজীদ পড়তে থাকি। সার্জারি বই যেমন গভীরভাবে বুঝে পড়েছি, কুরআনের প্রতিটি আয়াতও সেভাবে বুঝে পড়ার চেষ্টা করেছি। ব্যাখ্যার জন্য কয়েকটি তাফসীর পড়েছি। এভাবে সম্পূর্ণ কুরআন মাজীদ শেষ করতে আমার প্রায় ৩ বছর সময় লাগে।

সম্পূর্ণ কুরআন মাজীদ পড়ে তথা ইসলামের সকল মৌলিক ও একটি অমৌলিক (তাহাজ্জুদ সালাত) বিষয় প্রত্যক্ষভাবে জানার পর আমি ভীষণ অবাক হয়ে গেলাম এজন্য যে, ইসলাম সম্পর্কে কুরআনের বক্তব্য আর বর্তমান মুসলিমদের ধারণার মধ্যে ব্যাপক পার্থক্য বিদ্যমান (ইসলামের অন্য অমৌলিক বিষয়ের কথা রসুল স.-কে অনুসরণ করতে বলার মাধ্যমে পরোক্ষভাবে কুরআনে উল্লেখ করা হয়েছে)। এ ব্যাপক পার্থক্যই আমার মধ্যে এ ব্যাপারে কলম ধরার দায়িত্ববোধ জাগিয়ে তোলে। সর্বোপরি, কুরআনের নিম্নোক্ত আয়াত আমাকে কলম ধরতে বাধ্য করল–

إِنَّ الَّذِيْنَ يَكْتُمُوْنَ مَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ مِنَ الْكِتٰبِ وَ يَشْتَرُوْنَ بِهٖ ثَمَنًا قَلِيْلًا ۙ اُولٰٓئِكَ مَا يَاْكُلُوْنَ فِيْ بُطُوْنِهِمْ اِلَّا النَّارَ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللّٰهُ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ وَلَا يُزَكِّيْهِمْ ۚ وَلَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ .

নিশ্চয় আল্লাহ কিতাবে যা নাযিল করেছেন, যারা তা গোপন করে এবং বিনিময়ে সামান্য কিছু ক্রয় করে (লাভ করে) তারা তাদের পেট আগুন ভিন্ন অন্য কিছু দিয়ে ভরে না, আল্লাহ কিয়ামতের দিন তাদের সঙ্গে কথা বলবেন না এবং তাদের পবিত্রও করবেন না (তাদের ছোটোখাটো গুনাহও মাফ করবেন না), আর তাদের জন্য রয়েছে কঠিন শাস্তি।

(সুরা আল বাকারা/২ : ১৭৪)

ব্যাখ্যা : কোনো জিনিসের বিনিময়ে কিছু ক্রয় করার অর্থ হলো ঐ জিনিসের বিনিময়ে কিছু পাওয়া। ক্ষতি এড়ানোর অর্থও কিছু পাওয়া। ছোটো ক্ষতি এড়ানোর অর্থ অল্প কিছু পাওয়া। আর বড়ো ক্ষতি এড়ানোর অর্থ বড়ো কিছু পাওয়া। আবার ক্ষতি এড়ানো একটি ওজর (বাধ্যবাধকতা)। তাই আল্লাহ এখানে বলেছেন– তিনি কুরআনে যেসব বিধান নাযিল করেছেন, ছোটো ক্ষতি (ওজর) এড়ানোর জন্য যারা জানা সত্ত্বেও সেগুলো প্রচার করে না বা মানুষকে জানায় না, তারা যেন তাদের পেট আগুন দিয়ে পূর্ণ করল। কিয়ামতের দিন আল্লাহ তাদের সঙ্গে কথা বলবেন না। ঐ দিন এটি তাদের জন্য সাংঘাতিক দুর্ভাগ্যের ব্যাপার হবে। আর তাদেরকে পবিত্র করা হবে না। অর্থাৎ তাদের ছোটোখাটো গুনাহও মাফ করা হবে না। কিয়ামতের দিন আল্লাহ মানুষের

ছোটোখাটো গুনাহ মাফ করে দেবেন। কিন্তু যারা কুরআনের আদেশ, নিষেধ ও তথ্য জানা সত্ত্বেও তা গোপন করবে তাদেরকে আল্লাহ ক্ষমা করবেন না। তাদের জন্য রয়েছে কঠিন শাস্তি।

তাই কুরআনের আদেশ, নিষেধ ও তথ্য জেনে তা মানুষকে না জানানোর জন্য কিয়ামতে যে কঠিন অবস্থা হবে তা থেকে বাঁচার জন্য আমি একজন চিকিৎসক হয়েও লেখার জন্য কলম ধরেছি।

লেখার সিদ্ধান্ত নেওয়ার পর কুরআনের বক্তব্যগুলোকে কীভাবে উপস্থাপন করা যায়, এটা নিয়ে দ্বিধা-দ্বন্দ্বে পড়ে গেলাম। এমতাবস্থায় এ আয়াতটি আমার মনে পড়লো–

كِتٰبٌ اُنْزِلَ اِلَيْكَ فَلَا يَكُنْ فِيْ صَدْرِكَ حَرَجٌ مِّنْهُ لِتُنْذِرَ بِهٖ وَذِكْرٰى لِلْمُؤْمِنِيْنَ

এটি একটি কিতাব যা তোমার প্রতি অবতীর্ণ করা হলো, সুতরাং এর মাধ্যমে সতর্কীকরণের ব্যাপারে তোমার মনে যেন কোনো সংকোচ (দ্বিধা-দ্বন্দ্ব, ভয়-ভীতি ইত্যাদি) না থাকে এবং মুমিনদের জন্য এটা উপদেশ।

(সুরা আল আ'রাফ/৭ : ২)

ব্যাখ্যা : কুরআনের বক্তব্য দিয়ে মানুষকে সতর্ক করতে গিয়ে সাধারণ মানুষের মনে দুটি অবস্থার সৃষ্টি হতে পারে–

১. সঠিক অর্থ বা ব্যাখ্যা না বোঝার কারণে কুরআনের বক্তব্যের যথার্থতার ব্যাপারে মনে সন্দেহ বা দ্বিধা দেখা দিতে পারে। এ অবস্থা অপেক্ষাকৃত কম।

২. বক্তব্য বিষয়টি যদি সমাজের প্রচলিত ধারণার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ না হয় বা বিপরীত হয়, তবে প্রতিরোধ বা বিরোধিতার সম্মুখীন হওয়া অথবা বেতন-ভাতা, দান-খয়রাত বা নজর-নিয়াজ বন্ধ হয়ে যাওয়ার ভয় হতে পারে। বর্তমান সমাজে এ অবস্থাটি খুবই বিরাজমান।

এ দুই অবস্থা, বিশেষ করে দ্বিতীয়টিকে এড়ানোর (Overcome) জন্য সাধারণ প্রবণতা হচ্ছে কুরআনের যে বক্তব্যগুলো সমাজের প্রচলিত ধারণার বিপরীত, সেগুলোকে লুকিয়ে ফেলা বা না বলা অথবা তার বক্তব্যকে এমনভাবে ঘুরিয়ে বলা যাতে বিরোধিতা কম আসে বা সবার জন্য তা গ্রহণযোগ্য হয়। এটি বর্তমান বিশ্বের মুসলিমদের দুরবস্থার একটি প্রধান কারণ। কুরআন দিয়ে মানুষকে সতর্ক করার ব্যাপারে এই ভীষণ ক্ষতিকর কর্মপদ্ধতি দুটি সমূলে উৎপাটন করার জন্য আল্লাহ এই আয়াতে রসুল স.-এর মাধ্যমে মুসলিমদের বলেছেন– মানুষকে সতর্ক করার সময় দ্বিধা-দ্বন্দ্ব, ভয়-ভীতি ইত্যাদির মধ্যে পড়ে তোমরা কখনোই কুরআনের বক্তব্যকে লুকিয়ে ফেলবে না বা বলা বন্ধ করবে না অথবা ঘুরিয়ে বলবে না।

আল কুরআনের সুরা আন-নিসার ৮০ নং ও আল গাশিয়ার ২১ থেকে ২৩ নং আয়াতের আলোকে বলা যায়– 'পৃথিবীর সকল মানুষ কখনোই কোনো একটি বিষয়ে একমত হবে না। তাই কুরআনের বক্তব্য না লুকিয়ে বা না ঘুরিয়ে মানুষের কাছে উপস্থাপন করতে হবে। যারা তা গ্রহণ করবে না, তাদের তা গ্রহণ করতে বাধ্য করার জন্য পুলিশের ভূমিকা পালন করা কারও দায়িত্ব নয়।' কুরআনের এসব বক্তব্য জানার পর আমি সিদ্ধান্ত নেই আমার কথা বা লেখায় কুরআনের বক্তব্য না লুকিয়ে বা না ঘুরিয়ে সরাসরি উপস্থাপন করবো।

আল কুরআন পড়া শেষ করেই আমি লিখতে চেয়েছিলাম। কিন্তু হাদীস না পড়ে কলম ধরতে মন চাইলো না। তাই আবার হাদীস পড়তে শুরু করি। বিশেষ করে মিশকাত শরীফ (কুতুবে সিত্তার অধিকাংশ হাদীসসহ আরও অনেক হাদীস ধারণকারী গ্রন্থ) বিস্তারিত পড়ার পর ইসলামের বিভিন্ন বিষয়ের ওপর আমি লেখা শুরু করি ১০.০৪.১৯৯৬ তারিখে।

এই পুস্তিকা বাস্তবে রূপ দান করার ব্যাপারে অনেকেই, বিশেষ করে কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশনের কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দ নানাভাবে আমাকে সহযোগিতা করেছেন। আল্লাহর কাছে কায়মনোবাক্যে দুয়া করি তিনি যেন এ কাজকে তাদের নাজাতের অছিলা বানিয়ে দেন।

নবী-রসুল আ. ছাড়া পৃথিবীতে আর কেউ ভুল-ভ্রান্তির ঊর্ধ্বে নয়। তাই আমারও ভুল হতে পারে। শ্রদ্ধেয় পাঠকবৃন্দের কাছে অনুরোধ– আমার লেখায় যদি কোনো ভুল-ত্রুটি ধরা পড়ে, আমাকে জানালে কৃতজ্ঞ থাকবো এবং পরবর্তী সংস্করণে তা সংশোধন করা হবে ইনশাআল্লাহ।

আল্লাহ যেন আমার এ সামান্য খেদমতকে কবুল করেন এবং এটিকে পরকালে নাজাতের অছিলা বানিয়ে দেন– এ প্রার্থনা করে এবং আপনাদের দুয়া চেয়ে শেষ করছি। আল্লাহ হাফেজ!

ম. রহমান

পুস্তিকার তথ্যের উৎসসমূহ

জ্ঞানের আল্লাহ প্রদত্ত উৎসসমূহ হলো– কুরআন, সুন্নাহ (সনদ ও মতন সহীহ হাদীস) এবং আকল/Common sense/বিবেক। পুস্তিকাটি রচনায় এ তিনটি উৎস থেকে তথ্য নেওয়া হয়েছে। নির্ভুল জ্ঞানার্জনের জন্য আল্লাহ প্রদত্ত প্রতিটি উৎসের যথাযথ ব্যবহার অপরিহার্য। আবার যথাযথ ব্যবহারের জন্য সবগুলো উৎসের নিম্নের দুটি দিক সম্পর্কে সঠিক ও স্পষ্ট ধারণা থাকাও অপরিহার্য–

ক. উৎস হিসেবে ব্যবহার করার মূলনীতি (উসূল/Principle)।

খ. নির্ভুল জ্ঞানার্জনের জন্য উৎস তিনটিকে ব্যবহারের প্রবাহচিত্র (Flow chart)।

আল্লাহ প্রদত্ত উৎস তিনটির উল্লিখিত দুটি দিকের সংক্ষিপ্ত পর্যালোচনা–

ক. নির্ভুল জ্ঞানার্জনের জন্য আল্লাহ প্রদত্ত উৎস তিনটি ব্যবহারের মূলনীতি (উসূল/Principle)

১. কুরআনকে নির্ভুল জ্ঞানার্জনে উৎস হিসেবে ব্যবহার করার মূলনীতি

কোনো কিছু পরিচালনার নির্ভুল উৎস হলো যা তার সৃষ্টি বা প্রস্তুতকারী লিখে দেন। বর্তমানে একটি কোম্পানি কোনো জটিল যন্ত্র বানিয়ে বাজারে ছাড়লে তার সাথে ঐ যন্ত্রটা পরিচালনার বিষয় সম্পর্কিত একটা ম্যানুয়াল (বই/কিতাব) পাঠান। ঐ ম্যানুয়ালে থাকে যন্ত্রটা চালানোর সকল মৌলিক বিষয়। ইঞ্জিনিয়াররা কাজটা এ জন্য করেন যে, ভোক্তারা যেন যন্ত্রটা চালানোর মূল বিষয়ে ভুল করে চরম দুর্ভোগে না পড়ে। এই জ্ঞানটি ইঞ্জিনিয়াররা মূলত পেয়েছেন মহান আল্লাহর কাছ থেকে। তিনিই মানুষ সৃষ্টি করে দুনিয়ায় পাঠানোর সময় তাদের জীবন পরিচালনার বিষয়াবলি সম্পর্কিত কিতাব (Manual) সাথে পাঠিয়ে এ ব্যাপারে প্রথম দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। আল কুরআনের যে আয়াতটির মাধ্যমে এটি জানা যায় তা হলো–

قُلْنَا اهْبِطُوْا مِنْهَا جَمِيْعًا ۚ فَاِمَّا يَاْتِيَنَّكُمْ مِّنِّيْ هُدًى فَمَنْ تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ .

আমরা বললাম, তোমরা সবাই এখান (জান্নাত) থেকে নেমে যাও। অতঃপর যখন আমার কাছ থেকে তোমাদের কাছে (জীবন পরিচালনার) পথনির্দেশিকা

(কিতাব/Manual) যাবে, তখন যারা আমার সেই পথনির্দেশিকা অনুসরণ করবে, তাদের কোনো ভয় থাকবে না এবং তাদের দুশ্চিন্তাও থাকবে না।

(সুরা আল বাকারা/২ : ৩৮)

ব্যাখ্যা : ইবলিস শয়তানের তথ্যসন্ত্রাসের ধোঁকায় পড়ে আদম ও হাওয়া আ. জান্নাতে নিষিদ্ধ গাছের ফল খান। অতঃপর তাঁরা আল্লাহর কাছে তাওবা করেন। মহান আল্লাহ তাঁদের তাওবা কবুল করেন এবং জানিয়ে দেন যে, তাঁদেরকে কিছুকালের জন্য পৃথিবীতে যেতে হবে এবং শয়তানও তাঁদের সাথে থাকবে। আল্লাহর এ কথা শোনার পর ইবলিসের তথ্যসন্ত্রাসের বিষয়ে জ্ঞান থাকা আদম ও হাওয়া আ.– তাঁদের অনাগত সন্তানদের ভবিষ্যৎ নিয়ে চিন্তিত হয়ে পড়েন। তখন মহান আল্লাহ আলোচ্য আয়াতটির মাধ্যমে তাঁদেরকে অভয় দেন।

আয়াতটির মাধ্যমে পরিষ্কারভাবে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে যুগে যুগে মহান আল্লাহর কাছ থেকে জীবন পরিচালনার কিতাব (Manual) পৃথিবীতে যাবে। আর মানুষের মধ্যে যারা সেই কিতাবের জ্ঞানার্জন করবে এবং তা অনুসরণ করে জীবন পরিচালনা করবে তাদের কোনো ভয় ও দুশ্চিন্তা থাকবে না। আল্লাহর প্রেরণ করা সেই কিতাবের সর্বশেষ সংস্করণ হলো আল কুরআন।

মহান আল্লাহর এটা নির্ধারণ করা ছিল যে, মুহাম্মাদ স.-এর পর আর কোনো রসুল দুনিয়ায় পাঠাবেন না। তাই রসুল স. দুনিয়া থেকে চলে যাওয়ার পর সময়ের আবর্তনে কমবেশি হওয়া প্রতিরোধের জন্য কুরআনের আয়াত নাযিল হওয়ার সাথে সাথে লিখে ও মুখস্থ রাখার ব্যবস্থা মহান আল্লাহ রসুল স.-এর মাধ্যমে করেছেন। তাই শুধু আজ নয়, হাজার হাজার বছর পরেও যদি মানুষ তাদের জীবন পরিচালনার সকল মৌলিক বিষয় নির্ভুলভাবে জানতে চায়, তবে কুরআন মাজীদ বুঝে পড়লেই তা জানতে পারবে। আর কুরআন বোঝা সহজ কথাটি আল্লাহ কুরআনে বার বার উল্লেখ করে রেখেছেন (সুরা আল কমার/৫৪ : ১৭, ২২, ৩২ ও ৪০)।

ব্যাবহারিক গ্রন্থের নির্ভুল জ্ঞানার্জনের কিছু মূলনীতি (উসূল/Principle) থাকে। ঐ মূলনীতির প্রত্যেকটি অনুসরণ করা গ্রন্থটির নির্ভুল জ্ঞানার্জনের জন্য অপরিহার্য। কুরআন থেকেও নির্ভুল জ্ঞানার্জনের ১০টি (আমাদের গবেষণা মতে) মূলনীতি কুরআন ও হাদীসে আছে। মূলনীতিসমূহ নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা আছে 'কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশন' প্রকাশিত **'আল কুরআনের অর্থ ও তাফসীর করার মূলনীতি প্রচলিত ধারণা ও প্রকৃত তথ্য'** (গবেষণা সিরিজ-২৬) নামক বইটিতে। সারসংক্ষেপ আকারে মূলনীতিগুলো হলো–

১. কুরআনে পরস্পরবিরোধী বক্তব্য নেই।
২. একই বিষয়ের সকল আয়াত পাশাপাশি রেখে পর্যালোচনা করে চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে পৌঁছানো।
৩. কুরআনের সর্বোত্তম ব্যাখ্যা কুরআন।
৪. কুরআন বিরোধী বক্তব্য যে গ্রন্থেই থাকুক তা মিথ্যা।
৫. সত্য উদাহরণকে আল্লাহর কাছ থেকে আসা সত্য শিক্ষার মর্যাদা দেওয়া।
৬. একাধিক অর্থবোধক আয়াতের ব্যাখ্যা করার সময় উৎকর্ষিত আকল/ Common sense/বিবেকের রায় বা বিজ্ঞানের সঠিক তথ্যের সাথে মেলানোর চেষ্টা করা।
৭. কুরআনে শিক্ষা রহিত (মানসুখ) কোনো আয়াত নেই।
৮. খুঁটিনাটি/অমৌলিক বিষয়কে গুরুত্ব না দেওয়া।
৯. কয়েক বছর পরপর অনুবাদ বা ব্যাখ্যার সংস্করণ বের করা।
১০. আরবী ভাষা ও ব্যাকরণের জ্ঞান।

আরবী ভাষা ও ব্যাকরণের জ্ঞানের সাথে অন্য ৯টি মূলনীতির সম্পর্কের বিভিন্ন অবস্থান–

অবস্থান-১
আরবী ভাষা ও ব্যাকরণের ভালো জ্ঞান না থাকলে কুরআনের অর্থ করা সম্ভব নয়।

অবস্থান-২
আরবী ভাষা ও ব্যাকরণের পণ্ডিত ব্যক্তিও কুরআনের অর্থ ও ব্যাখ্যা বুঝতে অনেক মৌলিক ভুল করবেন যদি তিনি ওপরে বর্ণিত ৯টি মূলনীতি খেয়ালে না রাখেন বা ব্যবহার করতে না পারেন।

অবস্থান-৩
আরবী ভাষা ও ব্যাকরণের জ্ঞান না থাকা ব্যক্তিও কুরআনের অনুবাদ পড়ে সেখানকার ভুল থেকে (যদি থাকে) নিজেকে বাঁচিয়ে কুরআনের ভালো জ্ঞানার্জন করতে পারবেন যদি তিনি ওপরে বর্ণিত ৯টি মূলনীতি খেয়াল রাখেন বা ব্যবহার করতে পারেন।

অবস্থান-৪
আরবী ভাষা ও ব্যাকরণের কিছু জ্ঞান (আরবী থেকে অন্য ভাষার অভিধান দেখার মতো জ্ঞান) থাকা ব্যক্তি কুরআনের অর্থ ও তাফসীরের অনুবাদ গ্রন্থ

সম্পাদনা করে কুরআনের ভালো অর্থ ও তাফসীরগ্রন্থ রচনা করতে পারবেন যদি তিনি ওপরের ৯টি মূলনীতি খেয়াল রাখেন বা ব্যবহার করতে পারেন।

অবস্থান-৫

কুরআন সবচেয়ে ভালো বুঝতে পারবেন সেই ব্যক্তি যার ওপরে বর্ণিত ৯টি মূলনীতি খেয়ালে আছে বা ব্যবহার করার যোগ্যতা আছে এবং আরবী ভাষা ও ব্যাকরণেরও ভালো জ্ঞান আছে।

২. সুন্নাহকে নির্ভুল জ্ঞানার্জনের উৎস হিসেবে ব্যবহার করার মূলনীতি

বর্তমানে সকল কোম্পানি জটিল কোনো যন্ত্র তৈরি করে বাজারে ছাড়লে যন্ত্রটির পরিচালনা পদ্ধতি ধারণকারী পুস্তিকার (Manual) সাথে একজন প্রকৌশলীও পাঠায়। ঐ প্রকৌশলী যন্ত্রটি পরিচালনা করে ভোক্তাদের দেখিয়ে দেয়। কোম্পানি এমন প্রকৌশলী পাঠায় যে ম্যানুয়ালের নির্দেশনা অনুযায়ী যন্ত্রটি সঠিকভাবে পরিচালনা করতে পারে। ম্যানুয়ালে উল্লেখ থাকা বিষয়গুলো ভোক্তাদের বোঝাতে গিয়ে প্রকৌশলীকে কিছু অতিরিক্ত কথা বলতে ও কাজ করতে হয়। তবে তার কোনো কথা ও কাজ ম্যানুয়ালের তথ্যের বিরোধী হয় না। প্রকৌশলীর কথা ও কাজ যন্ত্রটির পরিচালনা পদ্ধতির বিষয় হলেও তা মূল বিষয় নয়। তা যন্ত্রটির ম্যানুয়ালে থাকা বিষয়ের ব্যাখ্যা। আর প্রকৌশলী দেখিয়ে না দিলে শুধু ম্যানুয়াল পড়ে কারো পক্ষে জটিল যন্ত্র চালানো সম্ভব নয়।

এ সত্য উদাহরণের ভিত্তিতে আকলের আলোকে সহজে বলা যায়– মানুষ মহান আল্লাহর সৃষ্টি করা সবচেয়ে জটিল সৃষ্টি। তাই মহান আল্লাহ মানুষকে দুনিয়ায় পাঠানোর সময় তার জীবন পরিচালনা পদ্ধতি ধারণকারী ম্যানুয়ালের (কিতাব) সাথে, ম্যানুয়ালে থাকা বিষয়গুলো বাস্তবে প্রয়োগ করে মানুষকে দেখিয়ে দেওয়ার জন্য একজন ব্যক্তিকেও (নবী-রসুল) পাঠাবেন– এটি স্বাভাবিক। মানুষের সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ নবী-রসুলদেরকে মনোনীত করে পাঠিয়েছেন। তাই তারা সঠিকভাবে আল্লাহর কিতাবের বিষয়গুলো বাস্তবায়ন করে মানুষকে দেখিয়ে দেওয়ার মতো যোগ্যতাসম্পন্ন হওয়াও স্বাভাবিক। আর নবী-রসুলদেরকে আল্লাহর কিতাব বাস্তবে প্রয়োগ করে দেখাতে গিয়ে কিছু অতিরিক্ত কথা বলতে হবে– এটিও স্বাভাবিক। তবে তিনি কিতাবের বিপরীত কোনো কথা বলেন না। অন্যদিকে নবী-রসুলদের কথা, কাজ ও অনুমোদন মূল বিষয় নয়, তা হবে আল্লাহর কিতাবের ব্যাখ্যা– এটি বুঝাও সহজ। তবে নবী-রসুলগণের নির্দেশনাও পালন করা অপরিহার্য। মুহাম্মাদ স. হলেন আল্লাহর মনোনীত ও প্রেরিত সর্বশেষ রসুল।

সুন্নাহ (নির্ভুল হাদীস) আল্লাহ প্রদত্ত জ্ঞানের দ্বিতীয় প্রধান উৎস। তবে সুন্নাহকে জ্ঞানের উৎস হিসেবে ব্যবহারের কিছু মূলনীতি কুরআন ও হাদীসে আছে। বিষয়টি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা আছে– 'কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশন' প্রকাশিত **'প্রচলিত হাদীসশাস্ত্রে সহীহ হাদীস বলতে নির্ভুল হাদীস বুঝায় কি?'** (গবেষণা সিরিজ-১৯) বইটিতে। সারসংক্ষেপ আকারে মূলনীতিসমূহ হলো–

১. সঠিক হাদীস কুরআনের সম্পূরক বা অতিরিক্ত হবে, বিপরীত হবে না।
২. একই বিষয়ের সকল হাদীস পাশাপাশি রেখে পর্যালোচনা করে চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে হবে।
৩. হাদীস সঠিক আকল (আকলে সালিম)-এর বিরোধী হবে না।
৪. হাদীস বিজ্ঞানের সঠিক তথ্যের বিরোধী হবে না।

৩. আকল/Common sense/বিবেককে নির্ভুল জ্ঞানার্জনে উৎস হিসেবে ব্যবহার করার মূলনীতি

মানবশরীরে উপকারী (সঠিক) বিষয় প্রবেশ করতে দেওয়া এবং ক্ষতিকর বিষয় (রোগ-জীবাণু) প্রতিরোধ করার জন্য রোগ প্রতিরোধব্যবস্থা (Immunological System) নামের এক মহাকল্যাণকর ব্যবস্থা (দারোয়ান) সকল মানুষকে আল্লাহ তা'য়ালা জন্মগতভাবে দিয়েছেন। এ দারোয়ান কোন বিষয়টি শরীরের জন্য ক্ষতিকর এবং কোনটি ক্ষতিকর নয় তা বুঝতে পারে। এ ব্যবস্থা যে বিষয়টি ক্ষতিকর নয় সেটিকে শরীরে প্রবেশ করতে দেয়। আর যেটি ক্ষতিকর সেটিকে শরীরে প্রবেশ করতে দেয় না বা প্রবেশ করার চেষ্টা করলে তা ধ্বংস করে ফেলে। এটি না থাকলে মানুষকে সারাক্ষণ রোগী হয়ে হাসপাতালের বিছানায় থাকতে হতো। এ দারোয়ানটিকে আল্লাহ তা'য়ালা দিয়েছেন রোগ মুক্ত রেখে মানবজীবনকে শান্তিময় করার লক্ষ্যে।

মানবজীবনকে শান্তিময় করার জন্য জ্ঞানের মধ্যে সঠিক তথ্য প্রবেশ করতে দেওয়া এবং ভুল তথ্য প্রবেশে বাধা দেওয়ার জন্য একটি ব্যবস্থা তথা দারোয়ান থাকাও খুব দরকার। কারণ, তা না থাকলে মানুষের জ্ঞানের মধ্যে ভুল তথ্য প্রবেশ করবে এবং মানুষের জীবন অশান্তিময় হবে। তাই যুক্তির আলোকে সহজে বলা যায়– জ্ঞানের মধ্যে সঠিক তথ্য প্রবেশ করতে দেওয়া এবং ভুল তথ্য প্রবেশ করতে না দেওয়ার জন্য জন্মগতভাবে একটি ব্যবস্থা তথা দারোয়ান সকল মানুষকে আল্লাহ তা'য়ালার দেওয়ার কথা। কারণ, তা না হলে মানবজীবন শান্তিময় হবে না। জ্ঞানের মধ্যে ভুল তথ্য প্রবেশ করতে না দেওয়া ও সঠিক তথ্য প্রবেশ করতে দেওয়ার জন্য মানুষকে জন্মগতভাবে আল্লাহর দেওয়া সেই মহাকল্যাণকর দারোয়ান হলো– বিবেক/বোধশক্তি/কাণ্ডজ্ঞান/Common sense/আকল (عَقْلٌ) বা আল্লাহ প্রদত্ত সাধারণ জ্ঞান।

নির্ভুল জ্ঞানার্জনের জন্য মহান আল্লাহর দেওয়া উৎস Common sense ব্যবহার করাও অপরিহার্য। Common sense-এর সংজ্ঞা, গুরুত্ব, উৎকর্ষিত ও অবদমিত হওয়ার পদ্ধতি, ব্যবহার না করার গুনাহ, পূর্ববর্তী ও পরবর্তীদের Common sense-এর মধ্যে পার্থক্য ইত্যাদি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা আছে 'কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশন' প্রকাশিত **'ইসলামী জীবন বিধানে Common sense-এর গুরুত্ব'** (গবেষণা সিরিজ-৬) নামক পুস্তিকাটিতে।

Common sense-কে জ্ঞানের উৎস হিসেবে ব্যবহারের দুটি মূলনীতি কুরআন ও হাদীসে আছে। মূলনীতি দুটি অনুসরণ না করে উৎসটিকে ব্যবহার করলে ভুল জ্ঞান অর্জিত হবে। বিষয়টি নিয়েও বিস্তারিত আলোচনা আছে ওপরে উল্লিখিত বইটিতে (গবেষণা সিরিজ-৬)। সারসংক্ষেপ আকারে মূলনীতি দুটি হলো–

১. Common sense-কে আল্লাহ প্রদত্ত অপ্রমাণিত/সাধারণ জ্ঞান হিসেবে ব্যবহার করা।
২. Common sense-কে আল্লাহর নিয়োগকৃত ইসলামের ঘরের দারোয়ানের মর্যাদা দেওয়া।

প্রতিটি উৎসের মূলনীতিগুলোর পারস্পরিক সম্পর্ক

১. মূলনীতিগুলো একটি অপরটির সম্পূরক ভূমিকা পালন করে।
২. একটি সিদ্ধান্ত যত বেশি সংখ্যক মূলনীতি সমর্থিত হবে, সিদ্ধান্তটি নির্ভুল হওয়ার সম্ভাবনা তত বেশি হবে।

খ. নির্ভুল জ্ঞানার্জনের জন্য আল্লাহ প্রদত্ত উৎস তিনটি ব্যবহারের প্রবাহচিত্র

নির্ভুল জ্ঞানার্জনের জন্য আল্লাহ প্রদত্ত উৎস তিনটি ব্যবহারের মূলনীতির জ্ঞানের সাথে সেগুলো ব্যবহারের প্রবাহচিত্রের জ্ঞান থাকাও অপরিহার্য। প্রবাহচিত্রটি কুরআন ও সুন্নায় উল্লিখিত আছে। দুটি সত্য উদাহরণ সামনে থাকলে সে প্রবাহচিত্রটি সহজে বুঝা যায়। তবে উদাহরণ দুটিতে সরাসরি যাওয়ার আগে কুরআন সত্য উদাহরণকে কী ধরনের গুরুত্ব দিয়েছে সেটি সকলের জানা দরকার।

কুরআনের সর্বোত্তম ব্যাখ্যা হলো কুরআন। অর্থাৎ মহান আল্লাহ কুরআনের মূল বিষয়সমূহ নিজে ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে দিয়েছেন। ঐ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে আল্লাহ আরবী গ্রামার নয়, বরং সত্য উদাহরণ ব্যবহার করেছেন। আর বাস্তবে আল কুরআনের অধিকাংশ আয়াতই হলো উদাহরণের আয়াত। রসুল স.-ও ব্যাখ্যা করতে গিয়ে আরবী গ্রামার নয়, বরং সত্য উদাহরণ ব্যবহার

করেছেন। অন্যদিকে সুরা বাকারার ২৬ নং আয়াতের মাধ্যমে মহান আল্লাহ স্পষ্টভাবে জানিয়ে দিয়েছেন কুরআন বোঝার জন্য সত্য উদাহরণ হলো আল্লাহর কাছ থেকে আসা সত্য শিক্ষা। আয়াতটির বক্তব্য ও ব্যাখ্যা নিম্নরূপ–

إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي أَن يَضْرِبَ مَثَلًا مَّا بَعُوضَةً فَمَا فَوْقَهَا ۚ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّهِمْ ۖ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَٰذَا مَثَلًا ۘ يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا ۚ وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ .

নিশ্চয় আল্লাহ লজ্জাবোধ করেন না মশা বা তার চেয়ে ক্ষুদ্র প্রাণীর উদাহরণ দিতে। যারা ঈমান এনেছে তারা জানে যে, নিশ্চয় এটি তাদের রবের কাছ থেকে আসা সত্য (শিক্ষা)। আর যারা কাফির তারা বলে– এ ধরনের উদাহরণ দিয়ে আল্লাহ কী চান? (অতাৎক্ষণিকভাবে) তিনি এ দিয়ে অনেককে পথভ্রষ্ট করেন আবার অনেককে সঠিক পথে পরিচালিত করেন। আর (অতাৎক্ষণিকভাবে) তিনি এ দিয়ে গুনাহগার ছাড়া অন্য কাউকে পথভ্রষ্ট করেন না।

(সুরা আল বাকারা/২ : ২৬)

অংশভিত্তিক ব্যাখ্যা

'নিশ্চয় আল্লাহ লজ্জাবোধ করেন না মশা বা তার চেয়ে ক্ষুদ্র প্রাণীর উদাহরণ দিতে' অংশের ব্যাখ্যা– কুরআন বা ইসলাম জানা, বোঝা বা ব্যাখ্যা করার জন্য ক্ষুদ্র প্রাণীর উদাহরণের সাহায্য নিতে কারও বিন্দুমাত্র লজ্জা করা উচিত নয়। অন্যকথায় কুরআন বা ইসলাম জানা, বোঝা বা ব্যাখ্যা করার জন্য সকলকে প্রাণিবিজ্ঞানের মাধ্যমে জন্মগতভাবে পাওয়া (বুনিয়াদি/ভিত্তি) জ্ঞানের উৎস আকল/Common sense/বিবেককে উৎকর্ষিত করতে হবে।

'যারা ঈমান এনেছে তারা জানে যে, নিশ্চয় এটি তাদের রবের কাছ থেকে আসা সত্য' অংশের ব্যাখ্যা– যারা ঈমান এনেছে তারা নিশ্চিতভাবে জেনে নেবে যে, প্রাণিবিজ্ঞানে আছে কুরআন জানা, বোঝা, ব্যাখ্যা করা, ঈমান আনা, আল্লাহ ও কুরআনের বক্তব্যের প্রতি ঈমান দৃঢ় করা ইত্যাদির জন্য তাদের সৃষ্টি ও লালন-পালনকর্তার কাছ থেকে আসা নির্ভুল বৈজ্ঞানিক শিক্ষা। কুরআন সম্পর্কে সুরা বাকারার ২ নং আয়াতে বলা হয়েছে 'এতে (কুরআনে) কোনো সন্দেহ নেই' এবং সুরা বাকারার ১৭৫ নং আয়াতে বলা হয়েছে 'কুরআন সত্য-মিথ্যার পার্থক্যকারী'। আর এ আয়াতাংশে প্রাণিবিজ্ঞানের সত্য উদাহরণকে বলা হয়েছে 'আল্লাহর কাছ থেকে আসা সত্য (নির্ভুল) শিক্ষা'। এ বক্তব্য থেকে অতি সহজে বুঝা যায়– কুরআন ব্যাখ্যা করা তথা বোঝার জন্য প্রাণিবিজ্ঞানের সত্য উদাহরণকে মহান আল্লাহ অপরিসীম গুরুত্ব দিয়েছেন।

'আর যারা কাফির তারা বলে– এ ধরনের উদাহরণ দিয়ে আল্লাহ কী চান?' অংশের ব্যাখ্যা– যারা প্রাণিবিজ্ঞানের বৈজ্ঞানিক শিক্ষাকে উল্লিখিত কাজে ব্যবহার করাকে তুচ্ছ মনে করে তারা কাফির ব্যক্তি।

'(অতাৎক্ষণিকভাবে) তিনি এ দিয়ে অনেককে পথভ্রষ্ট করেন' অংশের ব্যাখ্যা– কুরআন জানতে/বুঝতে/ব্যাখ্যা করতে প্রাণিবিজ্ঞানের বৈজ্ঞানিক শিক্ষাকে আল্লাহর তৈরি প্রোগ্রাম/বিধান অনুযায়ী ব্যবহার না করার কারণে অনেকে পথভ্রষ্ট হয়। অন্যকথায় যারা প্রাণিবিজ্ঞানের বৈজ্ঞানিক জ্ঞান দিয়ে বুনিয়াদি জ্ঞানের উৎস আকল/Common sense/বিবেককে উৎকর্ষিত করেনি তারা কুরআন বা ইসলাম সঠিকভাবে জানতে, বুঝতে বা ব্যাখ্যা করতে পারবে না।

'আবার অনেককে সঠিক পথে পরিচালিত করেন' অংশের ব্যাখ্যা– যারা প্রাণিবিজ্ঞানের বৈজ্ঞানিক জ্ঞান দিয়ে বুনিয়াদি জ্ঞানের উৎস আকল/ Common sense/বিবেককে উৎকর্ষিত করেছে তারা কুরআন বা ইসলাম সঠিকভাবে জানতে, বুঝতে বা ব্যাখ্যা করতে পারবে।

'আর (অতাৎক্ষণিকভাবে) তিনি এ দিয়ে গুনাহগার ছাড়া অন্য কাউকে পথভ্রষ্ট করেন না' অংশের ব্যাখ্যা– আল্লাহর তৈরি প্রোগ্রাম অনুযায়ী প্রাণিবিজ্ঞানের সত্য উদাহরণ ব্যবহার করে কুরআন বুঝতে না পেরে পথভ্রষ্ট হয় শুধু গুনাহগার ব্যক্তিরা। অর্থাৎ সে ব্যক্তিরা যারা প্রাণিবিজ্ঞান না শিখে গুনাহগার হয়েছে।

পুরো আয়াতটিতে (সুরা আল বাকারা/২ : ২৬) কুরআন বোঝা বা ব্যাখ্যা করার ব্যাপারে প্রাণিবিজ্ঞানের উদাহরণের (জ্ঞান) কল্যাণ ও গুরুত্ব যত ব্যাপক ও গভীরভাবে জানানো হয়েছে অন্য কোনো সৃষ্টির উদাহরণের ব্যাপারে তেমনটি হয়নি। এর কারণ হলো– মানুষও একটি প্রাণী। আর কুরআনের সকল আলোচনা মানুষকে কেন্দ্র করে। তাই অন্য উদাহরণের তুলনায় প্রাণিবিজ্ঞানের উদাহরণ (যার মধ্যে মানব শারীরবিজ্ঞানও অন্তর্ভুক্ত) কুরআন জানা, বোঝা, ব্যাখ্যা করা ও বোঝানোর জন্য সবচেয়ে বেশি কার্যকর।

উদাহরণ বিষয়ে পরিপূরক তথ্য ধারণকারী অন্য আয়াত– সুরা বাকারা/২ : ২৬; আল কাহাফ/১৮ : ৫৪; ইব্রাহীম/১৪ : ২৪, ২৫; হুদ/১১ : ১২০; ইউসুফ/১২ : ১০৫; যুমার/৩৯ : ২৭ ইত্যাদি এবং সুরা নিসা/৪ : ৮২;

বাকারা/২: ১৭৬; হা-মিম-আস সাজদা/৪১ : ৩, ৫৩; দুখান/৪৪ : ৫৮; কমার/৫৪ : ১৭; আশ্ শামস/৯১ : ৭-১০; আলাক/৯৬ : ১-৫ ইত্যাদি।

নির্ভুল জ্ঞানার্জনের প্রবাহচিত্রের দুটি সত্য উদাহরণ–
উদাহরণ-১

❑ চিকিৎসাবিদ্যার রোগ নির্ণয় ও ব্যবস্থা গ্রহণের (চিকিৎসা দেওয়ার) প্রবাহচিত্র

একজন চিকিৎসকের কাছে রোগী আসলে চিকিৎসক তাকে শেখানো চিকিৎসাবিদ্যার সাধারণ জ্ঞানের আলোকে একটি প্রাথমিক রোগ নির্ণয় (Provisional diagnosis) করে এবং প্রাথমিক চিকিৎসা শুরু করে দেয়। তারপর সে ল্যাবরেটরিতে কিছু পরীক্ষা-নিরীক্ষা পাঠায়। পরীক্ষা-নিরীক্ষার রিপোর্ট হলো রোগ নির্ণয়ের প্রমাণিত (নির্ভুল) জ্ঞান। তাই পরীক্ষা-নিরীক্ষার রিপোর্ট হাতে পাওয়ার পর চিকিৎসক রিপোর্টের সাথে তার প্রাথমিক রোগ নির্ণয়কে যাচাই করে। যদি প্রাথমিক রোগ নির্ণয় যা ছিল রিপোর্টও সেই রোগ বলে তবে চিকিৎসক তার প্রাথমিক রোগ নির্ণয়কে চূড়ান্ত রোগ নির্ণয় (Final diagnosis) বলে ধরে নেয় এবং প্রাথমিক চিকিৎসা চালিয়ে যায়।

আর যদি প্রাথমিক রোগ নির্ণয় যা ছিল রিপোর্ট সেটি ছাড়া অন্য রোগ বলে, তবে চিকিৎসক (সাধারণত) তার প্রাথমিক রোগ নির্ণয়কে বাদ দিয়ে রিপোর্টে আসা রোগকেই চূড়ান্ত রোগ নির্ণয় (Final diagnosis) বলে ধরে নেয় এবং সে অনুযায়ী নতুন চিকিৎসা শুরু করে।

তবে বাস্তবে দেখা যায়– চিকিৎসাবিদ্যার যথাযথ সাধারণ জ্ঞানী চিকিৎসকের প্রাথমিক রোগ নির্ণয় ও চূড়ান্ত রোগ নির্ণয় অধিকাংশ ক্ষেত্রে অভিন্ন হয়। অল্পকিছু ক্ষেত্রে দেখা যায়– পরীক্ষার রিপোর্টের ভিত্তিতে প্রাথমিক রোগ নির্ণয়কে যাচাই করে নিশ্চিতভাবে চূড়ান্ত রোগ নির্ণয় করা সম্ভব হয় না। এরূপ ক্ষেত্রে চিকিৎসাবিজ্ঞানের বিধান হলো– প্রাথমিক রোগ নির্ণয় অনুযায়ী চিকিৎসা শুরু করা ও আরও গবেষণা চালিয়ে যাওয়া।

রোগ নির্ণয় করার সময় চিকিৎসাবিজ্ঞানের প্রতিটি ছাত্র ও তরুণ চিকিৎসকদের একটি বিষয় খুব গুরুত্ব দিয়ে শেখানো হয়। বিষয়টি হলো– পূর্ববর্তী চিকিৎসকদের রোগ নির্ণয় যাচাই করা যেতে পারে তবে তা অবশ্যই নিজে (প্রাথমিক) রোগ নির্ণয় করার পর। এর কারণ হলো–

১. পূর্ববর্তী চিকিৎসক কী রোগ নির্ণয় করেছে তা আগে দেখলে তিনি যদি কোনো ভুল করে থাকেন বর্তমান চিকিৎসক সেই একই ভুল করতে পারেন।
২. বর্তমান চিকিৎসকের রোগ নির্ণয়ের দক্ষতা উৎকর্ষিত হবে না। বরং অবদমিত হবে।
৩. সামগ্রিকভাবে মানবসভ্যতা ক্ষতিগ্রস্থ হবে।

তাই চিকিৎসাবিদ্যার রোগ নির্ণয় (Diagnosis) ও ব্যবস্থা গ্রহণের প্রবাহচিত্র হলো–

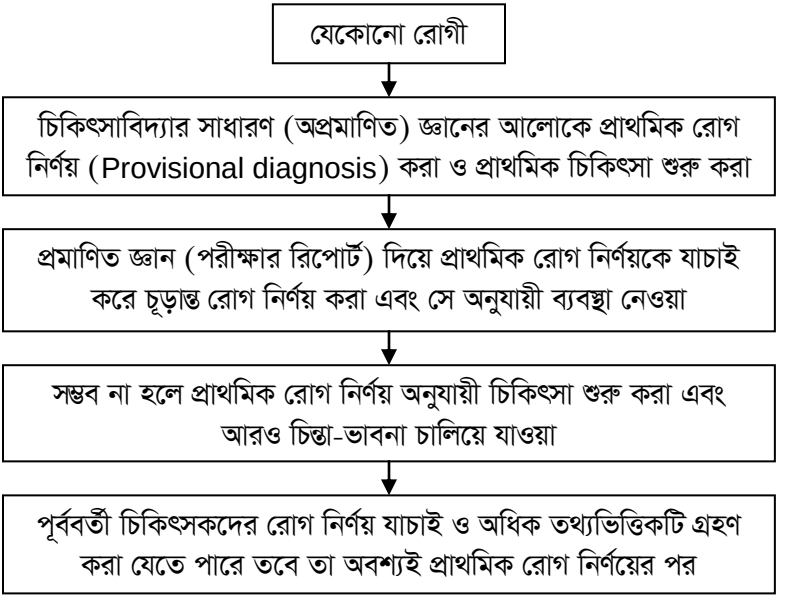

উদাহরণ-২

❑ **মালিক ও দারোয়ান মিলে বাড়িতে চোর ঢোকা প্রতিরোধ করার প্রবাহচিত্র**

বাড়িতে পরিচিত মানুষ ঢুকতে দেওয়া এবং অপরিচিত মানুষ (চোর) ঢোকা প্রতিরোধ করার জন্য সকল মালিক দারোয়ান নিয়োগ দেয়। মালিক অনুপস্থিত থাকলে কার সাথে কথা বলে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিতে হবে (মালিকের মনোনীত ব্যক্তি) তা মালিক আগে থেকে দারোয়ানকে বলে দেন। মালিক, মালিকের মনোনীত ব্যক্তি ও নিয়োগ দেওয়া দারোয়ান মিলে বাড়িতে পরিচিত লোক ঢুকতে দেওয়া এবং অপরিচিত লোক (চোর) ঢোকা প্রতিরোধ করার প্রবাহচিত্র (নীতিমালা) হলো–

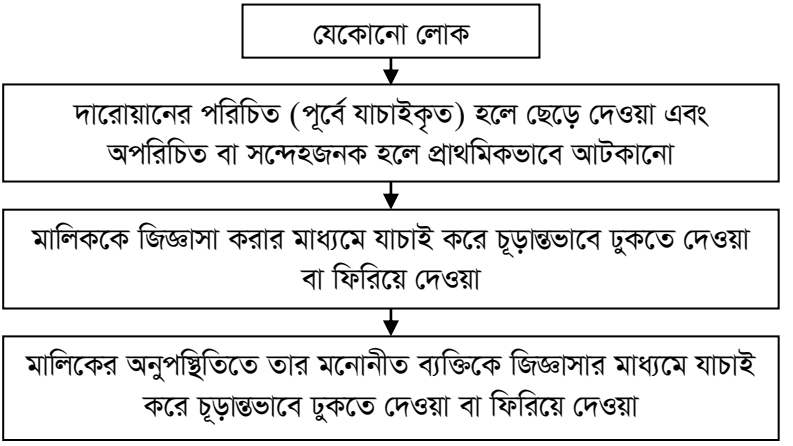

কুরআন, সুন্নাহ ও আকল/Common sense/বিবেকের মধ্যে পার্থক্য

ক. তাত্ত্বিক (Theoretical) পার্থক্য

- **কুরআন :** আল্লাহ প্রদত্ত মূল প্রমাণিত জ্ঞান।
- **সুন্নাহ :** আল্লাহ প্রদত্ত প্রমাণিত জ্ঞান। তবে মূল জ্ঞান নয়। এটি কুরআনের ব্যাখ্যা।
- **আকল/Common sense/বিবেক :** জন্মগতভাবে আল্লাহ প্রদত্ত সাধারণ (অপ্রমাণিত) জ্ঞান।

খ. ব্যাবহারিক (Applied) পার্থক্য

১. মালিক ও দারোয়ান দৃষ্টিকোণ

- **কুরআন (আল্লাহ তা'য়ালা) :** মালিক এবং মূল ব্যাখ্যাকারী।
- **সুন্নাহ (রসুল স.) :** মালিকের অনুপস্থিতে কুরআনের ব্যাখ্যাকারী।
- **আকল/Common sense/বিবেক :** মালিকের নিয়োগকৃত ইসলামের ঘরের দারোয়ান।

২. মানদণ্ড ও বুনিয়াদ (ভিত্তি) দৃষ্টিকোণ

- **কুরআন :** মানদণ্ড জ্ঞান।
- **সুন্নাহ :** কুরআনে অনুপস্থিতে মানদণ্ড জ্ঞান।
- **আকল/Common sense/বিবেক :** বুনিয়াদি/ভিত্তি জ্ঞান।

প্রবাহচিত্র (Flow Chart)

নির্ভুল জ্ঞানার্জনের জন্য আল্লাহ প্রদত্ত উৎস কুরআন, সুন্নাহ ও আকল/Common sense/বিবেক ব্যবহারের প্রবাহচিত্র মহান আল্লাহ সারসংক্ষেপ আকারে জানিয়ে দিয়েছেন সুরা নিসার ৫৯ এবং সুরা নূরের ১৫, ১৬ ও ১৭ নং আয়াতসহ আরও কিছু আয়াতের মাধ্যমে। আর আয়েশা রা.-এর চরিত্র নিয়ে রটানো প্রচারণাটির (ইফকের ঘটনা) ব্যাপারে নিজের অনুসরণ করা সিদ্ধান্তে পৌঁছানোর পদ্ধতির মাধ্যমে রসুলুল্লাহ স. প্রবাহচিত্রটি বাস্তবে প্রয়োগ করে দেখিয়েছেন। প্রবাহচিত্রটি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে 'কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশন' প্রকাশিত **'কুরআন, সুন্নাহ ও Common sense ব্যবহার করে নির্ভুল জ্ঞানার্জনের প্রবাহচিত্র'** (গবেষণা সিরিজ-১২) নামক বইটিতে। ওপরে বর্ণিত কুরআন, সুন্নাহ ও Common sense-এর মধ্যকার পার্থক্য এবং উদাহরণ দুটি সামনে থাকলে কুরআন ও সুন্নায় থাকা আল্লাহ প্রদত্ত উৎস ৩টি ব্যবহারের প্রবাহচিত্রটি বোঝা মোটেই কঠিন নয়। প্রবাহচিত্রটি নিম্নরূপ–

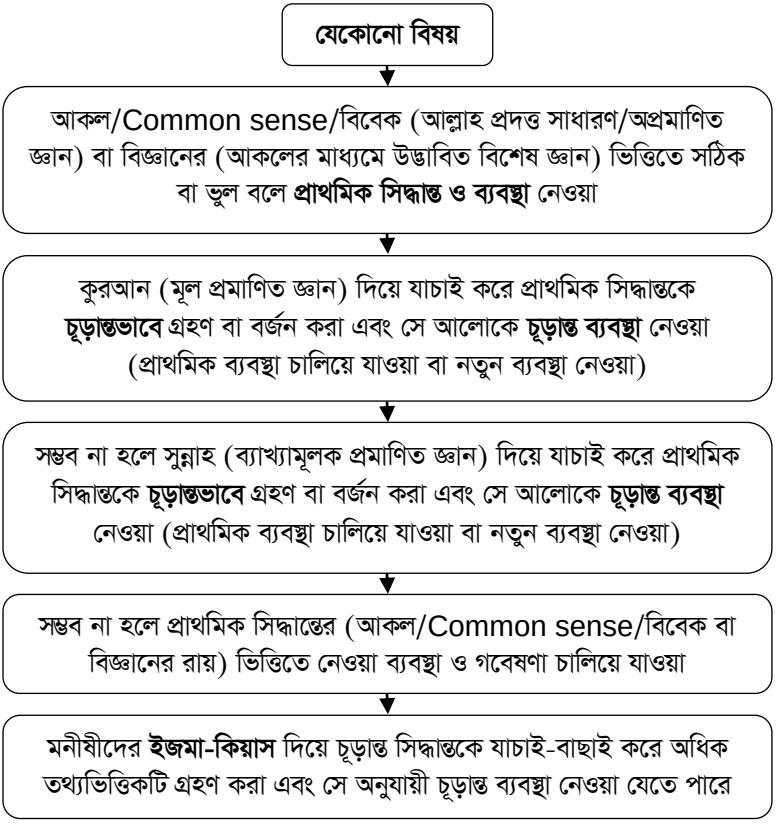

বিজ্ঞান

'বিজ্ঞান' হলো মানবজীবনের কোনো দিকের বিশেষ তথা উৎকর্ষিত জ্ঞান। মানবসভ্যতার বর্তমান স্তরে 'বিজ্ঞান' যে জ্ঞানের একটি উৎস এটা কেউ অস্বীকার করবে বলে মনে হয় না। বিজ্ঞানের বিষয় আবিষ্কারের ব্যাপারে আকল/Common sense/বিবেকের ব্যাপক ভূমিকা থাকে। উদাহরণস্বরূপ বিজ্ঞানী নিউটনের মাধ্যাকর্ষণ শক্তি আবিষ্কারের বিষয়টি উল্লেখ করা যায়। নিউটন একদিন আপেল গাছের নিচে বসে থাকা অবস্থায় দেখলেন, একটি আপেল মাটিতে পড়লো। তিনি ভাবলেন, আপেলটি ওপরের দিকে না গিয়ে নিচের দিকে আসলো কেন? নিশ্চয় কোনো শক্তি আপেলটিকে নিচের দিকে (পৃথিবীর কেন্দ্রের দিকে) টেনেছে। Common sense-এর এ তথ্যের ওপর ভিত্তি করে গবেষণার মাধ্যমে বিজ্ঞানী নিউটন মাধ্যাকর্ষণ শক্তি আবিষ্কার করেন। আর ঐ আবিষ্কারের প্রতিটি বাঁকে তাকে Common sense ব্যবহার করতে হয়েছে। অর্থাৎ বিজ্ঞানের তত্ত্ব বা তথ্য আবিষ্কারের ব্যাপারে Common sense-এর বিরাট ভূমিকা আছে। তাই বিজ্ঞান হলো Common sense-এর মাধ্যমে উদ্ভাবিত জ্ঞান।

বিজ্ঞানের অনেক তত্ত্ব বা তথ্য সময়ের আবর্তে পরিবর্তন হয়ে যায়। কারণ, মানুষের জ্ঞান সীমিত। আমার ৪০ বছরের চিকিৎসা জীবনে চিকিৎসাবিজ্ঞানের অনেক তথ্য সম্পূর্ণরূপে পরিবর্তিত হয়ে যেতে দেখেছি। তাই ইসলামী নীতি হলো Common sense-এর মতো বিজ্ঞানের কোনো তত্ত্ব বা তথ্যকে চূড়ান্তভাবে গ্রহণ বা বর্জন করার আগে কুরআন বা সুন্নাহর ভিত্তিতে অবশ্যই যাচাই করে নিতে হবে।

অন্যদিকে, বিজ্ঞানের কোনো তত্ত্ব বা তথ্য যদি সঠিক হয় তবে সেটি এবং ঐ বিষয়ের কুরআনের তথ্য অভিন্ন হবে। এ কথাটি কুরআন জানিয়েছে এভাবে–

سَنُرِيْهِمْ اٰيٰتِنَا فِى الْاٰفَاقِ وَفِىْٓ اَنْفُسِهِمْ حَتّٰى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ اَنَّهُ الْحَقُّ ....

শীঘ্রই (অতাৎক্ষণিকভাবে) আমরা তাদেরকে দিগন্তসমূহে এবং তাদের নিজেদের (শরীরের) মধ্যে আমাদের নিদর্শনাবলি দেখাবো, যতক্ষণ না তাদের কাছে সুস্পষ্ট হয়ে উঠবে যে, এটি (কুরআনের বৈজ্ঞানিক ও সাধারণ সকল তথ্য) সত্য। ... ...

(সুরা হা-মিম-আস-সাজদা/৪১ : ৫৩)

ব্যাখ্যা : দিগন্ত হলো খালি চোখ এবং অণুবীক্ষণ ও দূরবীক্ষণ যন্ত্রের মাধ্যমে মানুষের দৃষ্টিশক্তি যতদূর যায় ততদূর। আর আল্লাহ তা'য়ালা কর্তৃক

অতাৎক্ষণিকভাবে দেখানোর অর্থ– প্রকৃতিতে থাকা আল্লাহর প্রণয়ন করে রাখা বৈজ্ঞানিক বিষয় গবেষণার মাধ্যমে আবিষ্কার হওয়ার পর দেখা।

তাই এ আয়াতে বলা হয়েছে– খালি চোখ ও দূরবীক্ষণ যন্ত্রের মাধ্যমে মানুষের দৃষ্টি শক্তি যতদূর যায় ততদূর এবং মানুষের শরীরের মধ্যে থাকা আল্লাহর তৈরি করে রাখা বিভিন্ন বিষয় তাঁর তৈরি প্রোগ্রাম অনুযায়ী গবেষণার মাধ্যমে ধীরে ধীরে আবিষ্কার হতে থাকবে। এ আবিষ্কারের মাধ্যমে একদিন কুরআনে থাকা কুরআনের বৈজ্ঞানিক ও সাধারণ সকল তথ্য সত্য প্রমাণিত হবে। তাই এ আয়াত অনুযায়ী কোনো বিষয়ে কুরআনের তথ্য এবং ঐ বিষয়ে বিজ্ঞানের প্রতিষ্ঠিত তথ্য অভিন্ন হবে।

কিয়াস ও ইজমা

ইসলামে প্রজ্ঞাবান/বিচক্ষণ/হিকমাধারী/মনীষীর সংজ্ঞা হলো– কুরআন, সুন্নাহ, বিজ্ঞান, সাধারণ ও বৈজ্ঞানিক সত্য উদাহরণ এবং সাধারণ ও ঐতিহাসিক সত্য ঘটনা ও কাহিনির ভিত্তিতে উৎকর্ষিত আকল/Common sense/বিবেকবান ব্যক্তি।

আর কিয়াস হলো– কুরআন ও সুন্নাহর পরোক্ষ, একাধিক/ব্যাপক অর্থবোধক অথবা কুরআন-সুন্নায় সরাসরি নেই এমন বিষয়ে কুরআন সুন্নাহর অন্য তথ্যের ভিত্তিতে যেকোনো যুগের একজন উৎকর্ষিত Common sense সম্পন্ন তথা প্রজ্ঞাবান/বিচক্ষণ/হিকমাধারী/মনীষী ব্যক্তির উন্নত অনুধাবন ও ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ ক্ষমতার ভিত্তিতে পরিচালিত হওয়া গবেষণার ফল।

আর কোনো বিষয়ে সকলের কিয়াসের ফল এক হলে বা কারও কিয়াসের ব্যাপারে সকলে একমত হলে তাকে 'ইজমা' (Concensus) বলে।

কারও গবেষণার ফল জ্ঞানের উৎস হতে পারে না। গবেষণার ফল হয় রেফারেন্স তথা তথ্যসূত্র। তাই সহজে বলা যায়– কিয়াস বা ইজমা জ্ঞানের উৎস হবে না। কিয়াস ও ইজমা হবে তথ্যসূত্র/রেফারেন্স।

ইজমা ইসলামী জীবন বিধানের একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলেও মনে রাখতে হবে ইজমা অপরিবর্তনীয় নয়। কারণ, মানবসভ্যতার জ্ঞানের উন্নতির সাথে কুরআন ও সুন্নাহর ঐ সকল অস্পষ্ট বক্তব্য আরও স্পষ্ট হয়ে উঠবে। ফলে ঐ সব বিষয়ে কিয়াস ও ইজমার সিদ্ধান্ত পরিবর্তন হয়ে যেতে পারে। বিজ্ঞানের বিষয়ের মতো অন্য যেকোনো বিষয়েই তা হতে পারে।

কিয়াস ও ইজমা সম্পর্কে কুরআন ও হাদীসের বক্তব্য–

কুরআন

..... فَسْـَٔلُوْٓا اَهْلَ الذِّكْرِ اِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ.

অতঃপর তোমরা যদি না জানো তবে (কিতাবের) বিশেষজ্ঞ জ্ঞানীদেরকে জিজ্ঞাসা করো ... ...

(সুরা নাহল/১৬ : ৪৩, সুরা আম্বিয়া/২১ : ৭)

ব্যাখ্যা : আহলে কিতাবদের উদ্দেশ্য করে বলা হলেও আয়াতটির শিক্ষা সকলের জন্য প্রযোজ্য। জ্ঞানার্জনের আল্লাহ প্রদত্ত উৎসসমূহ হলো কুরআন, সুন্নাহ ও Common sense। আর ইজমা বা কিয়াস হলো, ইসলামী বিশেষজ্ঞদের (মনীষী/আকাবের) গবেষণার ফল/সিদ্ধান্ত।

আয়াতটির সরাসরি নির্দেশ হলো– ইজমা/কিয়াস দেখতে হবে একটি বিষয় নিজে জানা বা সিদ্ধান্তে পৌঁছার চেষ্টা করে ব্যর্থ হওয়ার পর। অবশ্যই আগে নয়। **অন্যদিকে** বিশেষজ্ঞদের মতামত (ইজমা ও কিয়াস) অন্ধভাবে মেনে নেওয়া যাবে না। এটি করলে শিরক বা কুফরী ধরনের কবীরা গুনাহ হবে। শিরক হবে যদি কোনো বিশেষজ্ঞের সকল সিদ্ধান্ত নির্ভুল মনে করে মেনে নেওয়া হয়। কারণ, নির্ভুলতা শুধু মহান আল্লাহর গুণ। আর কুফরী হবে যদি নিজে ইসলামের কিছুই জানি না বলে বিশেষজ্ঞদের মতামত মেনে নেওয়া হয়। কারণ, যার Common sense আছে সে ইসলামের অনেক কিছু জানে। তাই আমি ইসলামের কিছুই জানি না বললে আল্লাহর দেওয়া একটি বড়ো নিয়ামতকে অস্বীকার করা হয়। বিষয়টি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা আছে– 'কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশন' প্রকাশিত **'অন্ধ অনুসরণ কুফরী বা শিরক নয় কি?'** (গবেষণা সিরিজ-২১) নামক বইটিতে।

হাদীস

رُوِيَ فِيْ مُسْنَدِ أَحْمَد حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ ..... عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ لَقَدْ جَلَسْتُ أَنَا وَأَخِي مَجْلِسًا مَا أُحِبُّ أَنَّ لِي بِهِ حُمْرَ النَّعَمِ أَقْبَلْتُ أَنَا وَأَخِي وَإِذَا مَشْيَخَةٌ مِنْ صَحَابَةِ رَسُولِ اللّٰهِ ﷺ جُلُوسٌ عِنْدَ بَابٍ مِنْ أَبْوَابِهِ فَكَرِهْنَا أَنْ نُفَرِّقَ بَيْنَهُمْ فَجَلَسْنَا حَجْرَةً إِذْ ذَكَرُوا آيَةً مِنَ الْقُرْآنِ فَتَمَارَوْا فِيهَا حَتَّى ارْتَفَعَتْ أَصْوَاتُهُمْ فَخَرَجَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ مُغْضَبًا قَدْ احْمَرَّ وَجْهُهُ يَرْمِيهِمْ بِالتُّرَابِ وَيَقُولُ

مَهْلًا يَا قَوْمِ بِهَذَا أُهْلِكَتْ الْأُمَمُ مِنْ قَبْلِكُمْ بِاخْتِلَافِهِمْ عَلَى أَنْبِيَائِهِمْ وَضَرْبِهِمْ الْكُتُبَ بَعْضَهَا بِبَعْضٍ إِنَّ الْقُرْآنَ لَمْ يَنْزِلْ يُكَذِّبُ بَعْضُهُ بَعْضًا بَلْ يُصَدِّقُ بَعْضُهُ بَعْضًا فَمَا عَرَفْتُمْ مِنْهُ فَاعْمَلُوا بِهِ وَمَا جَهِلْتُمْ مِنْهُ فَرُدُّوهُ إِلَى عَالِمِهِ.

আমর ইবন শুআইব ইবনুল আস রা.-এর বর্ণনা সনদের ৫ম ব্যক্তি আনাস ইবন ইয়ায রহ. থেকে শুনে 'আল মুসনাদ' গ্রন্থে লিখেছেন– আমর ইবন শুআইব ইবনুল আস রা. বলেন– আমি ও আমার ভাই এক মজলিশে বসলাম, আর সে জায়গাটি লাল পিঁপড়ে থাকার কারণে আমি তা পছন্দ করলাম না, তাই সামনে অগ্রসর হলাম। এমনকি বয়োজ্যেষ্ঠ সাহাবীদের নিকটবর্তী হয়ে গেলাম যারা রসুলুল্লাহ স.-এর ঘরের দরজার একটি দরজার সামনে বসেছিল। আর আমরা তাঁদের থেকে পৃথক হওয়াকে অপছন্দ করলাম, অতঃপর তাঁদের মাঝে একটি পাথরের ওপর বসলাম। তাঁরা কুরআনের একটি আয়াত বলছিল অতঃপর সেটি নিয়ে বিতর্ক করছিল, এমনকি তাঁদের আওয়াজ উঁচু হয়ে গেল। অতঃপর রসুলুল্লাহ স. রাগান্বিত অবস্থায় বের হলেন, আর তাঁর মুখমণ্ডল রক্তিম হয়ে গেল, তিনি তাদের প্রতি মাটি ছুঁড়ে মারলেন এবং বললেন– আরে হে সম্প্রদায়! তোমাদের পূর্ববর্তী নবীদের কওম তাদের কিতাব নিয়ে এ ধরনের বিতর্ক করার কারণেই ধ্বংস হয়ে গেছে। তারা কিতাবের একটি অংশ দিয়ে অন্য অংশকে রহিত করেছিল। নিশ্চয় এই কুরআনের এক অংশ অন্য অংশকে মিথ্যা প্রতিপন্ন/রহিত করার জন্য নাযিল করা হয়নি। বরং একাংশ অপর অংশের সত্যতা প্রমাণ করার জন্য নাযিল করা হয়েছে। **তাই এতে (কুরআন) থাকা যে সকল বিষয়ে তোমাদের হৃদয়ঙ্গম হয় (আকল/Common sense/বিবেক দিয়ে বুঝতে পারো) তার ওপর 'আমল করো। আর যা তোমাদের আকল/Common sense/বিবেকের বাইরে, তা ঐ বিষয়ে যারা (বিশেষজ্ঞ) জ্ঞানী তাদের দিকে ফিরিয়ে দাও।**

- আহমাদ, *আল-মুসনাদ*, হাদীস নং-৬৭০২।
- হাদীসটির সনদ ও মতন সহীহ।

ব্যাখ্যা : হাদীসটির বোল্ড করা অংশে রসুল স. বলেছেন– কুরআনের যে সকল বক্তব্য মু'মিনরা নিজেদের Common sense দিয়ে বুঝতে পারে তার ওপর 'আমল করতে। আর যা তাদের Common sense-এর বুঝের বাইরে তা ঐ বিষয়ে যারা বিশেষজ্ঞ জ্ঞানী তাদের দিকে ফিরিয়ে দিতে তথা তাদের কাছে জিজ্ঞাসা করে তা জেনে নিতে।

তাই কুরআন ও হাদীস থেকে মুসলিমদের সামগ্রিক শিক্ষা হলো–

১. ইসলামী সমাজে কুরআনের সাধারণ ও বিশেষজ্ঞ জ্ঞানী থাকবে বা থাকতে হবে।

২. কুরআন, সুন্নাহ ও Common sense-এর মাধ্যমে ইসলামের প্রতিটি বিষয় জানার চেষ্টা সকল মুসলিমকে করতে হবে।

৩. কুরআন, সুন্নাহ ও Common sense-এর মাধ্যমে সাধারণ জ্ঞানীরা কোনো বিষয়ে সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে না পারলে বিশেষজ্ঞ জ্ঞানীদের (মনীষী/আকাবের) থেকে সেটি জেনে নিতে হবে বা তাদের লেখা বই পড়ে তা জানতে হবে।

৪. কুরআন, সুন্নাহ ও Common sense-এর মাধ্যমে সাধারণ জ্ঞানীরা একটি বিষয়ে সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে পারলে বিশেষজ্ঞ জ্ঞানীদের থেকে সেটি জানা বা তাদের লেখা বই পড়ার প্রয়োজন নেই।

৫. বিশেষজ্ঞ জ্ঞানীদের সিদ্ধান্ত (ইজমা বা কিয়াস) যাচাই করার বিষয়টি ঘটবে শেষে।

৬. ইজমা বা কিয়াস উৎস নয়। ইজমা বা কিয়াস হলো রেফারেন্স।

এ পুস্তিকার আলোচ্য বিষয়ের ব্যাপারে কুরআন ও প্রকৃত সহীহ হাদীসে স্পষ্ট বক্তব্য আছে। তাই এখানে কিয়াস ও ইজমার সুযোগ নেই।

আল কুরআন

যুগের জ্ঞানের আলোকে

অনুবাদ ও মৌলিক তাফসীর

(সচিত্র)

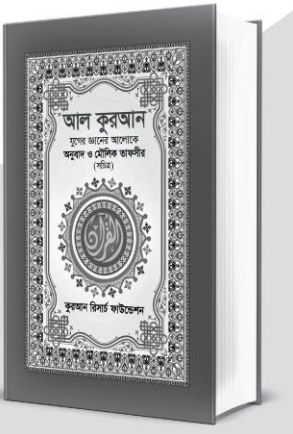

কুরআনের আরবী আয়াত
সর্বদা অপরিবর্তিত থাকবে,
কিন্তু কিছু কিছু অর্থ ও ব্যাখ্যা
যুগের জ্ঞানের আলোকে
উন্নত হবে।

মূল বিষয়

'তাকদীর বা কদর আল্লাহ কর্তৃক পূর্বনির্ধারিত' তথ্যটি কুরআন ও হাদীসে অনেকবার এসেছে। কিন্তু কথাটি দিয়ে কী বুঝানো হয়েছে এ বিষয়ে বর্তমান মুসলিম সমাজে সঠিক ধারণা নেই। আর এর জন্য মুসলিম উম্মাহর অপরিসীম ক্ষতি হয়েছে ও হচ্ছে। তাই 'তাকদীর বা কদর আল্লাহ কর্তৃক পূর্বনির্ধারিত' বলতে কুরআন ও হাদীসে কী বুঝানো হয়েছে তা প্রতিটি মুসলিমের সঠিকভাবে জানা, বিশ্বাস করা এবং সে অনুযায়ী কাজ করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ইসলামের সকল মূলনীতির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে এবং মানবসভ্যতার বর্তমান উৎকর্ষতার যুগে বিজ্ঞানের সহায়তায়, তাকদীরের প্রকৃত অর্থ ও ব্যাখ্যা বোধগম্য এবং যুক্তিগ্রাহ্য করে উপস্থাপন করা বর্তমান প্রচেষ্টার উদ্দেশ্য। আশা করি এর মাধ্যমে তাকদীরের ওপর মুসলিমদের বিশ্বাস দৃঢ় হবে এবং তাকদীরে বিশ্বাসের মাধ্যমে আল্লাহ মানুষ বা মুসলিমদের দুনিয়া ও আখিরাতে যে কল্যাণ দিতে চেয়েছিলেন তা পাওয়া সম্ভব হবে। আশাকরি এ পুস্তিকা তাকদীর সম্পর্কে বর্তমান বিশ্বে ও মুসলিম সমাজে চালু থাকা ভুল ধারণা সংস্কার করতে বিপুলভাবে সাহায্য করবে।

তাকদীরে বিশ্বাস করার গুরুত্ব

أَخْرَجَ الْإِمَامُ مُسْلِمٌ .... حَدَّثَنِي أَبُو خَيْثَمَةَ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ .... عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنُ عُمَرَ قَالَ : .... فَأَخْبِرْنِي عَنِ الإِيمَانِ. قَالَ : أَنْ تُؤْمِنَ بِاللهِ وَمَلاَئِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَتُؤْمِنَ بِالْقَدَرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ ....

ইমাম মুসলিম রহ. আব্দুল্লাহ ইবন উমার রা.-এর বর্ণনা সনদের **১১**তম *ব্যক্তি আবূ খাইছামা ঝুহাইর ইবন হারব রহ. থেকে শুনে তাঁর 'আস সহীহ' গ্রন্থে লিখেছেন*– আব্দুল্লাহ ইবন উমার রা. বলেন : ..... অতঃপর সে (জিব্রাইল) বললো, আমাকে ঈমান সম্পর্কে বলুন। রসুলুল্লাহ স. বললেন– ঈমান এই যে, তুমি আল্লাহ, তাঁর ফেরেশতাকুল, তাঁর কিতাবসমূহ, তাঁর প্রেরিত রসুলগণ ও শেষ দিনের ওপর ঈমান রাখবে এবং তুমি তাকদীর ও এর ভালো ও মন্দের প্রতিও ঈমান রাখবে। সে (জিব্রাইল) বললো– আপনি সত্যই বলেছেন।

♦ মুসলিম, *আস-সহীহ*, হাদীস নং-১০২।

♦ হাদীসটির সনদ ও মতন সহীহ।

ব্যাখ্যা : 'তাকদীর' শব্দটির উৎপত্তি 'কদর' শব্দটি থেকে। তাই তাকদীরে বিশ্বাস করা ঈমানের অংশ। আর তাই 'তাকদীর' বা 'কদর'-এ বিশ্বাস করা ইসলামী জীবনের অপরসীম গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়।

‘তাকদীর পূর্বনির্ধারিত’ কথাটির প্রচলিত অর্থ এবং তার প্রভাবে চালু হওয়া কথাসমূহ

‘তাকদীর পূর্বনির্ধারিত’ কথাটির প্রচলিত অর্থ হলো– ভাগ্য, পরিণতি বা বিধিলিপি পূর্বনির্ধারিত। তথ্যটির প্রচলিত এ অর্থের প্রভাবে বর্তমান মুসলিম বিশ্বে প্রচলিত ধারণাসমূহ হলো–

- সকল কাজের ভাগ্য, পরিণতি বা ফলাফল আল্লাহ আগে নির্ধারণ করে রেখেছেন।
- মানুষের জন্ম ও মৃত্যুর স্থান, সময় ও কারণ আল্লাহ কর্তৃক পূর্বনির্ধারিত।
- মানুষের চূড়ান্ত ভাগ্য তথা জান্নাত বা জাহান্নাম প্রাপ্তির বিষয়টিও পূর্বনির্ধারিত।
- ঐ ভাগ্য পরিবর্তন করার ক্ষমতা মানুষের নেই।

‘তাকদীর পূর্বনির্ধারিত’ কথাটির প্রচলিত অর্থের কুফল

১. কোনো কাজে ব্যর্থ হলে বা যথাযথ ফল না পেলে মানুষ তার প্রকৃত কারণ সন্ধান ও প্রতিকারের চেষ্টা না করে ভাগ্যের ওপর ছেড়ে দিয়ে বসে থাকে। ফলে ভবিষ্যতে ঐ কাজে সফল হওয়া বা যথাযথ ফল পাওয়ার উপায়টি মানবসভ্যতার সামনে উন্মুক্ত (Discover) হয় না বা হতে বিলম্ব হয়।

২. সাধারণ মুসলিমরা কষ্টসাধ্য বা ত্যাগ স্বীকার করা লাগে এমন কাজ করার উৎসাহ হারিয়ে ফেলে। কারণ তারা মনে করে– কষ্ট করে বা ত্যাগ স্বীকার করে একটি কাজ করার পরও আল্লাহ ঐ কাজের যে ফল নির্ধারণ করে রেখেছেন তা তো পরিবর্তন করা যাবে না। তাই অযথা কষ্ট করার বা ঝুঁকি নেওয়ার দরকার কী?

৩. বিজ্ঞানের সকল দিকের এক সময়ের শ্রেষ্ঠ মুসলিম জাতি গবেষণা বন্ধ করে দিয়ে আজ বিজ্ঞানের সকল ক্ষেত্রে বিশ্বের অন্য জাতিদের তুলনায় ব্যাপকভাবে পিছিয়ে পড়েছে। যেমন–

- চিকিৎসা বিদ্যায় গবেষণার ব্যাপারে তারা মনে করেছে কষ্ট করে গবেষণা করে নতুন নতুন চিকিৎসা পদ্ধতি বা ঔষধ আবিষ্কার করার কী দরকার? রোগ ভালো হবে কি হবে না এটি তো আল্লাহ আগেই নির্ধারণ করে রেখেছেন।
- কষ্ট করে গবেষণা করে উন্নতমানের যুদ্ধাস্ত্র তৈরি করা মুসলিমরা অপ্রয়োজনীয় মনে করেছে। কারণ, যুদ্ধের ফলাফল তো পূর্বনির্ধারিত। তাই উন্নত মানের যুদ্ধাস্ত্র থাকলে ফলাফল যা হবে, না থাকলেও ফলাফল তাই হবে।

৪. দুষ্ট লোকেরা খারাপ কাজ করার যুক্তি খুঁজে পেয়েছে। তারা বলে আমাদের চূড়ান্ত ভাগ্য তথা জান্নাত বা জাহান্নাম প্রাপ্তির বিষয়টি তো আল্লাহ আগে নির্ধারণ করে রেখেছেন। তাই আমরা খারাপ কাজ করলে চূড়ান্ত ফল যা হবে ভালো কাজ করলেও ফল তাই হবে। এজন্য খারাপ কাজ করে মজা লুটলে চূড়ান্তভাবে আমাদের কোনো ক্ষতি হচ্ছে না।

৫. মানুষের সাহস! (বোকামি) বেড়ে যায়। তাই তারা যথাযথ প্রস্তুতি ছাড়াও ঝুঁকিপূর্ণ কাজ করতে দ্বিধা করে না। কিন্তু ঐ ধরনের অধিকাংশ কাজের ফল তাদের বিরুদ্ধে যায়।

৬. কোনো কোনো মু'মিনের বুঝ তাকদীরের প্রকৃত অর্থ ও ব্যাখ্যার কাছাকাছি হলেও বিষয়টি তারা ভালোভাবে বুঝে নেননি। ফলে বিষয়টিকে যেমন তারা মনের প্রশান্তিসহ বিশ্বাস করতে পারেন না, তেমনই অন্য মানুষকে তা যুক্তিগ্রাহ্য করে বুঝাতে পারেন না।

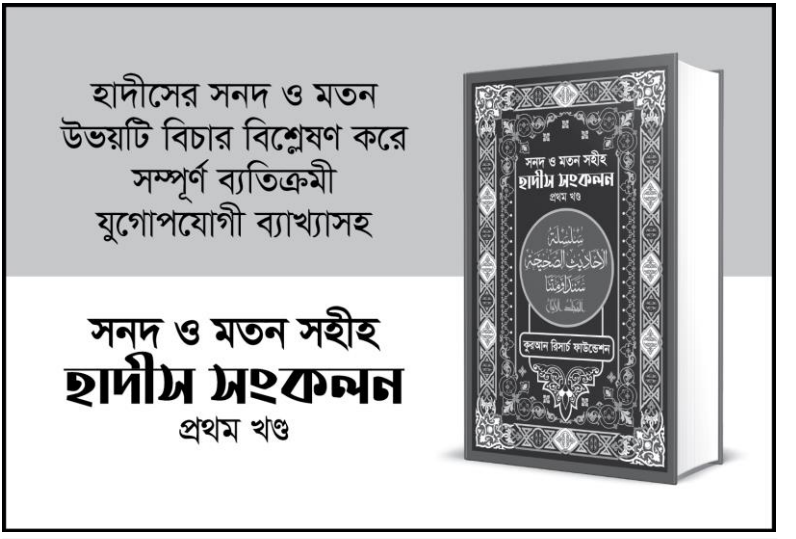

‘তাকদীর পূর্বনির্ধারিত’ কথাটির প্রচলিত অর্থের উৎপত্তিস্থান

উৎপত্তিস্থল-১

‘তাকদীর পূর্বনির্ধারিত’ কথাটির প্রচলিত অর্থের **১ম** বা সবচেয়ে বেশি প্রচারিত উৎপত্তিস্থলটি হলো ঈমানে মুফাস্সালে থাকা ‘কদর’-এর ভালো মন্দের প্রতি বিশ্বাস করা কথাটির প্রচলিত অর্থ ও ব্যাখ্যা।

ঈমানে মুফাস্সাল–

آمَنْتُ بِاللّٰهِ وَمَلٰئِكَتِهٖ وَكُتُبِهٖ وَرَسُوْلِهٖ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَالْقَدْرِ خَيْرِهٖ وَشَرِّهٖ مِنَ اللّٰهِ تَعَالٰى وَالْبَعْثِ بَعْدَ الْمَوْتِ.

প্রচলিত অসতর্ক অনুবাদ : আমি ঈমান আনছি আল্লাহ, তাঁর ফেরশতাগণ, কিতাবসমূহ, রসুলগণ, কিয়ামতের দিন, **আল্লাহ তা‘য়ালার কাছ থেকে আসা ভাগ্যের ভালো-মন্দ** এবং মৃত্যুর পর পুনরুত্থানের প্রতি।

প্রচলিত অসতর্ক ব্যাখ্যা : ঈমানে মুফাস্সালের অসতর্ক অর্থ থেকে মুসলিম সমাজে চালু হয়েছে– ঈমান যে ৭টি বিষয়ের ওপর বিশ্বাস দাবি করে তার একটি হলো ভাগ্যের ভালো ও মন্দ ফলের প্রতি বিশ্বাস। অর্থাৎ মানুষের ভাগ্যে ভালো বা মন্দ যে ফল আল্লাহ তা‘য়ালা আগে থেকে নির্ধারণ করে রেখেছেন এবং যা অপরিবর্তনীয়, তার প্রতি বিশ্বাস রাখা ঈমানের একটি দাবি।

উৎপত্তিস্থল-২

‘তাকদীর পূর্বনির্ধারিত’ কথাটির প্রচলিত অর্থের ২য় উৎপত্তিস্থল হলো ‘কদর’ ও ‘তাকদীর’ শব্দ ধারণকারী কুরআনের আয়াতের অসতর্ক অর্থ। ঐ আয়াতের তিনটি–

اِنَّآ اَنْزَلْنٰهُ فِيْ لَيْلَةِ الْقَدْرِ ۚ ۝ وَمَآ اَدْرٰىكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ ۝ لَيْلَةُ الْقَدْرِ ۙ خَيْرٌ مِّنْ اَلْفِ شَهْرٍ ۭ

'কদর' শব্দটি অপরিবর্তিত রেখে আয়াত তিনটির সরল অর্থ : নিশ্চয় আমরা তা (কুরআন) অবতীর্ণ করেছি কদরের রাতে। আর তুমি কি জানো– কদরের রাতটি কী? কদরের রাতটি হাজার মাসের চেয়ে শ্রেষ্ঠ।

(সুরা আল কদর/৯৭ : ১-৩)

আয়াত তিনটিতে থাকা 'কদর' শব্দের অর্থ সম্পর্কে বিভিন্ন তাফসীরকারকের বক্তব্য–

১. মা'আরেফুল কোরআন

কদরের এক অর্থ মাহাত্ম্য ও সম্মান। কেউ কেউ এ স্থলে এ অর্থই নিয়েছেন। কদরের আরেক অর্থ তকদীর (বিধিলিপি, ভাগ্য) এবং আদেশও হয়ে থাকে। এ রাত্রিতে পরবর্তী এক বছরের অবধারিত বিধিলিপি ব্যবস্থাপক ও প্রয়োগকারী ফেরেশতাগণের কাছে হস্তান্তর করা হয়। এতে প্রত্যেক মানুষের বয়স, মৃত্যু, রিযিক, বৃষ্টি ইত্যাদির পরিমাণ নির্দিষ্ট ফেরেশতাগণকে লিখে দেওয়া হয়।

(মুফতী মুহাম্মদ শফী রহ.; অনুবাদক : মাওলানা মুহিউদ্দীন খান, প্রকাশক : ইসলামী ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১ম সংস্করণ : মে ১৯৮৮, পৃষ্ঠা : ৯৩৭-৯৩৮)

২. তাফহীমুল কুরআন

কোনো কোনো তাফসীরকারক কদরকে তকদীর (ভাগ্য) অর্থে গ্রহণ করেছেন। অর্থাৎ এই রাতে আল্লাহ তকদীরের ফয়সালা জারী করার জন্য তা ফেরেশতাদের হাতে তুলে দেন। অন্যদিকে ইমাম যুহরী রহ. বলেন, কদর অর্থ হচ্ছে শ্রেষ্ঠত্ব ও মর্যাদা। অর্থাৎ এটি অত্যন্ত মর্যাদাশীল রাত।

(সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদুদী রহ.; অনুবাদক : আবদুল মান্নান তালিব, আধুনিক প্রকাশনী, এপ্রিল : ১৯৯১, পৃষ্ঠা : ১৮১)

তবে বাস্তবতা হলো– 'কদর' শব্দের অর্থ 'ভাগ্য' ধরলে আয়াত তিনটির যে অর্থ হয় সেটিই মুসলিম সমাজে ব্যাপকভাবে চালু হয়েছে। সে অর্থ হলো– আমি এটা (কুরআন) নাযিল করেছি **ভাগ্য রজনি**তে। তুমি কি জানো– **ভাগ্য রজনি** কোনটি? **ভাগ্য রজনি** হাজার মাসের চেয়েও উত্তম।

উৎপত্তিস্থল-৩

'কদর' ও 'তাকদীর' শব্দ ধারণকারী হাদীসের অসতর্ক অনুবাদ ও ব্যাখ্যা। এ ধরনের কিছু হাদীস অসতর্ক অনুবাদসহ পরে আসছে।

‘ভাগ্য’ (বিধিলিপি) অনুবাদ ধরলে ‘কদর’ ও ‘তাকদীর’ শব্দ ধারণকারী কুরআনের আয়াতের যে অর্থ হয়

তথ্য-১

..... وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَّرَهُ تَقْدِيرًا.

অসতর্ক অর্থ : ... ... আর তিনি সকল কিছু সৃষ্টি করেছেন অতঃপর তার ভাগ্য (তাকদীর) নির্দিষ্ট করেছেন।

(সুরা আল ফুরকান/২৫ : ২)

তথ্য-২

إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ.

অসতর্ক অর্থ : নিশ্চয় আমরা প্রত্যেকটি বস্তু সৃষ্টি করেছি ভাগ্য (কদর) সহকারে।

(সুরা আল কামার/৫৪ : ৪৯)

তথ্য-৩

..... إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ ۚ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا .

অসতর্ক অর্থ : ... ... অবশ্যই আল্লাহ তার কাজ শেষ করেন; আল্লাহ প্রত্যেক জিনিসের জন্য একটি ভাগ্য (কদর) নির্দিষ্ট করেছেন।

(সুরা আত তালাক/৬৫ : ৩)

তথ্য-৪

..... وَلَٰكِن يُنَزِّلُ بِقَدَرٍ مَّا يَشَاءُ .....

অসতর্ক অর্থ : ... ... কিন্তু তিনি নিজ ইচ্ছায় তৈরি ভাগ্য (কদর) অনুযায়ী তা (রিজিক) দিয়ে থাকেন। ... ...

(সুরা আশ শূরা/৪২ : ২৭)

‘ভাগ্য’ (বিধিলিপি) অনুবাদ ধরলে ‘কদর’ ও ‘তাকদীর’ শব্দ ধারণকারী হাদীসের যে অর্থ হয়

হাদীস-১

أَخْرَجَ الْإِمَامُ مُسْلِمٌ..... حَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ أَحْمَدُ بْنُ عَمْرٍو ..... عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ : كَتَبَ اللَّهُ مَقَادِيرَ الْخَلَائِقِ قَبْلَ أَنْ يَخْلُقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِخَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ قَالَ وَعَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ.

অসতর্ক অর্থ : *ইমাম মুসলিম রহ. আব্দুল্লাহ ইবন আমর রা.-এর বর্ণনা সনদের ৫ম ব্যক্তি আবূ ত্বাহির আহমাদ ইবন আমর রহ. থেকে শুনে তাঁর ‘আস সহীহ’ গ্রন্থে লিখেছেন–* আবদুল্লাহ বিন আমর রা. বলেন, রসুলুল্লাহ স. বলেছেন– আসমানসমূহ এবং পৃথিবী সৃষ্টি করার ৫০ হাজার বছর আগে আল্লাহ সকল মাখলুকের ভাগ্য/বিধিলিপি (কদর) লিখে রেখেছেন। রসুলুল্লাহ স. বলেন, তখন আল্লাহর আরশ ছিল পানির ওপর।

- মুসলিম, *আস-সহীহ*, হাদীস নং-৬৯১৯।
- হাদীসটির সনদ ও মতন সহীহ।

হাদীস-২

أَخْرَجَ الْإِمَامُ التِّرْمِذِيُّ..... حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُوسَى ..... عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ : إِنَّ أَوَّلَ مَا خَلَقَ اللَّهُ الْقَلَمَ فَقَالَ لَهُ اكْتُبْ فَجَرَى بِمَا هُوَ كَائِنٌ إِلَى الْأَبَدِ.

অসতর্ক অর্থ : *ইমাম তিরমিযী রহ. উবাদাতা ইবন সামিত রা.-এর বর্ণনা সনদের ৫ম ব্যক্তি ইয়াহইয়া ইবন মূসা রহ. থেকে শুনে তাঁর ‘আস সুনান’ গ্রন্থে লিখেছেন–* উবাদাতা ইবন সামিত রা. বলেন, আমি রসুলুল্লাহ স.-কে বলতে শুনেছি; তিনি বলেছেন– আল্লাহ সর্বপ্রথমে যা সৃষ্টি করেন তা হলো কলম। অতঃপর কলমকে বললেন– লেখ; তখন কলম (ভাগ্য) লিখতে শুরু করে এবং অনন্তকাল পর্যন্ত যা কিছু ঘটবে তা লিপিবদ্ধ করে।

◆ তিরমিযী, *আস-সুনান*, হাদীস নং- ৩৩১৯

◆ হাদীসটির সনদ ও মতন সহীহ।

হাদীস-৩

أَخْرَجَ الْإِمَامُ مُسْلِمٌ ... ... حَدَّثَنِي عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ حَمَّادٍ ... ... عَنْ طَاوُسٍ أَنَّهُ قَالَ أَدْرَكْتُ نَاسًا مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ يَقُولُونَ كُلُّ شَيْءٍ بِقَدَرٍ. قَالَ وَسَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ كُلُّ شَيْءٍ بِقَدَرٍ حَتَّى الْعَجْزُ وَالْكَيْسُ أَوِ الْكَيْسُ وَالْعَجْزُ.

অসতর্ক অর্থ : *ইমাম মুসলিম রহ. তাউস রহ.-এর বর্ণনা সনদের ৭ম ব্যক্তি আবদুল আ'লা ইবন হাম্মাদ রহ. থেকে শুনে তাঁর 'আস সহীহ' গ্রন্থে লিখেছেন–* তাউস রহ. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন– আমি রসুলুল্লাহ স.-এর সাহাবাদের মধ্য থেকে কিছু সংখ্যক সাহাবাকে দেখতে পেয়েছি। তারা বলতেন যে– সকল বিষয় নির্ধারিত (সৃষ্ট)। তিনি বলেন, আমি 'আবদুল্লাহ ইবনু উমার রা.-কে বলতে শুনেছি, রসুল স. বলেছেন– সব বিষয় ভাগ্য/বিধিলিপিসহ সৃষ্ট। এমনকি অক্ষমতা ও বুদ্ধিমত্তা বা বুদ্ধিমত্তা ও অক্ষমতাও।

◆ মুসলিম, *আস-সহীহ*, হাদীস নং-৬৯২২।

◆ হাদীসটির সনদ ও মতন সহীহ।

হাদীস-৪

أَخْرَجَ الْإِمَامُ ابنُ مَاجَه... ... ... حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ ... ... عَنْ أَبِي خِزَامَةَ قَالَ سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَرَأَيْتَ أَدْوِيَةً نَتَدَاوَى بِهَا وَرُقًى نَسْتَرْقِي بِهَا وَتُقًى نَتَّقِيهَا هَلْ تَرُدُّ مِنْ قَدَرِ اللَّهِ شَيْئًا قَالَ: هِيَ مِنْ قَدَرِ اللَّهِ.

অসতর্ক অর্থ : *ইমাম ইবন মাজাহ রহ. আবূ খিযামাহ রা.-এর বর্ণনা সনদের ৫ম ব্যক্তি মুহাম্মাদ ইবনুস সাবাহ রহ. থেকে শুনে তাঁর 'আস সুনান' গ্রন্থে লিখেছেন–* আবূ খিযামাহ রা. থেকে বর্ণিত রসুলুল্লাহ স.-কে জিজ্ঞাসা করা হলো, যে সকল ঔষধ দিয়ে আমরা চিকিৎসা করি, যে ঝাড়-ফুঁক করি এবং যে সকল প্রতিরোধমূলক বা সতর্কতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করি, সে সম্পর্কে আপনার মতামত কী? সেগুলো কি আল্লাহ নির্ধারিত ভাগ্য/বিধিলিপি কিছুমাত্র রদ করতে পারে? তিনি বলেন– সেগুলোও তাকদীরের অন্তর্ভুক্ত।

◆ ইবন মাজাহ, *আস-সুনান*, হাদীস নং-৩৪৩৭।

◆ হাদীসটির সনদ যঈফ ও মতন সহীহ।

‘তাকদীর পূর্বনির্ধারিত’ কথাটির অর্থ হিসেবে ‘ভাগ্য/বিধিলিপি পূর্বনির্ধারিত’ কথাটির গ্রহণযোগ্যতা পর্যালোচনা

চলুন এখন ‘তাকদীর পূর্বনির্ধারিত’ কথাটির অর্থ হিসেবে ‘ভাগ্য/বিধিলিপি পূর্বনির্ধারিত’ বলে যে কথাটি মুসলিম সমাজে ব্যাপকভাবে চালু হয়েছে তার গ্রহণযোগ্যতা পর্যালোচনা করা যাক। আমরা এটি মহান আল্লাহ প্রদত্ত তিনটি উৎস কুরআন, হাদীস ও Common sense-এর তথ্যের ভিত্তিতে পর্যালোচনা করবো, ইনশাআল্লাহ।

Common sense

দৃষ্টিকোণ-১ : মানুষের ইচ্ছা ও কর্মপ্রচেষ্টার মূল্য না থাকার দৃষ্টিকোণ

সকল কাজের ভাগ্য, পরিণতি বা ফলাফল পূর্বনির্ধারিত হলে কাজে সফল বা ব্যর্থ হওয়ার ব্যাপারে মানুষের ইচ্ছা ও কর্মপ্রচেষ্টার কোনো মূল্য বা ভূমিকা থাকে না। কিন্তু বাস্তবে আমরা দেখি মানুষ ইচ্ছা এবং চেষ্টা না করলে কোনো কিছু ঘটে না। আবার ইচ্ছা ও চেষ্টার ধরনের ভিত্তিতে সকল কাজের সফলতা ও ব্যর্থতা বা সফলতা ও ব্যর্থতার মাত্রা নির্ভর করে।

তাই Common sense-এর এ দৃষ্টিকোণ থেকে ‘তাকদীর পূর্বনির্ধারিত’ কথাটির অর্থ ভাগ্য বা পরিণতি পূর্বনির্ধারিত কথাটি গ্রহণযোগ্য নয়।

দৃষ্টিকোণ-২ : আল্লাহর সর্বশ্রেষ্ঠ ন্যায় বিচারক হওয়ার দৃষ্টিকোণ

সকল কাজের ভাগ্য পূর্বনির্ধারিত হলে কাজের মাধ্যমে পরীক্ষা নিয়ে সফল হলে মানুষকে পুরস্কৃত করা (জান্নাত দেওয়া) এবং ব্যর্থ হলে মানুষকে শাস্তি দেওয়া (জাহান্নামে পাঠানো) চরম অবিচার হয়। অথচ আল্লাহ জানিয়েছেন–

ٱلَّذِى خَلَقَ ٱلْمَوْتَ وَٱلْحَيَوٰةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا .....

যিনি সৃষ্টি করেছেন মৃত্যু ও জীবন, পরীক্ষা করার জন্য কে তোমাদের মধ্যে কর্মে উত্তম। ... ...

(সুরা আল মূলক/৬৭ : ২)

ব্যাখ্যা : মহান আল্লাহ এখানে জানিয়ে দিয়েছেন– তিনি মানুষকে সৃষ্টি করেছেন কাজের মাধ্যমে পরীক্ষা নিয়ে ইনসাফের ভিত্তিতে পুরস্কার বা শাস্তি দেওয়ার জন্য।

اَلَيْسَ اللّٰهُ بِاَحْكَمِ الْحٰكِمِيْنَ .

আল্লাহ কি সর্বশ্রেষ্ঠ বিচারক নন?

(সুরা আত ত্বীন/৯৫ : ৭)

ব্যাখ্যা : এখানে প্রশ্ন করার মাধ্যমে মহান আল্লাহ জানিয়ে দিয়েছেন– তিনি সর্বশ্রেষ্ঠ ন্যায় বিচারক।

তাই Common sense-এর এ দৃষ্টিকোণ থেকেও সহজে বলা যায়– মানুষের জান্নাত ও জাহান্নাম প্রাপ্তি আল্লাহ তায়ালা কর্তৃক পূর্বনির্ধারিত কথাটি সঠিক নয়।

♣♣ ২১ পৃষ্ঠায় উল্লিখিত নির্ভুল জ্ঞানার্জনের ইসলামী নীতিমালা অনুযায়ী কোনো বিষয়ে Common sense-এর রায় হলো ঐ বিষয়ে ইসলামের প্রাথমিক রায়। তাই এ পর্যায়ে এসে বলা যায়, ইসলামের প্রাথমিক রায় হলো– 'তাকদীর পূর্বনির্ধারিত' কথাটির অর্থ ভাগ্য বা পরিণতি পূর্বনির্ধারিত কথাটি গ্রহণযোগ্য নয়।

নির্ভুল জ্ঞানার্জনের ইসলামী নীতিমালা অনুযায়ী কোনো বিষয়ে ইসলামের প্রাথমিক রায়কে (Common sense-এর রায়) কুরআন দিয়ে যাচাই করে ঐ বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে হবে। এটি সম্ভব না হলে হাদীস দিয়ে যাচাই করে চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে হবে। তাই নির্ভুল জ্ঞানার্জনের ইসলামী নীতিমালা অনুযায়ী এখন আমাদের কুরআন দিয়ে যাচাই করে 'তাকদীর পূর্বনির্ধারিত' কথাটির অর্থ ভাগ্য বা পরিণতি পূর্বনির্ধারিত কথাটি গ্রহণযোগ্য হবে কি না বিষয়টিতে চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে হবে। আর কুরআন দিয়ে সম্ভব না হলে হাদীস দিয়ে যাচাই করে চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে হবে।

আল কুরআন

তথ্য-১.১

وَاَنْ لَّيْسَ لِلْاِنْسَانِ اِلَّا مَا سَعٰى

আরও এই যে, কোনো বহনকারী অপরের বোঝা বহন করবে না। (মানুষ শুধু তাই পায় যা সে চেষ্টা করে। (সুরা আন নাজম/৫৩ : ৩৯)

ব্যাখ্যা : এখানে জানানো হয়েছে মানুষ যা পায় তা তার ভাগ্যে লেখা আছে বলেই পায়, এটি একেবারে সঠিক নয়। প্রকৃত বিষয় হলো মানুষ নিজের ইচ্ছায় যে ধরনের চেষ্টা-সাধনা করে সে ধরনের পরিণতি তার হয়।

তথ্য-১.২

وَمَآ اَصَابَكُمْ مِّنْ مُّصِيْبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ اَيْدِيْكُمْ ....

আর তোমাদের যে বিপদ-আপদ ঘটে তা তোমাদের কৃতকর্মেরই ফল... ... ... (সুরা আশ শুরা/৪২ : ৩০)

ব্যাখ্যা : এখানে বলা হয়েছে, দুনিয়ায় মানুষের ওপর যে বিপদ আসে তা তাদের নিজ কর্মের ফল। অর্থাৎ মহান আল্লাহ এখানে জানিয়ে দিয়েছেন, ব্যক্তি বা সামষ্টিক মানুষের ওপর যে বিপদ আসে তা তাঁর আগে নির্ধারিত করে রাখা, এমনটি সঠিক নয়। ঐ বিপদ আসে মানুষের কর্মে থাকা দোষ বা ভুলের কারণে।

তথ্য-১.৩

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِى الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ اَيْدِى النَّاسِ ... ...

স্থলে ও সমুদ্রে বিপর্যয় উপস্থিত হয় মানুষের কৃতকর্মের দরুন। ... ... (সুরা আর রুম/৩০ : ৪১)

ব্যাখ্যা : এখানে বলা হয়েছে– মানুষের ওপর এবং মহাবিশ্বে যে অরাজকতা তথা বিপদ-আপদ আসে তা মানুষের কর্মের ফল। অর্থাৎ আল্লাহ এখানে জানিয়ে দিয়েছেন– মানুষের ওপর বা মহাবিশ্বে যে বিপদ-আপদ (সাইক্লোন, সুনামি, ভূমিকম্প, গ্রীন হাউজ ইফেক্ট, খরা, বন্যা ইত্যাদি) আসে, তা আগে তিনি নির্ধারিত করে রেখেছেন বলে আসে এমনটি সঠিক নয়। ঐ বিপদ আসে মানুষের নিজেদের কর্ম দোষের কারণে।

তথ্য-১.৪

..... وَمَآ اَصَابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنْ نَّفْسِكَ

... ... আর তোমার যা অকল্যাণ হয় তা তোমার নিজের পক্ষ থেকে (নিজের কর্মদোষে) হয়। (সুরা নিসা/৪ : ৭৯)

ব্যাখ্যা : এখানেও জানানো হয়েছে ব্যক্তি মানুষের ওপর যে বিপদ আসে তা তার নিজ কর্মের ফল। আগে নির্ধারিত করে রাখার কারণে তা আসে, এ ধারণা সঠিক নয়।

তথ্য-১.৫

إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ النَّاسَ شَيْئًا وَلَٰكِنَّ النَّاسَ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ .

নিশ্চয় আল্লাহ মানুষের প্রতি কোনো জুলুম করেন না। বরং মানুষই নিজেদের প্রতি জুলুম করে থাকে। (সুরা ইউনুস/১০ : ৪৪)

ব্যাখ্যা : যে কাজে মানুষের ইচ্ছা ও কর্মপ্রচেষ্টার ভূমিকা নেই সে কাজের ভিত্তিতে তাকে শাস্তি দেওয়া জুলুম (অত্যাচার)। এখানে আল্লাহ নিশ্চয়তা দিয়ে বলেছেন– যে বিপদের জন্য মানুষের কর্ম দায়ী নয় সে বিপদ তিনি তাদের দেন না। কারণ এটি জুলুম। আর আল্লাহ জুলুম করা থেকে মুক্ত। প্রকৃত বিষয় হলো মানুষের কর্মদোষেই তাদের ওপর বিপদ আসে।

তথ্য-১.৬

..... إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ .....

... ... নিশ্চয় আল্লাহ কোনো সম্প্রদায়ের (জাতি) অবস্থা পরিবর্তন করেন না যতক্ষণ না তারা নিজেদের অবস্থা নিজেরাই পরিবর্তন করে। ... ...

(সুরা আর রাদ/১৩ : ১১)

ব্যাখ্যা : আল্লাহ এখানেও নিশ্চয়তা দিয়ে বলেছেন– কোনো জাতির লোকেরা যদি নিজ ইচ্ছা ও কর্মপ্রচেষ্টার মাধ্যমে তাদের অবস্থার পরিবর্তনের চেষ্টা না করে, তবে তাঁর মাধ্যমে পূর্বনির্ধারিত করে রাখার কারণে এমনি এমনি তাদের অবস্থার পরিবর্তন হয়ে যাবে, এমনটি সত্য নয়।

তথ্য-১.৭

..... وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا ۚ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ۚ .....

আর প্রত্যেক ব্যক্তি কিছুই অর্জন করে না যা তার ওপর বর্তায় না। আর কেউ অন্যের বোঝা বহন করবে না। (সুরা আনআম/৬ : ১৬৪)

ব্যাখ্যা : এখানে প্রথম জানানো হয়েছে– ব্যক্তি যা অর্জন করে তা তার ভাগ্যে লেখা ছিল বলে পায়, ব্যাপারটি মোটেই এমন নয়। বরং ব্যক্তি যা অর্জন করে তার জন্য সে নিজেই দায়ী। কারণ ওটা তার নিজ কর্মের জন্যই হয়।

তারপর বলা হয়েছে– কেউ অন্যের বোঝা বহন করবে না। অর্থাৎ একজনের দোষের জন্য আসা বিপদ অন্য একজনের ওপর তিনি কখনও চাপান না। যে আল্লাহ এ রকমটি করবেন না সে আল্লাহ নিশ্চয়ই যে কাজের জন্য যে মানুষের ভূমিকা নেই তার জন্য তাকে শাস্তি দেবেন না।

সম্মিলিত শিক্ষা : এ ধরনের আরও আয়াত আছে যা থেকে সহজে বুঝা যায়– মানুষের কর্মের ফল বা বিপদ-আপদ আসা পূর্বনির্ধারিত নয়। তা নির্ভর করে মানুষের ইচ্ছা ও কর্মপ্রচেষ্টার ধরনের ওপর। তাই এ সকল আয়াতের ভিত্তিতে সহজে বলা যায়– 'তাকদীর পূর্বনির্ধারিত' কথাটির অর্থ ভাগ্য, পরিণতি বা বিধিলিপি পূর্বনির্ধারিত কথাটি গ্রহণযোগ্য নয়।

তথ্য-২

وَالَّذِىْ قَدَّرَ فَهَدٰى ۪

আর যিনি 'কদর' নির্দিষ্ট করেছেন অতঃপর পথনির্দেশ করেছেন।

(সুরা আল 'আলা/৮৭ : ৩)

ব্যাখ্যা : এ আয়াতের বক্তব্য হলো– আল্লাহ তা'য়ালা কদর (তাকদীর) নির্দিষ্ট করেছেন অতঃপর তা জানিয়ে দিয়েছেন। 'কদর' বা 'তাকদীর'-এর অর্থ ভাগ্য হলে এ আয়াতের বক্তব্য হয়– আল্লাহ ভাগ্য নির্দিষ্ট করেছেন অতঃপর জানিয়ে দিয়েছেন। এ তথ্য সঠিক নয়। কারণ, ভাগ্য জানিয়ে দেওয়া হয়নি। তাই এ আয়াতের দৃষ্টিকোণ থেকেও– 'তাকদীর পূর্বনির্ধারিত' কথাটির অর্থ ভাগ্য বা বিধিলিপি পূর্বনির্ধারিত কথাটি গ্রহণযোগ্য নয়।

তথ্য-৩

وَالشَّمْسُ تَجْرِىْ لِمُسْتَقَرٍّ لَّهَا ؕ ذٰلِكَ تَقْدِيْرُ الْعَزِيْزِ الْعَلِيْمِ ؕ وَالْقَمَرَ قَدَّرْنٰهُ مَنَازِلَ حَتّٰى عَادَ كَالْعُرْجُوْنِ الْقَدِيْمِ ؕ لَا الشَّمْسُ يَنْۢبَغِىْ لَهَاۤ اَنْ تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا الَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ ؕ وَكُلٌّ فِىْ فَلَكٍ يَّسْبَحُوْنَ

('তাকদীর' ও 'কদর' শব্দ দুটির অর্থ ভাগ্য ধরে) : আর সূর্য আবর্তন করে তার জন্য নির্ধারিত কক্ষপথে, এটা মহাপ্রতাপশালী ও মহাজ্ঞানীর (তৈরি) তাকদীর। আর চাঁদের 'কদর' আমরা নির্দিষ্ট করেছি বিভিন্ন মনযিল, অবশেষে তা পুরাতন খেজুর ডালের আকার ধারণ করে। (আমার তৈরি প্রোগ্রাম ভঙ্গ করে) সূর্যের পক্ষে সম্ভব নয় চাঁদের নাগাল পাওয়া এবং রাতের পক্ষে সম্ভব নয় দিনকে অতিক্রম করা; আর প্রত্যেকে (নিজ নিজ) কক্ষপথে পরিভ্রমণ করে।

(সুরা ইয়াসিন/৩৬ : ৩৮-৪০)

ব্যাখ্যা : সূর্য ও চাঁদ দুটি নিষ্প্রাণ সৃষ্টি। তাই তাদের ভাগ্য আছে এবং সে ভাগ্য নির্দিষ্ট করা আছে কথাটি যথাযথ বা যৌক্তিক হয় না। তাই এ আয়াতের দৃষ্টিকোণ থেকেও– 'তাকদীর পূর্বনির্ধারিত' কথাটির অর্থ ভাগ্য বা বিধিলিপি পূর্বনির্ধারিত কথাটি গ্রহণযোগ্য নয়।

♣♣ ইতোমধ্যে আমরা জেনেছি, ইসলামের প্রাথমিক রায় হলো– 'তাকদীর পূর্বনির্ধারিত' কথাটির অর্থ ভাগ্য বা পরিণতি পূর্বনির্ধারিত কথাটি গ্রহণযোগ্য নয়। কুরআন পর্যালোচনা করে আমরা দেখলাম– ইসলামের ঐ প্রাথমিক রায়কে কুরআন দৃঢ়ভাবে সমর্থন করে। তাই ২১ পৃষ্ঠায় উল্লিখিত নির্ভুল জ্ঞানার্জনের ইসলামী নীতিমালা অনুযায়ী ঐ প্রাথমিক রায় হবে ইসলামের চূড়ান্ত রায়। অর্থাৎ ইসলামের চূড়ান্ত রায় হলো– 'তাকদীর পূর্বনির্ধারিত' কথাটির অর্থ ভাগ্য বা পরিণতি পূর্বনির্ধারিত কথাটি গ্রহণযোগ্য নয়।

চূড়ান্ত রায় সমর্থনকারী হাদীস

হাদীস-১

أَخْرَجَ الْإِمَامُ التِّرْمِذِيُّ... ... ... حَدَّثَنَا أَبُو حَفْصٍ عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ ... ...
...عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ يَقُولُ قَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَعْقِلُهَا وَأَتَوَكَّلُ أَوْ أُطْلِقُهَا وَأَتَوَكَّلُ قَالَ: اعْقِلْهَا وَتَوَكَّلْ.

ইমাম তিরমিযী রহ. আনাস ইবন মালিক রা.-এর বর্ণনা সনদের ৪র্থ ব্যক্তি আবূ হাফস আমর ইবন আলী রহ. থেকে শুনে তাঁর 'আস সুনান' গ্রন্থে লিখেছেন– আনাস রা. থেকে বর্ণিত, এক ব্যক্তি রসুলুল্লাহ স.-কে জিজ্ঞাসা করলো– হে আল্লাহর রসুল স.! আমি সেটা (উট) বেঁধে রেখে (হারিয়ে না যাওয়ার ব্যাপারে আল্লাহর ওপর) ভরসা করব (দুয়া করব), না ছেড়ে রেখে ভরসা করব? তিনি বললেন, সেটাকে (উট) বেঁধে রেখে তাওয়াক্কুল করো।

- তিরমিযী, *আস-সুনান*, হাদীস নং ২৫১৭
- (হাদীসটির তাখরীজে বিভিন্ন মন্তব্য পরিলক্ষিত হয়েছে। তিরমিযী বলেন গরীব, ইয়াহইয়া ইবন সাঈদ বলেন মুনকার, আলবানী বলেন হাসান)।

ব্যাখ্যা : রসুল স. এখানে স্পষ্ট করে জানিয়ে দিয়েছেন উট হারিয়ে না যাওয়ার ব্যাপারে শুধুমাত্র আল্লাহর কাছে দুয়া করলে চলবে না। প্রথমে উটকে ভালোভাবে বাঁধতে হবে। তারপর আল্লাহর কাছে দুয়া করতে হবে। তাই এ হাদীসটির মাধ্যমে জানা যায়– আল্লাহ সকল কাজের ভাগ্য বা পরিণতি আগে লিখে রেখেছেন প্রচারণাটি সঠিক নয়। প্রথমে সফল হওয়ার জন্য যথাযথ কর্মপ্রচেষ্টা চালাতে হবে। তারপর আল্লাহর কাছে সাহায্য চাইতে হবে।

হাদীস-২.১

أَخْرَجَ الْإِمَامُ الْبُخَارِيُّ... ... ... حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى ... ... عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: مَا أَنْزَلَ اللَّهُ دَاءً إِلَّا أَنْزَلَ لَهُ شِفَاءً.

ইমাম বুখারী রহ. আবূ হুরায়রা রা.-এর বর্ণনা সনদের ৫ম ব্যক্তি মুহাম্মাদ ইবনুল মুছান্না রহ. থেকে শুনে তাঁর 'আস সহীহ' গ্রন্থে লিখেছেন– আবু হুরায়রা রা. বলেন, রসুল স. বলেছেন– আল্লাহ এমন কোনো রোগ সৃষ্টি করেননি যার ঔষধ সৃষ্টি করেননি।

- বুখারী, *আস-সহীহ*, হাদীস নং- ৫৩৫৪
- হাদীসটির সনদ ও মতন সহীহ।

হাদীস-২.২

أَخْرَجَ الْإِمَامُ مُسْلِم ..... حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ مَعْرُوفٍ وَأَبُو الطَّاهِرِ وَأَحْمَدُ بْنُ عِيسَى ..... عَنْ جَابِرٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ : لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءٌ فَإِذَا أُصِيبَ دَوَاءُ الدَّاءِ بَرَأَ بِإِذْنِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ.

ইমাম মুসলিম রহ. জাবির ইবন আবদিল্লাহ রা.-এর বর্ণনা সনদের ৫ম ব্যক্তিত্রয় যথাক্রমে হারূন ইবন মা'রূফ, আবূত ত্বাহির ও আহমাদ ইবন 'ঈসা রহ. প্রমুখ থেকে জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ রা. বলেন, রসুল স. বলেছেন– সকল রোগের জন্য চিকিৎসা আছে। যখন সঠিক চিকিৎসা প্রয়োগ করা হয় তখন রোগী আল্লাহর ইচ্ছায় সেরে উঠে।

- মুসলিম, *আস-সহীহ*, হাদীস নং-৫৮৭১
- হাদীসটির সনদ ও মতন সহীহ।

হাদীস-২.৩

أَخْرَجَ الْإِمَامُ مَالِك ..... حَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ أَنَّ رَجُلاً فِي زَمَانِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَصَابَهُ جُرْحٌ فَاحْتَقَنَ الْجُرْحُ الدَّمَ وَأَنَّ الرَّجُلَ دَعَا رَجُلَيْنِ مِنْ بَنِي أَنْمَارٍ فَنَظَرَا إِلَيْهِ فَزَعَمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَهُمَا أَيُّكُمَا أَطَبُّ. فَقَالاَ أَوَ فِي الطِّبِّ خَيْرٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَزَعَمَ زَيْدٌ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ أَنْزَلَ الدَّوَاءَ الَّذِي أَنْزَلَ الأَدْوَاءَ.

ইমাম মালিক রহ. যায়িদ ইবন আসলাম রা.-এর বর্ণনা সনদের ২য় ব্যক্তি মালিক রহ. থেকে শুনে তাঁর 'আল-মুয়াত্ত্বা' গ্রন্থে লিখেছেন– যায়িদ ইবনে আসলাম রা. বলেন, রসুল স. এর সময় একব্যক্তি আহত হয় এবং তার ক্ষতে পচন ধরে। রসুল স. লোকটির চিকিৎসার জন্য বনি আনসার গোত্র থেকে দুজন চিকিৎসককে ডেকে পাঠান। রসুল স. জিজ্ঞাসা করলেন, তোমাদের

মধ্যে কে অপেক্ষাকৃত ভালো চিকিৎসক? তারা উত্তরে বলল– হে আল্লাহর রসুল স.! চিকিৎসায় কি ভালো-খারাপ আছে? যায়েদ রা. বলেন, রসুল স. বললেন– যিনি রোগ পাঠিয়েছেন তিনি ঔষধও পাঠিয়েছেন।

- ♦ মালিক, *আল-মুয়াত্ত্বা*, হাদীস নং-১৭৩৫।
- ♦ হাদীসটির সনদ ও মতন সহীহ।

ব্যাখ্যা : চিকিৎসার ফল আগে নির্ধারিত থাকলে ভালো বা খারাপ যেকোনো চিকিৎসক চিকিৎসা করলে ফল একই হতো। কিন্তু যেহেতু চিকিৎসার ফল আল্লাহ আগে নির্ধারিত করে রাখেননি তাই ভালো চিকিৎসক দিয়ে চিকিৎসা করলে ফল ভালো হবে। আর খারাপ চিকিৎসক দিয়ে চিকিৎসা করলে ফল খারাপ হবে।

সম্মিলিত ব্যাখ্যা : এ হাদীস তিনটির মাধ্যমে রসুল স. জানিয়ে দিয়েছেন যে– প্রত্যেক রোগের জন্য ঔষধ আছে। ভালো চিকিৎসক দিয়ে সঠিকভাবে রোগ নির্ণয় করে যথাযথ ঔষধ দিতে পারলে রোগ ভালো হয়ে যায়। তাই হাদীস তিনটি থেকে জানা যায়– কারো রোগ ভালো হবে কি হবে না এটি আল্লাহ তা'য়ালা আগে নির্ধারিত করে রাখেননি। রোগ ভালো হওয়া বা না হওয়া নির্ভর করে সঠিক রোগ নির্ণয় এবং যথাযথ ঔষধ প্রয়োগের ওপর। সুতরাং আল্লাহ সকল কাজের ভাগ্য বা পরিণতি আগে নির্ধারণ করে রেখেছেন কথাটি সঠিক নয়।

- ❖ তাহলে দেখা যায়– 'তাকদীর পূর্বনির্ধারিত' কথাটির অর্থ ভাগ্য বা পরিণতি পূর্বনির্ধারিত কথাটি গ্রহণযোগ্য হওয়ার বিষয়ে ইসলামের চূড়ান্ত রায় সমর্থনকারী হাদীস আছে।

‘তাকদীর পূর্বনির্ধারিত’ কথাটির প্রকৃত অর্থ

‘তাকদীর’ (تقدير) ও ‘কদর’ (قدر) শব্দের আভিধানিক প্রধান তিনটি অর্থ হলো–

১. ভাগ্য, পরিণতি, বিধিলিপি বা ফলাফল।
২. প্রোগ্রাম (বিধি-বিধান বা প্রাকৃতিক আইন)।
৩. মর্যাদা বা সম্মান।

তাই আল কুরআনে থাকা ‘তাকদীর’ বা ‘কদর’ শব্দের সে অর্থটিই ধরতে হবে যা ধরলে– শব্দ দুটি ধারণকারী আয়াতসমূহের অর্থ কুরআনের অন্য সকল আয়াতের বক্তব্যের সম্পূরক হয়। বিরোধী না হয়। কারণ, কুরআন বলেছে–

তথ্য-১

..... وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللّٰهِ لَوَجَدُوْا فِيْهِ اخْتِلَافًا كَثِيْرًا.

... ... অথচ তা যদি আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো কাছ থেকে আসতো তবে নিঃসন্দেহে তারা এটিতে অনেক পরস্পর-বিরোধিতা (পরস্পর-বিরোধী বক্তব্য) পেতো। (সুরা আন নিসা/৪ : ৮২)

তথ্য-২

..... وَاِنَّ الَّذِيْنَ اخْتَلَفُوْا فِي الْكِتٰبِ لَفِيْ شِقَاقٍ بَعِيْدٍ.

... ... আর নিশ্চয় যারা কিতাবটির মধ্যে (পরস্পর) বিরোধিতা (আবিষ্কার) করেছে তারা অবশ্যই জেদের বশবর্তী হয়ে (সত্য থেকে) অনেক দূরে চলে গিয়েছে। (সুরা আল বাকারা/২ : ১৭৬)

সম্মিলিত ব্যাখ্যা : এ দুটি আয়াত থেকে স্পষ্ট জানা যায়– আল কুরআনে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ পরস্পর বিরোধী কোনো বক্তব্য নেই। আর এটিই হওয়ার কথা। কারণ, পরস্পরবিরোধী কথা বলেন সে ব্যক্তি বা সত্তা যার নিম্নের তিনটি দুর্বলতা থাকে–

১. দুষ্ট ব্যক্তি বা সত্তা

এ ধরনের ব্যক্তি বা সত্তা আজ নিজের স্বার্থে একটি কথা বলে, পরের দিন নিজের স্বার্থে বিপরীত কথা বলে।

২. জ্ঞানের অভাব থাকা ব্যক্তি বা সত্তা

এ ধরনের ব্যক্তি বা সত্তা জ্ঞান পরিবর্তন হয়ে যাওয়ার কারণে পরস্পর বিরোধী কথা বলে।

৩. ভুলে যাওয়া ব্যক্তি বা সত্তা

এ ধরনের ব্যক্তি বা সত্তা ভুলে যাওয়ার কারণে পরস্পরবিরোধী কথা বলে।

মহান আল্লাহর এ তিনটি দুর্বলতার একটিও নেই। তাই আল কুরআনে কোনো পরস্পরবিরোধী বক্তব্য বা তথ্য নেই।

আর হাদীসে থাকা 'তাকদীর' বা 'কদর' শব্দের সে অর্থই ধরতে হবে যা ধরলে–

- হাদীসের অর্থ কুরআনের বক্তব্যের বিপরীত না হয়।
- একটি নির্ভুল হাদীসের অর্থ অন্য নির্ভুল হাদীসের সম্পূরক হয়। বিরোধী না হয়।

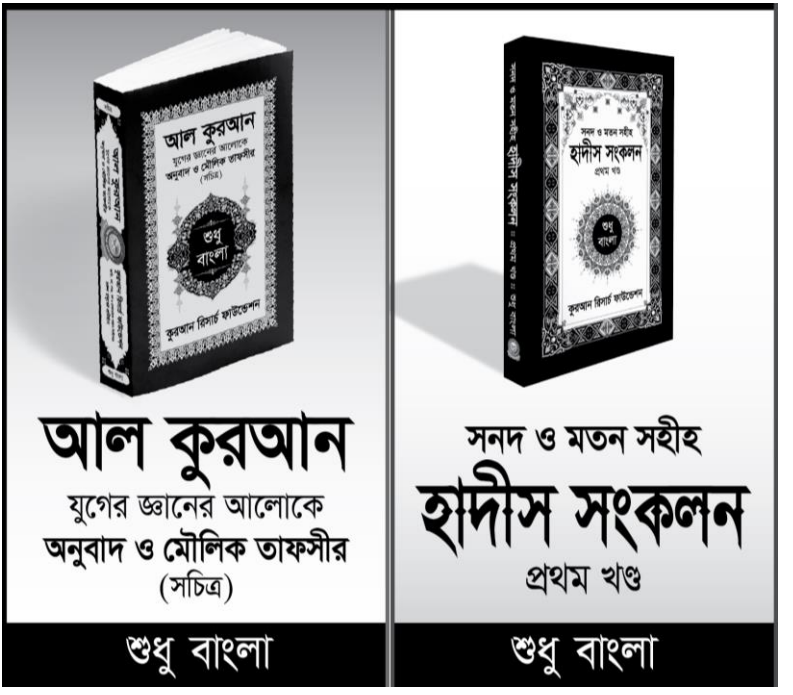

‘কদর’ শব্দের অর্থ মর্যাদা ধরলে সুরা কদরের ১-৩ নং আয়াতের যে অর্থ হয় তার গ্রহণযোগ্যতা পর্যালোচনা

إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ . وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ . لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ

নিশ্চয় আমরা তা (কুরআন) অবতীর্ণ করেছি মর্যাদাশীল রাতে। আর তুমি কি জানো মর্যাদাশীল রাতটি কী? মর্যাদাশীল রাতটি হাজার মাসের চেয়েও শ্রেষ্ঠ।

(সুরা আল কদর/৯৭ : ১-৩)

পর্যালোচনা : এ আয়াতের অর্থ অন্য কোনো আয়াতের বক্তব্যের বিপরীত নয়। অন্যদিকে হাদীস অনুযায়ী রমাদান মাসে একটি ফরজ আমল করলে ৭০টি ফরজ আমলের সাওয়াব এবং একটি নফল আমল করলে একটি ফরজ আমলের সাওয়াব পাওয়া যায়। তাই ‘কদর’ শব্দের অর্থ মর্যাদা ধরলেই ৩ নং আয়াতটির অর্থ হাদীসের ব্যাখ্যার সাথে সংগতিশীল হয়। তাই ‘কদর’ শব্দের অর্থ মর্যাদা ধরলে এ তিনটি আয়াত থেকে যে অর্থ বের হয়ে আসে তা গ্রহণযোগ্য হবে।

‘তাকদীর’ বা ‘কদর’ শব্দের অনুবাদ প্রোগ্রাম (বিধি-বিধান বা প্রাকৃতিক আইন) ধরলে পূর্বোল্লিখিত কুরআনের আয়াতসমূহের যে অর্থ হয়

তথ্য-১

.....وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَّرَهٗ تَقْدِيْرًا.

... ... আর তিনি সবকিছু সৃষ্টি করেছেন, অতঃপর তার পরিচালিত হওয়ার প্রোগ্রাম/বিধি-বিধান নির্দিষ্ট করেছেন।

(সুরা আল ফুরকান/২৫ : ২)

তথ্য-২

اِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنٰهُ بِقَدَرٍ .

নিশ্চয় আমরা প্রত্যেকটি বস্তু সৃষ্টি করেছি একটি নির্দিষ্ট কদরের অধীনে।

(সুরা আল কামার/৫৪ : ৪৯)

তথ্য-৩

.....اِنَّ اللّٰهَ بَالِغُ اَمْرِهٖ ؕ قَدْ جَعَلَ اللّٰهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا .

... ... অবশ্যই আল্লাহ তার কাজ শেষ করেন; আল্লাহ প্রত্যেক জিনিসের জন্য একটি প্রোগ্রাম নির্দিষ্ট করেছেন।

(সুরা তালাক/৬৫ : ৩)

তথ্য-৪

.....وَلٰكِنْ يُّنَزِّلُ بِقَدَرٍ مَّا يَشَآءُ.....

... ... কিন্তু তিনি নিজ (অতাৎক্ষণিক) ইচ্ছা অনুযায়ী তা (প্রাচুর্য) দিয়ে থাকেন।... ... ... (সুরা আশ শুরা/৪২ : ২৭)

তথ্য-৫

وَالَّذِىْ قَدَّرَ فَهَدٰى ۪

আর যিনি কদর নির্দিষ্ট করেছেন অতঃপর পথনির্দেশ করেছেন।

(সুরা আল ‘আলা/৮৭ : ৩)

ব্যাখ্যা : তিনি সকল জিনিসের জন্য প্রোগ্রাম আগে থেকেই নির্দিষ্ট করে রেখেছেন। ঐ প্রাকৃতিক আইনের অনেকগুলো কুরআন ও সুন্নাহর মাধ্যমে জানিয়ে দিয়েছেন। আর বাকিগুলো চিন্তা-গবেষণার মাধ্যমে বের করে নেওয়ার জন্য মহান আল্লাহ কুরআন ও সুন্নাহর মাধ্যমে বারবার তাগিদ দিয়েছেন।

তথ্য-৬

وَالشَّمْسُ تَجْرِىْ لِمُسْتَقَرٍّ لَّهَا ؕ ذٰلِكَ تَقْدِيْرُ الْعَزِيْزِ الْعَلِيْمِ ۔ وَالْقَمَرَ قَدَّرْنٰهُ مَنَازِلَ حَتّٰى عَادَ كَالْعُرْجُوْنِ الْقَدِيْمِ ۔ لَا الشَّمْسُ يَنْۢبَغِىْ لَهَآ اَنْ تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا الَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ ؕ وَكُلٌّ فِىْ فَلَكٍ يَّسْبَحُوْنَ

আর সূর্য আবর্তন করে তার জন্য নির্ধারিত কক্ষপথে, এটা মহাপ্রতাপশালী ও মহাজ্ঞানীর (তৈরি) তাকদীর। আর চাঁদের 'কদর' আমরা নির্দিষ্ট করেছি বিভিন্ন মনযিল, অবশেষে তা পুরাতন খেজুর ডালের আকার ধারণ করে। (আমার তৈরি প্রোগ্রাম ভঙ্গ করে) সূর্যের পক্ষে সম্ভব নয় চাঁদের নাগাল পাওয়া এবং রাতের পক্ষে সম্ভব নয় দিনকে অতিক্রম করা; আর প্রত্যেকে (নিজ নিজ) কক্ষপথে পরিভ্রমণ করে।

(সুরা ইয়াসিন/৩৬ : ৩৮-৪০)

ব্যাখ্যা : আয়াতগুলোর এ অর্থ Common sense ও বিজ্ঞানসম্মত হয়।

‘তাকদীর’ বা ‘কদর’ শব্দের অনুবাদ প্রোগ্রাম (বিধি-বিধান বা প্রাকৃতিক আইন) ধরলে পূর্বোল্লিখিত হাদীসসমূহের যে অর্থ হয়

হাদীস-১

أَخْرَجَ الْإِمَامُ مُسْلِمٌ ..... حَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ أَحْمَدُ بْنُ عَمْرٍو ..... عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ : كَتَبَ اللَّهُ مَقَادِيرَ الْخَلَائِقِ قَبْلَ أَنْ يَخْلُقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِخَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ قَالَ وَعَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ .

ইমাম মুসলিম রহ. আব্দুল্লাহ ইবন আমর রা.-এর বর্ণনা সনদের ৫ম ব্যক্তি আবূ ত্বাহির আহমাদ ইবন আমর রহ. থেকে শুনে তাঁর ‘আস সহীহ’ গ্রন্থে লিখেছেন– আবদুল্লাহ বিন আমর রা. বলেন, রসুলুল্লাহ স. বলেছেন– আসমানসমূহ এবং পৃথিবী সৃষ্টি করার ৫০ হাজার বছর আগে আল্লাহ সকল মাখলুকের **প্রোগ্রাম** (কদর) লিখে রেখেছেন। রসুলুল্লাহ স. বলেন, তখন আল্লাহর আরশ ছিল পানির ওপর।

- মুসলিম, *আস-সহীহ*, হাদীস নং-৬৯১৯
- হাদীসটির সনদ ও মতন সহীহ।

হাদীস-২

أَخْرَجَ الْإِمَامُ التِّرْمِذِيُّ ..... حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُوسَى ..... عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ : إِنَّ أَوَّلَ مَا خَلَقَ اللَّهُ الْقَلَمَ فَقَالَ لَهُ اكْتُبْ فَجَرَى بِمَا هُوَ كَائِنٌ إِلَى الْأَبَدِ.

ইমাম তিরমিযী রহ. উবাদাতা ইবন সামিত রা.-এর বর্ণনা সনদের ৫ম ব্যক্তি ইয়াহইয়া ইবন মূসা রহ. থেকে শুনে তাঁর ‘আস সুনান’ গ্রন্থে লিখেছেন– উবাদাতা ইবন সামিত রা. বলেন, আমি রসুলুল্লাহ স.-কে বলতে শুনেছি; তিনি বলেছেন– আল্লাহ সর্বপ্রথমে যা সৃষ্টি করেন তা হলো কলম। অতঃপর কলমকে বললেন– (প্রোগ্রাম/কদর) লেখো। তখন কলম লিখতে শুরু করে এবং অনন্তকাল পর্যন্ত যা কিছু ঘটবে তা লিপিবদ্ধ করে।

- তিরমিযী, *আস-সুনান*, হাদীস নং- ৩৩১৯
- হাদীসটির সনদ ও মতন সহীহ।

হাদীস-৩

أَخْرَجَ الْإِمَامُ مُسْلِمٌ... ... ... حَدَّثَنِي عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ حَمَّادٍ ... ... عَنْ طَاوُسٍ أَنَّهُ قَالَ أَدْرَكْتُ نَاسًا مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ يَقُولُونَ كُلُّ شَيْءٍ بِقَدَرٍ. قَالَ وَسَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : كُلُّ شَيْءٍ بِقَدَرٍ حَتَّى الْعَجْزُ وَالْكَيْسُ أَوِ الْكَيْسُ وَالْعَجْزُ.

ইমাম মুসলিম রহ. তাউস রহ.-এর বর্ণনা সনদের ৭ম ব্যক্তি আবদুল আ'লা ইবন হাম্মাদ রহ. থেকে শুনে তাঁর 'আস সহীহ' গ্রন্থে লিখেছেন– তাউস রহ. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন– আমি রসুলুল্লাহ স.-এর সহাবাদের মধ্য থেকে কিছুসংখ্যক সহাবাকে দেখতে পেয়েছি। তারা বলতেন যে, সকল জিনিস **প্রোগ্রাম** (কদর) সহকারে সৃষ্টি করা হয়েছে। তিনি বলেন, আমি 'আবদুল্লাহ ইবনু 'উমার রা.-কে বলতে শুনেছি, রসুলুল্লাহ স. বলেছেন– সকল বিষয় **প্রোগ্রামসহ** সৃষ্ট। এমনকি অক্ষমতা ও বুদ্ধিমত্তা বা বুদ্ধিমত্তা ও অক্ষমতাও।

- মুসলিম, *আস-সহীহ*, হাদীস নং-৬৯২২।
- হাদীসটির সনদ ও মতন সহীহ।

হাদীস-৪

أَخْرَجَ الْإِمَامُ ابنُ ماجَه... ... ... حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ ... ... عَنْ أَبِي خِزَامَةَ قَالَ سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَرَأَيْتَ أَدْوِيَةً نَتَدَاوَى بِهَا وَرُقًى نَسْتَرْقِي بِهَا وَتُقًى نَتَّقِيهَا هَلْ تَرُدُّ مِنْ قَدَرِ اللَّهِ شَيْئًا قَالَ: هِيَ مِنْ قَدَرِ اللَّهِ.

ইমাম ইবন মাজাহ রহ. আবূ খিযামাহ রা.-এর বর্ণনা সনদের ৫ম ব্যক্তি মুহাম্মাদ ইবনুস সাবাহ রহ. থেকে শুনে তাঁর 'আস সুনান' গ্রন্থে লিখেছেন– আবূ খিযামাহ রা. থেকে বর্ণিত রসুলুল্লাহ স.-কে জিজ্ঞাসা করা হলো, যে সকল ঔষধ দিয়ে আমরা চিকিৎসা করি, যে ঝাড়-ফুঁক করি এবং যে সকল প্রতিরোধমূলক বা সতর্কতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করি, সে সম্পর্কে আপনার মতামত কী? সেগুলো কি আল্লাহ নির্ধারিত তাকদীর কিছুমাত্র রদ করতে পারে? তিনি বলেন– সেগুলোও নির্ধারিত প্রোগ্রামের অন্তর্ভুক্ত।

- ইবন মাজাহ, *আস-সুনান*, হাদীস নং-৩৪৩৭।
- হাদীসটির সনদ যঈফ ও মতন সহীহ।

‘তাকদীর’ বা ‘কদর’ শব্দের অনুবাদ প্রোগ্রাম (বিধি-বিধান বা প্রাকৃতিক আইন) ধরলে কুরআনের আয়াত ও হাদীসের যে অর্থ হয় তার গ্রহণযোগ্যতা পর্যালোচনা

‘তাকদীর’ বা ‘কদর’ শব্দের অনুবাদ প্রোগ্রাম ধরলে কুরআনের আয়াত ও হাদীস থেকে যে তথ্য বের হয়ে আসে তার সামগ্রিক অবস্থা হলো–

১. মানুষের করা কাজের ভালো ও মন্দ ফলাফল, জীবন ও মৃত্যু, জান্নাত ও জাহান্নাম পাওয়া না পাওয়া এবং মহাবিশ্বের সকল বিষয়ের ব্যাপারে মহান আল্লাহ আগে থেকে পৃথক প্রোগ্রাম তৈরি করে রেখেছেন।

২. মানুষের জীবনে এবং মহাবিশ্বে সংঘটিত হওয়া সকল ঘটনা-দুর্ঘটনা ঐ প্রোগ্রাম অনুযায়ী সংঘটিত হয়।

৩. মানুষ বা অন্য কোনো সৃষ্টির ঐ প্রোগ্রাম পরিবর্তন করার ক্ষমতা নেই। শুধু আল্লাহ তা'য়ালা চাইলে তা পরিবর্তন করতে পারেন।

৪. মানুষের কৃত কাজে সফল হওয়া বা না হওয়ার ব্যাপারে ঐ প্রোগ্রামে যথাযথ গুরুত্ব সহকারে উল্লেখ আছে–
   - মানুষের ইচ্ছা, কর্মপ্রচেষ্টা, নিষ্ঠা, ধৈর্য, সাহসিকতা, ত্যাগ, একতা, কর্মকৌশল ইত্যাদি।
   - আল্লাহর নির্দিষ্ট করা ও জানা কিন্তু মানুষের অজানা বা জানা অসংখ্য বিষয় (Factor)।

তাই ‘তাকদীর’ বা ‘কদর’ শব্দের অনুবাদ প্রোগ্রাম (বিধি-বিধান বা প্রাকৃতিক আইন) ধরলে– কুরআনের আয়াত ও হাদীস থেকে কাজে সফল বা ব্যর্থ হওয়ার পদ্ধতি সম্পর্কে সামগ্রিকভাবে যে তথ্য উঠে আসে তা হলো–

- **সফল হওয়ার পদ্ধতি**

  নিজ ইচ্ছায়, জেনে বা না জেনে আল্লাহর তৈরি করে রাখা সফল হওয়ার প্রোগ্রাম অনুযায়ী কাজ করা।

- **ব্যর্থ হওয়ার পদ্ধতি**
  নিজ ইচ্ছায়, না জেনে বা জেনে আল্লাহর তৈরি করে রাখা ব্যর্থ হওয়ার প্রোগ্রাম অনুযায়ী কাজ করা।

সফল এবং ব্যর্থ হওয়ামূলক প্রোগ্রাম আল্লাহ তৈরি করে রেখেছেন তথ্যটি আল্লাহ তা'য়ালা জানিয়ে দিয়েছেন এভাবে–

وَهَدَيْنٰهُ النَّجْدَيْنِ ۚ

আর আমরা তাকে উভয় (সঠিক ও ভুল) পথের সন্ধান দেইনি?

(সুরা আল বালাদ/৯০ : ১০)

♣♣ তাই 'তাকদীর' বা 'কদর' শব্দের অর্থ (অধিকাংশ স্থানে) আল্লাহর তৈরি প্রোগ্রাম (বিধি-বিধান/প্রাকৃতিক আইন) ধরা গ্রহণযোগ্য হবে। এর কারণ হলো ঐ অর্থ ধরলে– 'তাকদীর' বা 'কদর' শব্দ ধারণকারী কুরআনের আয়াত ও হাদীস থেকে যে তথ্য বের হয়ে আসে সেখানে–

১. কার্য সম্পাদনে মানুষের ইচ্ছা, কর্মপ্রচেষ্টা, নিষ্ঠা, ধৈর্য, সাহসিকতা, ত্যাগ, একতা, কর্মকৌশল ইত্যাদির মূল্য বা ভূমিকা থাকে।
২. কর্মফলের জন্য মানুষ দায়ী থাকবে।
৩. কর্মফলের ভিত্তিতে মানুষকে পুরস্কার বা শাস্তি দেওয়া ইনসাফভিত্তিক হবে।
৪. শব্দ দুটি ধারণকারী আয়াত ও হাদীস থেকে বের হয়ে আসা তথ্য কুরআনের অন্য আয়াত বা অন্য হাদীসের সাথে সামঞ্জস্যশীল হয়; বিরোধী হয় না।
৫. তাকদীর তথা আল্লাহর তৈরি প্রোগ্রাম অনুযায়ী সকল কিছু সংঘটিত হবে এবং আল্লাহ ছাড়া আর কেউ তা পরিবর্তন করতে পারে না। তাই আল্লাহর কর্তৃত্ব (রুবুবিয়াত বা উলুহিয়াত) সংরক্ষিত থাকে।

‘তাকদীর’ বা ‘কদর’ শব্দের অনুবাদ প্রোগ্রাম (বিধি-বিধান বা প্রাকৃতিক আইন) ধরলে ঈমানে মুফাস্‌সালের যে অর্থ হয় তার গ্রহণযোগ্যতা পর্যালোচনা

آمَنْتُ بِاللهِ وَمَلٰئِكَتِهٖ وَكُتُبِهٖ وَرَسُوْلِهٖ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَالْقَدْرِ خَيْرِهٖ وَشَرِّهٖ مِنَ اللهِ تَعَالٰى وَالْبَعْثِ بَعْدَ الْمَوْتِ.

আমি ঈমান আনছি– আল্লাহ, তাঁর ফেরশতাগণ, কিতাবসমূহ, রসুলগণ, কিয়ামতের দিন, আল্লাহ তা‘য়ালার কাছ থেকে আসা (আল্লাহর তৈরি) বিভিন্ন বিষয়ের সফল ও ব্যর্থ হওয়ার প্রোগ্রাম এবং মৃত্যুর পর পুনরুত্থানের প্রতি।

এ অনুবাদের গ্রহণযোগ্যতা পর্যালোচনা : ঈমানে মুফাস্‌সালে থাকা ‘আল্লাহর তৈরি বিভিন্ন বিষয়ের প্রোগ্রামের ভালো ও মন্দের প্রতি বিশ্বাস’ অংশের ব্যাখ্যা হলো– আল্লাহ বিভিন্ন বিষয়ের সফল ও ব্যর্থ হওয়ার প্রোগ্রাম আগে থেকে তৈরি করে রেখেছেন। তাই ঈমানে মুফাস্‌সালের وَالْقَدْرِ خَيْرِهٖ وَ شَرِّهٖ مِنَ اللهِ تَعَالٰى অংশের প্রতি বিশ্বাস করার অর্থ হবে– বিভিন্ন বিষয়ের সফল বা ব্যর্থ হওয়ার ব্যাপারে আল্লাহ তৈরি করে রাখা ঐ প্রোগ্রামকে বিশ্বাস করা। এ অনুবাদ Common sense-সম্মত হয়, কুরআন ও হাদীসের কোনো বক্তব্যের বিরোধী হয় না। তাই ঈমানে মুফাস্‌সালের وَالْقَدْرِ خَيْرِهٖ وَ شَرِّهٖ مِنَ اللهِ تَعَالٰى অংশের এ অনুবাদ গ্রহণযোগ্য হবে।

‘মহাবিশ্বের সকল কিছুর পরিণতি মহান আল্লাহর কাছে থাকা একটি কিতাবে লেখা অনুযায়ী হয়’– কুরআন ও হাদীসের এ ধরনের বক্তব্যের অসতর্ক ও প্রকৃত ব্যাখ্যা

প্রথমে চলুন কুরআন ও হাদীসের ঐ ধরনের বক্তব্যগুলোর কয়েকটি জেনে নেয়া যাক–

আল কুরআন

তথ্য-১

مَآ اَصَابَ مِنۡ مُّصِيۡبَةٍ فِى الۡاَرۡضِ وَلَا فِىۡۤ اَنۡفُسِكُمۡ اِلَّا فِىۡ كِتٰبٍ مِّنۡ قَبۡلِ اَنۡ نَّبۡرَاَهَا ؕ اِنَّ ذٰلِكَ عَلَى اللّٰهِ يَسِيۡرٌ.

পৃথিবীতে অথবা ব্যক্তিগতভাবে তোমাদের ওপর আসা কোনো বিপদ এমন নেই যা একটি কিতাবে নেই এবং আমরা আগে তা প্রণয়ন করে রেখেছি। নিশ্চয় তা আল্লাহর পক্ষে খুবই সহজ।

(সুরা আল হাদীদ/৫৭ : ২২)

তথ্য-২

قُلْ لَّنۡ يُّصِيۡبَنَاۤ اِلَّا مَا كَتَبَ اللّٰهُ لَنَا ۚ هُوَ مَوۡلٰٮنَا ۚ وَعَلَى اللّٰهِ فَلۡيَتَوَكَّلِ الۡمُؤۡمِنُوۡنَ .

বলো– আমাদের জন্য (অতাৎক্ষণিকভাবে) আল্লাহ যা নির্ধারণ করেছেন তা ছাড়া আমাদের অন্য কিছু কখনই হবে না। তিনি আমাদের অভিভাবক। আর আল্লাহর ওপরই মু'মিনদের নির্ভর করা উচিত।

(সুরা আত তওবা/৯ : ৫১)

তথ্য-৩

وَمَا كَانَ لِنَفۡسٍ اَنۡ تَمُوۡتَ اِلَّا بِاِذۡنِ اللّٰهِ كِتٰبًا مُّؤَجَّلًا ؕ ....

আর আল্লাহর (অতাৎক্ষণিক) অনুমতি ছাড়া কারো মৃত্যু হতে পারে না, মৃত্যুর অবধারিত মেয়াদ লিখিত আছে (উম্মুল কিতাবে)। ... ...

(সুরা আলে-ইমরান/৩ : ১৪৫)

তথ্য-৪

..... وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أُنْثٰى وَلَا تَضَعُ اِلَّا بِعِلْمِهٖ ؕ وَمَا يُعَمَّرُ مِنْ مُّعَمَّرٍ وَّلَا يُنْقَصُ مِنْ عُمُرِهٖۤ اِلَّا فِيْ كِتٰبٍ ؕ اِنَّ ذٰلِكَ عَلَى اللّٰهِ يَسِيْرٌ.

... ... আল্লাহর অজ্ঞাতসারে কোনো নারী গর্ভধারণ করে না এবং প্রসবও করে না। আর না দীর্ঘায়ুদের মধ্য হতে কেউ আয়ু পায়, আর না কমে তার আয়ু হতে কিছু (আয়ু) কিতাবে থাকা ছাড়া। নিশ্চয় এটা আল্লাহর জন্য সহজ। (সুরা আল ফাতির/৩৫ : ১১)

আল হাদীস

হাদীস-১

أَخْرَجَ الْإِمَامُ الْبُخَارِيُّ..... حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ هِشَامُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ.....

... عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ الصَّادِقُ الْمَصْدُوقُ قَالَ : إِنَّ أَحَدَكُمْ يُجْمَعُ فِي بَطْنِ أُمِّهِ أَرْبَعِينَ يَوْمًا ، ثُمَّ عَلَقَةً مِثْلَ ذَلِكَ ، ثُمَّ يَكُونُ مُضْغَةً مِثْلَ ذَلِكَ ، ثُمَّ يَبْعَثُ اللَّهُ مَلَكًا فَيُؤْمَرُ بِأَرْبَعِ بِرِزْقِهِ ، وَأَجَلِهِ ، وَشَقِيٌّ ، أَوْ سَعِيدٌ ، فَوَاللَّهِ إِنَّ أَحَدَكُمْ أَوِ الرَّجُلَ يَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ ، حَتَّى مَا يَكُونُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا غَيْرُ بَاعٍ أَوْ ذِرَاعٍ ، فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الْكِتَابُ ، فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ ، فَيَدْخُلُهَا ، وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ ، حَتَّى مَا يَكُونُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا غَيْرُ ذِرَاعٍ أَوْ ذِرَاعَيْنِ ، فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الْكِتَابُ ، فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ ، فَيَدْخُلُهَا . قَالَ آدَمُ إِلَّا ذِرَاعٌ.

ইমাম বুখারী রহ. আব্দুল্লাহ ইবন মাসউদ রা.-এর বর্ণনা সনদের ৫ম ব্যক্তি আবুল ওলীদ হিশাম ইবন আব্দিল মালিক রহ. থেকে শুনে তাঁর 'আস সহীহ' গ্রন্থে লিখেছেন– আবদুল্লাহ ইবন মাসউদ রা. থেকে বর্ণিত, বিশ্বাসী ও বিশ্বস্ত রসুলুল্লাহ স. বলেছেন– নিশ্চয় তোমাদের প্রত্যেকেই মাতৃগর্ভে চল্লিশ দিন পর্যন্ত শুক্রবিন্দু রূপে জমা থাকে। তারপর ঐরূপ চল্লিশ দিন 'আলাক' এবং এরপর ঐরূপ চল্লিশ দিন 'মুদগাহ' রূপে থাকে। তারপর আল্লাহ তা'য়ালা একজন ফেরেশতা প্রেরণ করেন এবং তাঁকে রিযিক, মউত, দুর্ভাগ্য ও সৌভাগ্য-এ চারটি ব্যাপার (লিপিবদ্ধ করার জন্য) নির্দেশ প্রদান করেন। তিনি আরও বলেন, আল্লাহর কসম! তোমাদের মাঝে যে কেউ (অথবা বলেছেন কোনো ব্যক্তি) জাহান্নামীদের আমল করতে থাকে, এমনকি তার এবং জাহান্নামের মাঝে কেবলমাত্র এক হাত বা এক গজের ব্যবধান থাকে। এমন সময় লেখাটি তার ওপর প্রাধান্য বিস্তার করে আর তখন সে জান্নাতীদের

আমল করা শুরু করে দেয়। ফলে সে জান্নাতে প্রবেশ করে। আর এক ব্যক্তি জান্নাতীদের আমল করতে থাকে, এমনকি তার ও জান্নাতের মাঝে কেবলমাত্র এক গজ বা দুই গজের ব্যবধান থাকে, এমন সময় ঐ লেখাটি তার ওপর প্রাধান্য বিস্তার করে আর অমনি সে জাহান্নামীদের আমল শুরু করে দেয়। ফলে সে জাহান্নামে প্রবেশ করে।

- বুখারী, *আস-সহীহ*, হাদীস নং-১২২৬।
- হাদীসটির সনদ ও মতন সহীহ।

হাদীস-২

أَخْرَجَ الْإِمَامُ الْبُخَارِيُّ..... حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ..... عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ وَكَّلَ بِالرَّحِمِ مَلَكًا يَقُولُ يَا رَبِّ نُطْفَةٌ، يَا رَبِّ عَلَقَةٌ، يَا رَبِّ مُضْغَةٌ. فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَقْضِيَ خَلْقَهُ قَالَ أَذَكَرٌ أَمْ أُنْثَى شَقِيٌّ أَمْ سَعِيدٌ فَمَا الرِّزْقُ وَالْأَجَلُ فَيُكْتَبُ فِي بَطْنِ أُمِّهِ.

ইমাম বুখারী রহ. আনাস ইবন মালিক রা.-এর বর্ণনা সনদের ৪র্থ ব্যক্তি মুসাদ্দাদ রহ. থেকে শুনে তাঁর 'আস সহীহ' গ্রন্থে লিখেছেন– আনাস ইবনে মালিক রা. থেকে বর্ণিত, নবী করীম স. বলেন– আল্লাহ তা'য়ালা রেহেমে (মাতৃগর্ভে) একজন ফেরেশতা নিয়োজিত করেছেন। তিনি বলেন, হে প্রভু! এটি 'ফোঁটা'। হে প্রভু! এটি 'আলাক'। হে প্রভু! এটি 'মুদগাহ'। আল্লাহ তা'য়ালা যখন তাঁর সৃষ্টি পরিপূর্ণ করতে চান, তখন ফেরেশতা বলেন– হে প্রভু! এটি নর হবে, না নারী? এটি হতভাগ্য হবে, না ভাগ্যবান? তার জীবিকা কী পরিমাণ হবে? তার আয়ুষ্কাল কী হবে? তখন (আল্লাহ তা'য়ালা যা নির্দেশ দেন) তার মাতৃগর্ভে থাকা অবস্থায় ঐ রূপই লিপিবদ্ধ করা হয়।

- বুখারী, *আস-সহীহ*, হাদীস নং-৩১২।
- হাদীসটির সনদ ও মতন সহীহ।

হাদীস-৩

أَخْرَجَ الْإِمَامُ التِّرْمِذِيُّ ..... حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ ..... عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ قَالَ خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَفِي يَدِهِ كِتَابَانِ فَقَالَ: أَتَدْرُونَ مَا هَذَانِ الكِتَابَانِ؟ فَقُلْنَا: لَا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِلَّا أَنْ تُخْبِرَنَا، فَقَالَ لِلَّذِي فِي يَدِهِ الْيُمْنَى: هَذَا كِتَابٌ مِنْ رَبِّ العَالَمِينَ فِيهِ أَسْمَاءُ أَهْلِ الجَنَّةِ وَأَسْمَاءُ آبَائِهِمْ

وَقَبَائِلِهِمْ، ثُمَّ أُجْمِلَ عَلَى آخِرِهِمْ فَلَا يُزَادُ فِيهِمْ وَلَا يُنْقَصُ مِنْهُمْ أَبَدًا، ثُمَّ قَالَ لِلَّذِي فِي شِمَالِهِ: هَذَا كِتَابٌ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ فِيهِ أَسْمَاءُ أَهْلِ النَّارِ وَأَسْمَاءُ آبَائِهِمْ وَقَبَائِلِهِمْ، ثُمَّ أُجْمِلَ عَلَى آخِرِهِمْ فَلَا يُزَادُ فِيهِمْ وَلَا يُنْقَصُ مِنْهُمْ أَبَدًا، فَقَالَ أَصْحَابُهُ: فَفِيمَ الْعَمَلُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنْ كَانَ أَمْرٌ قَدْ فُرِغَ مِنْهُ؟ فَقَالَ: سَدِّدُوا وَقَارِبُوا، فَإِنَّ صَاحِبَ الْجَنَّةِ يُخْتَمُ لَهُ بِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ وَإِنْ عَمِلَ أَيَّ عَمَلٍ، وَإِنَّ صَاحِبَ النَّارِ (ص: ٥٠) يُخْتَمُ لَهُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ وَإِنْ عَمِلَ أَيَّ عَمَلٍ، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِيَدَيْهِ فَنَبَذَهُمَا، ثُمَّ قَالَ: فَرَغَ رَبُّكُمْ مِنَ الْعِبَادِ فَرِيقٌ فِي الْجَنَّةِ وَفَرِيقٌ فِي السَّعِيرِ.

ইমাম তিরমিযী রহ. আব্দুল্লাহ ইবন আমর রা.-এর বর্ণনা সনদের ৫ম ব্যক্তি কুতাইবা ইবন সাঈদ রহ. থেকে শুনে তাঁর 'আস সুনান' গ্রন্থে লিখেছেন–
আব্দুল্লাহ বিন আমর রা. বলেন, একদিন রসুলুল্লাহ স. দুই হাতে দুটি কিতাব নিয়ে বের হলেন এবং বললেন, তোমরা জানো– এ দুটি কিতাব কী? আমরা বললাম– জি না। কিন্তু আপনি যদি আমাদের বলে দেন। তখন তিনি নিজের ডান হাতের কিতাবের প্রতি ইঙ্গিত করে বললেন– এটি আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের পক্ষ হতে একটি কিতাব। এতে সমস্ত জান্নাতীর নাম, তাদের বাপ-দাদাদের নাম ও বংশ পরিচয় রয়েছে। এতে কখনো বেশিও হবে না এবং কমও না। অতঃপর তাঁর বাম হাতের কিতাবের প্রতি ইঙ্গিত করে বললেন– এটাও আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের পক্ষ হতে একটি কিতাব। এতে সমস্ত জাহান্নামীর নাম, তাদের বাপ-দাদাদের নাম ও বংশ পরিচয় রয়েছে। এদের শেষ ব্যক্তির নামের পরও সর্বমোট কথাটি বলা হয়েছে। সুতরাং এতেও কখনো বেশি এবং কম করা যাবে না।

তখন সাহাবীগণ জিজ্ঞাসা করলেন– যদি ব্যাপার এরূপ চূড়ান্ত হয়ে গিয়েই থাকে, তবে আমলের কী দরকার? উত্তরে রসুল স. বললেন– তোমরা সত্য পথে থেকে ঠিকভাবে কাজ করতে থাকো এবং আল্লাহর নৈকট্য লাভের (সকল কাজে নির্ধারিত শতভাগ সঠিক ফলাফলের কাছাকাছি থাকার) চেষ্টা করো। কেননা, জান্নাতী ব্যক্তির অন্তিম কাজ জান্নাতীদের কাজই হবে, (আগে) সে যে আমল করে থাকুক না কেন। এইরূপে জাহান্নামী ব্যক্তির অন্তিম আমল জাহান্নামীদের আমলই হবে (আগে) সে যে আমলই করে থাকুক না কেন। অতঃপর তিনি নিজের দুহাতে ইশারা করলেন এবং কিতাব দুটিকে (নিজের পিছনের দিকে) ফেলে দিয়ে বললেন– তোমাদের পরোয়ারদেগার

আপন বান্দাদের সকল বিষয় (যথাযথভাবে) শেষ করেছেন। একদল জান্নাতে যাবে। একদল জাহান্নামে যাবে।

- তিরমিযী, *আস-সুনান*, হাদীস নং-২১৪১।
- হাদীসটির সনদ হাসান ও মতন সহীহ।

হাদীস-৪

أَخْرَجَ الْإِمَامُ الْبُخَارِيُّ ..... حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ خَالِدٍ ..... عَنْ عَلِيٍّ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ كَانَ فِي جَنَازَةٍ فَأَخَذَ عُوْدًا يَنْكُتُ فِي الْأَرْضِ فَقَالَ مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا وَقَدْ كُتِبَ مَقْعَدُهُ مِنَ النَّارِ أَوْ مِنَ الْجَنَّةِ قَالُوا يَا رَسُولَ اللهِ أَفَلَا نَتَّكِلُ قَالَ اِعْمَلُوا فَكُلٌّ مُيَسَّرٌ (فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى)

ইমাম বুখারী রহ. আলী রা.-এর বর্ণনা সনদের ৭ম ব্যক্তি বিশ্‌র ইবন খালিদ রহ. থেকে শুনে তাঁর 'আস সহীহ' গ্রন্থে লিখেছেন– আলী রা. থেকে বর্ণিত, একদা আমরা নবী স.-এর সঙ্গে বসা ছিলাম। তখন তাঁর সঙ্গে ছিল একটি লাঠি যা দিয়ে তিনি মাটি খুঁড়ছিলেন। তিনি তখন বললেন– তোমাদের মাঝে এমন কোনো ব্যক্তি নেই যার ঠিকানা জাহান্নামে বা জান্নাতে লিপিবদ্ধ করা হয়নি। লোকদের ভেতর থেকে এক ব্যক্তি বলল– হে আল্লাহর রসুল! আমরা কি তা হলে (এর ওপর) নির্ভর করবো না? তিনি বললেন– না, বরং আমল করো। কেননা, প্রচেষ্টাকৃত কাজে সফল হওয়া সকলের জন্য সহজ করা হয়েছে। এরপর তিনি তিলাওয়াত করলেন–

فَأَمَّا مَنْ اَعْطَى وَاتَّقَى .....

- বুখারী, *আস-সহীহ*, হাদীস নং-৪৬৬৩।
- হাদীসটির সনদ ও মতন সহীহ।

উল্লিখিত আয়াত ও হাদীসসমূহের প্রচলিত অসতর্ক ব্যাখ্যা

এ ধরনের আরও আয়াত ও হাদীস কুরআন ও হাদীসগ্রন্থে আছে। আর এর প্রচলিত ব্যাখ্যা থেকে মুসলিম সমাজে চালু হয়েছে–

১. মহান আল্লাহর কাছে থাকা একটি কিতাবে মানুষের করা সকল কাজ, জীবন-মৃত্যু এবং জান্নাত বা জাহান্নাম পাওয়ার **একটি মাত্র** পরিণতি, ফল বা অবস্থান লেখা আছে।

২. মানুষ যতই চেষ্টা করুক কিতাবে লেখা থাকা ঐ পরিণতি, ফল বা অবস্থানের কোনো পরিবর্তন হবে না।

যে কারণে এ ব্যাখ্যা গ্রহণযোগ্য হবে না

যে সকল কারণে 'তাকদীর পূর্বনির্ধারিত' কথাটির ব্যাখ্যা হিসেবে 'ভাগ্য, পরিণতি বা বিধিলিপি পূর্বনির্ধারিত' কথাটি গ্রহণযোগ্য হয়নি বলে আমরা আগে জেনেছি সে একই কারণে আলোচ্য বিষয়টির এ ব্যাখ্যাও গ্রহণযোগ্য হবে না।

আয়াত ও হাদীসগুলোর প্রকৃত ব্যাখ্যা বুঝার জন্য যে বিষয়গুলো সামনে রাখতে হবে

১. আয়াতে কোথাও বলা হয়নি যে, আল্লাহর কাছে থাকা কিতাবে প্রতিটি বিষয়ের একটিমাত্র ফলাফল, পরিণতি বা অবস্থান লেখা আছে।

২. আল্লাহর কাছে প্রতিটি মানুষের সনাক্তকারী নাম (DNA CODE) ভিন্ন।

৩. প্রত্যেকে মানুষের জন্মসূত্রে পাওয়া (Hereditary) গুণাগুণ ভিন্ন।

৪. প্রত্যেকে মানুষের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা ভিন্ন।

৫. একটি কাজের ফলাফল বা পরিণতির সাথে জড়িত থাকে– জ্ঞান, ধৈর্য, নিষ্ঠা, ত্যাগ, সাহসিকতা, একতা ইত্যাদিসহ মানুষের অজানা কিন্তু আল্লাহর জানা ছোটো, ক্ষুদ্র (Microscopic) অসংখ্য অনুঘটক (Factor)।

৬. ঐ অনুঘটকের একটি পরিবর্তন হলে কাজের ফল/পরিণতি পরিবর্তন হয়ে যায়।

৭. ভালো ফলাফলের জন্য যেমন অসংখ্য অনুঘটক আছে মন্দ ফলাফলের জন্য তেমনই অসংখ্য অনুঘটক আছে।

তথ্যগুলোর ভিত্তিতে উল্লিখিত আয়াত ও হাদীসসমূহের প্রকৃত ব্যাখ্যা

- DNA ID নম্বর অনুযায়ী প্রত্যেক মানুষের জন্য আল্লাহর কাছে একটি ফাইল (কিতাব) আছে।
- ঐ ফাইলে (কিতাব)– মানুষের জীবনের সকল বিষয়ের সব পরিবর্তনশীল বিষয় বিবেচনায় এনে যত সংখ্যক (কোটি কোটি) ভালো বা খারাপ ফল হতে পারে তার সবগুলো লেখা আছে।
- তাই একজন মানুষের জীবনে ভালো বা খারাপ যাই ঘটুক তা ঐ ফাইলে (কিতাব) পাওয়া যাবে।
- অন্যদিকে– আল্লাহর কাছে থাকা ফাইলে (কিতাব) একটি কাজের সর্বোত্তম যে ফলটি লেখা আছে মানুষ কখনও সে ফল অর্জন করতে পারবে না।

- কারণ– একটি কাজের সর্বোত্তম ফলটি লাভের জন্য বড়ো, ছোটো, ক্ষুদ্র (Macroscopic & Microscopic) যত অনুঘটক (Factor) আছে তার সবগুলো মানুষের পক্ষে জানা এবং সর্বোত্তম উপায়ে পালন করা সম্ভব নয়।
- মানুষের মধ্যে যে যত সঠিকভাবে চেষ্টা করবে সে ঐ সর্বোত্তম ফলের তত কাছাকাছি যেতে পারবে, কিন্তু কখনই সে শতভাগ সফল হতে পারবে না।

এ বিষয়গুলো কুরআন ও হাদীস জানিয়ে দিয়েছে এভাবে–

আল কুরআন

وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَٰلِكَ غَدًا ۝ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ ۚ وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ وَقُلْ عَسَىٰ أَنْ يَهْدِيَنِ رَبِّي لِأَقْرَبَ مِنْ هَٰذَا رَشَدًا.

কোনো বিষয় সম্পর্কে কখনও এ রকম বলো না যে, আগামীকাল আমি কাজটি (শতভাগ সঠিকভাবে) করবো। আল্লাহর (অতাৎক্ষণিক) ইচ্ছা ছাড়া। ভুলবশত কখনও এরকম বলে ফেললে তোমার রবকে স্মরণ করবে এবং বলবে– আশা আছে আমার রব কাজটির (শতভাগ) সঠিক পথের কাছাকাছি অবস্থানের দিকে আমাকে পথ দেখাবেন। (সুরা কাহাফ/১৮ : ২৩-২৪)

আয়াতটির অংশভিত্তিক ব্যাখ্যা : আয়াতটির মাধ্যমে আল্লাহ তা'য়ালা রসুল স.-সহ সকল মানুষকে কোনো কাজের ব্যাপারে কী কথা বলা যাবে না, কেন তা বলা যাবে না এবং কী দুয়া করতে হবে তা জানিয়ে দিয়েছেন।

'কোনো বিষয় সম্পর্কে কখনও এ রকম বলো না যে, আগামীকাল আমি কাজটি করবো' অংশের ব্যাখ্যা : এ কথার মাধ্যমে কোনো কাজ সম্বন্ধে 'আমি কাজটি শতভাগ নির্ভুলভাবে করবো' এ ধরনের কথা বলতে নিষেধ করা হয়েছে।

'আল্লাহর (অতাৎক্ষণিক) ইচ্ছা ছাড়া' অংশের ব্যাখ্যা : এ কথার মাধ্যমে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে– শতভাগ নির্ভুলভাবে কোনো কাজ করতে হলে ঐ কাজের আল্লাহর তৈরি সফলতার প্রাকৃতিক আইনকে শতভাগ নিখুঁতভাবে অনুসরণ করতে হবে। যা কোনো মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়।

'ভুলবশত কখনও ঐ রকম বলা হয়ে গেলে তোমার রবকে স্মরণ করবে এবং বলবে– আশা আছে আমার রব কাজটির শতভাগ সঠিক পথের কাছাকাছি অবস্থানের দিকে আমাকে পথ দেখাবেন' অংশের ব্যাখ্যা : এ বক্তব্যের মাধ্যমে

ভুলবশত ঐ ধরনের কথা বলা হয়ে গেলে কী করতে হবে তা জানিয়ে দেওয়া হয়েছে। সে কাজটি হলো, আল্লাহর কাছে এভাবে দুয়া করা– 'হে আল্লাহ! এ কাজটির সফলতার শতভাগ সঠিক অবস্থানের কাছাকাছি অবস্থানের দিকে আমাকে পথ দেখান।'

আল হাদীস

أَخْرَجَ الْإِمَامُ الْبُخَارِيُّ..... حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ..... عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : سَدِّدُوا وَقَارِبُوا ، وَأَبْشِرُوا ، فَإِنَّهُ لاَ يُدْخِلُ أَحَدًا الْجَنَّةَ عَمَلُهُ . قَالُوا وَلاَ ، أَنْتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ : وَلاَ أَنَا إِلاَّ أَنْ يَتَغَمَّدَنِيَ اللَّهُ بِمَغْفِرَةٍ وَرَحْمَةٍ.

ইমাম বুখারী রহ. আয়িশা রা.-এর বর্ণনা সনদের ৫ম ব্যক্তি আলি ইবন আব্দিল্লাহ রহ. থেকে শুনে তাঁর 'আস সহীহ' গ্রন্থে লিখেছেন– আয়িশা রা. থেকে বর্ণিত, রসুল স. বলেন– সর্বাধিক সংখ্যক সঠিক কাজ করার চেষ্টা করো, (সত্যের) কাছাকাছি থেকো এবং সুসংবাদ গ্রহণ করো। জেনে রেখো, কোন ব্যক্তিকে শুধু তার আমল জান্নাতে প্রবেশ করাতে পারবে না। তাঁরা (সাহাবায়ে কিরামগণ) জিজ্ঞাসা করলেন, হে আল্লাহর রসুল স.! আপনার আমলও কি পারবে না? তিনি উত্তর দিলেন– না, আমিও না, যদি না আমার রব তাঁর ক্ষমা ও রহমত দিয়ে আমাকে আচ্ছাদিত করেন।

- বুখারী, *আস-সহীহ*, হাদীস নং-৬১০২।
- হাদীসটির সনদ ও মতন সহীহ।

ব্যাখ্যা : হাদীসটিতে রসুল স. প্রথমে সর্বাধিক সংখ্যক নেক আমল করতে এবং সকল কাজে সত্যের কাছাকাছি থাকতে মুসলিমদের বলেছেন। কাজে 'সত্যের কাছাকাছি' থাকার অর্থ হলো– কাজটির ব্যাপারে আল্লাহর তৈরি সফলতার প্রোগ্রামের শতভাগ সঠিক অবস্থানের কাছাকাছি থাকা।

এরপর রসুল স. বলেছেন– 'জেনে রেখো, কোনো ব্যক্তিকে শুধু তার আমল জান্নাতে প্রবেশ করাতে পারবে না।' এ কথার মাধ্যমে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে– আল্লাহর তৈরি প্রোগ্রামে থাকা শতভাগ সঠিক অবস্থানে পৌঁছে মানুষের পক্ষে কোনো কাজ করা সম্ভব নয়। তাই আল্লাহ মাফ না করলে শুধু আমল করার ভিত্তিতে কেউ জান্নাতে যেতে পারবে না।

হাদীসটির শেষে সাহাবাগণের প্রশ্নের উত্তরে রসুল স. জানিয়ে দিয়েছেন– শুধু আমলের ভিত্তিতে তিনিও জান্নাতে যেতে পারবেন না। আর এর কারণ হলো– আল্লাহর তৈরি প্রাকৃতিক আইনে থাকা শতভাগ সঠিক অবস্থান পূরণ করে তাঁর পক্ষেও কোনো আমল করা সম্ভব নয়।

‘জন্ম, মৃত্যু ও বিবাহ পূর্বনির্ধারিত’ প্রবাদ বাক্যটির পর্যালোচনা

পৃথিবীর প্রায় শতভাগ মানুষ বিশ্বাস করে জন্ম, মৃত্যু ও বিবাহ পূর্বনির্ধারিত। চলুন এখন এ বিষয়টির সঠিকত্ব পর্যালোচনা করা যাক।

Common sense

যে কাজের ফলাফল বা পরিণতি পূর্বনির্ধারিত সে কাজে মানুষের ইচ্ছা ও কর্মপ্রচেষ্টার কোনো মূল্য নেই। তাই সে কাজ পালনে সফল বা ব্যর্থ হওয়ার ভিত্তিতে মানুষকে পুরস্কার বা শাস্তি দেওয়া ন্যায়বিচার হয় না।

আল্লাহ তা'য়ালা সর্বশ্রেষ্ঠ ন্যায়বিচারক। তাই যদি দেখা যায়–

১. জন্ম, মৃত্যু ও বিবাহ বিষয় তিনটি ঘটার ধরনের ভিত্তিতে ইসলামে কোনো পুরস্কার বা শাস্তি নেই, তবে Common sense-এর ভিত্তিতে সহজে বলা যাবে এ তিনটি বিষয় পূর্বনির্ধারিত।

২. জন্ম, মৃত্যু ও বিবাহ বিষয় তিনটি ঘটার ধরনের ভিত্তিতে কোনোটিতে শাস্তি আছে আবার কোনোটিতে শাস্তি নেই, তবে Common sense-এর ভিত্তিতে বলা যাবে– যেটিতে শাস্তি নেই সেটি পূর্বনির্ধারিত। আর যেটিতে শাস্তি আছে সেটি পূর্বনির্ধারিত নয়।

জন্ম : জন্মের স্থান, কাল ও সময়ের কারণে মানুষকে পুরস্কার বা শাস্তি দেওয়ার বিধান ইসলামে নেই, তথা মহান আল্লাহ রাখেননি। মুসলিমের ঘরে বা মক্কা শরীফে জন্ম হলে পুরস্কার নেই। আবার পতিতার ঘরে বা হিন্দুস্থানে জন্ম হলে শাস্তি নেই। তাই Common sense-এর ভিত্তিতে সহজে বলা যায় **জন্ম পূর্বনির্ধারিত**।

মৃত্যু : আত্মহত্যা করলে ইসলামে শাস্তি আছে। কথাটি কুরআন জানিয়েছে এভাবে–

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَاْكُلُوْٓا اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ اِلَّآ اَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۣ وَلَا تَقْتُلُوْٓا اَنْفُسَكُمْ ۭ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا.

হে যারা ঈমান এনেছ, তোমাদের পরস্পর সন্তুষ্টির ভিত্তিতে ব্যাবসা করা ছাড়া তোমরা একে অপরের সম্পদ অন্যায়ভাবে গ্রাস করো না; আর তোমরা নিজেদেরকে হত্যা করো না। নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদের প্রতি পরম দয়ালু।

(সুরা আন নিসা/৪ : ২৯)

ব্যাখ্যা : এ আয়াত থেকে জানা যায়– আত্মহত্যা করা নিষেধ। অর্থাৎ আত্মহত্যা করলে শাস্তি আছে। তাই এ আয়াতের ভিত্তিতে Common sense-এর ভিত্তিতে সহজে বলা যায় **মৃত্যু পূর্বনির্ধারিত নয়**।

বিবাহ : বিবাহের কারণে শাস্তির বিধান ইসলামে আছে। এ তথ্যটি কুরআন জানিয়েছে এভাবে–

اَلزَّانِيْ لَا يَنْكِحُ اِلَّا زَانِيَةً اَوْ مُشْرِكَةً ۫ وَّ الزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَآ اِلَّا زَانٍ اَوْ مُشْرِكٌ ۚ وَحُرِّمَ ذٰلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ .

ব্যভিচারী পুরুষ ব্যভিচারিণীকে অথবা মুশরিক নারীকে ছাড়া বিয়ে করবে না। আর ব্যভিচারিণীকে ব্যভিচারী অথবা মুশরিক পুরুষ ছাড়া কেউ বিয়ে করবে না। মু'মিনদের জন্য এটা নিষিদ্ধ করা হয়েছে। (সুরা নূর/২৪ : ৩)

তাই কুরআনের ভিত্তিতে Common sense-এর ভিত্তিতে বলা যায় বিবাহ **পূর্বনির্ধারিত নয়**।

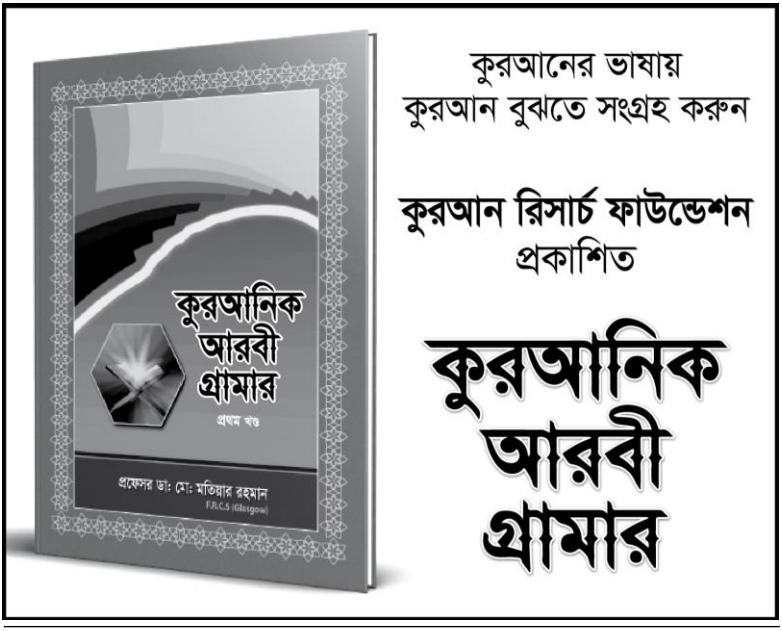

ভুল বা অমান্য করার কারণে তাকদীর বা কদরে যে ফলাফল নির্ধারিত আছে তা পরিবর্তন হওয়া সম্ভব কি না

কোনো কাজের শতভাগ সঠিক ফলাফলের জন্য অসংখ্য বিষয় (Factor) আছে। ঐ বিষয়গুলোর সবগুলো আল্লাহর জানা আছে। মানুষ শুধু তার সামান্য কিছু জানে। তাই মানুষের করা কাজে কিছু না কিছু ত্রুটি থাকবেই। কাজে থাকা যে কোনো ত্রুটির জন্য আল্লাহর তৈরি তাকদীর বা কদরে (Natural law) একটি ফল নির্ধারিত আছে। ঐ ফলাফলটি সকল ক্ষেত্রে কাজটির শতভাগ সঠিক ফলাফলের নিচে থাকবে।

ত্রুটি থাকার কারণে আল্লাহর তৈরি প্রাকৃতিক আইনে একটি কাজের যে ফল হওয়ার কথা মানুষের পক্ষে তা পরিবর্তন করা সম্ভব নয়। তবে মহান আল্লাহর পক্ষে তা পরিবর্তন করা সম্ভব। কুরআন ও হাদীস থেকে এ বিষয়টি যেভাবে জানা যায়–

আল কুরআন
তথ্য-১

إِنَّ رَبَّكَ فَعَّالٌ لِّمَا يُرِيدُ ....

... ... নিশ্চয়ই তোমার রব যা ইচ্ছা করেন তা করতে পারেন।

(সুরা হুদ/১১ : ১০৭)

ব্যাখ্যা : আল কুরআনের অনেক জায়গায় মহান আল্লাহ এ বক্তব্যটি রেখেছেন। এ বক্তব্য থেকে বুঝা যায়– যেকোনো বিষয় পরিবর্তন করার ক্ষমতা আল্লাহর আছে এবং দরকার হলে তিনি তা করেন। আর ঐ যে কোনো বিষয়ের মধ্যে তাকদীর, কর্মফল বা পরিণতিও অন্তর্ভুক্ত।

তথ্য-২

وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُوا عَن كَثِيرٍ ۖ .

আর তোমাদের যে বিপদ-আপদ ঘটে তা তোমাদের কৃতকর্মেরই ফল এবং অনেক বিপদ-আপদ তিনি ক্ষমা করে দেন (ঘটতে দেন না)।

(সুরা আশ শুরা/৪২ : ৩০)

ব্যাখ্যা : আল্লাহ এখানে পরিষ্কারভাবে জানিয়ে দিয়েছেন– না জানার কারণে পদ্ধতিতে ত্রুটি রেখে কাজ করার জন্য অথবা নিজ ইচ্ছায় ভুল বা খারাপ কাজ করার কারণে তাঁর তৈরি প্রাকৃতিক আইন অনুযায়ী যে সকল বিপদ আসার কথা, তার অনেকগুলো তিনি মাফ করে দেন তথা আসতে দেন না। তাই এখান থেকেও বুঝা যায় কর্মের ফল বা পরিণতি আল্লাহর মাধ্যমে পরিবর্তন হওয়া সম্ভব।

আল হাদীস

أَخْرَجَ الْإِمَامُ التِّرْمِذِيُّ ... ... حَدَّثَنَا هَنَّادٌ ... ... عَنْ أَنَسٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُكْثِرُ أَنْ يَقُولَ : يَا مُقَلِّبَ الْقُلُوبِ ثَبِّتْ قَلْبِي عَلَى دِينِكَ. فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ آمَنَّا بِكَ وَبِمَا جِئْتَ بِهِ فَهَلْ تَخَافُ عَلَيْنَا قَالَ : نَعَمْ إِنَّ الْقُلُوبَ بَيْنَ أَصْبُعَيْنِ مِنْ أَصَابِعِ اللَّهِ يُقَلِّبُهَا كَيْفَ يَشَاءُ.

ইমাম তিরমিযী রহ. আনাস ইবন মালিক রা.-এর বর্ণনা সনদের ৫ম ব্যক্তি হান্নাদ রহ. থেকে শুনে তাঁর 'আস সুনান' গ্রন্থে লিখেছেন– আনাস রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন– রসুল স. প্রায়ই এ দুয়া করতেন– হে অন্তরের পরিবর্তনকারী! আমার মনকে তোমার দ্বীনের ওপর মজবুত রাখো। একবার আমি বললাম– হে আল্লাহর নবী! আমরা আপনাতে এবং আপনি যে দ্বীন এনেছেন তাতে বিশ্বাস এনেছি। আপনি কি আমাদের সম্পর্কে ভয় করেন? জবাবে রসুল স. বলেন– হ্যাঁ। কেননা, সকল মন আল্লাহ তা'য়ালার আঙুলসমূহের দুটি আঙুলের মধ্যে রয়েছে। তিনি নিজ ইচ্ছা মতো তা পরিবর্তন করে থাকেন।

- তিরমিযী, *আস-সুনান*, হাদীস নং-২১৪০।
- হাদীসটির সনদ ও মতন সহীহ।

তাকদীরে থাকা ফলাফল পরিবর্তন করানোর উপায়

তাকদীরে থাকা ফলাফল পরিবর্তন করানোর উপায় হলো– আল্লাহর কাছে দুয়া করা। এ বিষয়টি কুরআন ও হাদীস জানিয়ে দিয়েছে এভাবে–

আল কুরআন

وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ ۖ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ ....

আর আমার বান্দারা যখন আমার সম্পর্কে তোমাকে প্রশ্ন করে (তখন বলে দাও) নিশ্চয় আমি অতি কাছে। আমি প্রশ্নকারীর প্রশ্নের উত্তর দেই যখন সে আমাকে প্রশ্ন করে।

(সুরা আল বাকারা/২ : ১৮৬)

ব্যাখ্যা : এখান থেকে পরিষ্কারভাবে জানা ও বুঝা যায়– যথার্থভাবে দুয়া করলে আল্লাহ মানুষের কর্মফল বা পরিণতি পরিবর্তন করেন। প্রতিটি কাজে মানুষের কিছু না কিছু ভুল-ত্রুটি থাকাটাই স্বাভাবিক। তাই কৃতকাজের ভুল-ত্রুটি ক্ষমা করে আল্লাহ যাতে ভালো ফলাফল দেন সে জন্য আমাদের সকলের তাঁর কাছে কায়মনোবাক্যে দুয়া করা উচিত।

আল হাদীস

أَخْرَجَ الْإِمَامُ الْبُخَارِيُّ ..... حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ ..... عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : تَعَوَّذُوا بِاللَّهِ مِنْ جَهْدِ الْبَلَاءِ ، وَدَرَكِ الشَّقَاءِ ، وَسُوءِ الْقَضَاءِ ، وَشَمَاتَةِ الْأَعْدَاءِ.

ইমাম বুখারী রহ. আবূ হুরায়রা রা.-এর বর্ণনা সনদের ৫ম ব্যক্তি মুসাদ্দাদ রহ. থেকে শুনে তাঁর 'আস সহীহ' গ্রন্থে লিখেছেন– আবু হুরায়রা রা. বলেন, রসুলুল্লাহ স. বলেছেন– তোমরা ভয়াবহ বিপদ, দুর্ভাগ্যের অতল গহ্বর, মন্দ ফায়সালা এবং শত্রুর আক্রমণ থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করো।

- বুখারী, *আস-সহীহ*, হাদীস নং ৫৯৮৭।
- হাদীসটির সনদ ও মতন সহীহ।

ব্যাখ্যা : এ হাদীসটিতে রসুল স. সকল ধরনের বিপদ থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য অর্থাৎ কর্মপদ্ধতির দুর্বলতার জন্য আল্লাহ নির্ধারিত প্রোগ্রামে (তাকদীর) যে বিপদ-আপদ আসার কথা তা থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য আল্লাহর কাছে দুয়া করতে বলেছেন। দুয়ার মাধ্যমে বিপদ-আপদ তথা পরিণতি পরিবর্তন হয় বলেই রসুল স. দুয়া করতে বলেছেন।

আল্লাহ তা'য়ালার তাকদীর পরিবর্তন করার পদ্ধতি

Common sense

সভ্যতার বর্তমান স্তরে রিমোট কন্ট্রোল (Remote Control)-এর জ্ঞান মানুষের আয়ত্তে আসার পর মহান আল্লাহর তাকদীর (প্রাকৃতিক আইন) পরিবর্তন করার উপায়টি বুঝা সহজ হয়ে গিয়েছে। বর্তমানে আমরা দেখছি বিজ্ঞানীরা একটি পরিচালনা পদ্ধতি নির্ণয় করার পর সে পদ্ধতি অনুসরণ করে মানুষবিহীন রকেট মহাশূন্যে পাঠান। রকেট সে পরিচালনা পদ্ধতি অনুযায়ী চলতে থাকে। কিন্তু পৃথিবীর বিজ্ঞানীদের কাছে একটি রিমোট কন্ট্রোল থাকে যার সাহায্যে তারা পৃথিবীতে বসেই ঐ পরিচালনা পদ্ধতি পরিবর্তন করতে পারেন এবং বাস্তবে দরকার হলে তা করেনও।

এ উদাহরণের ভিত্তিতে Common sense-এর মাধ্যমে সহজে বলা যায়– মহান আল্লাহর কাছে এ ধরনের একটি রিমোট কন্ট্রোল থাকা মোটেই অসম্ভব নয়। যার মাধ্যমে তিনি তাঁর তৈরি প্রাকৃতিক আইন প্রয়োজন বোধে পরিবর্তন করতে পারেন।

আল কুরআন

... ... بَل لَّهُ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ؕ كُلٌّ لَّهُ قَانِتُوْنَ. بَدِيْعُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ؕ وَاِذَا قَضٰٓى اَمْرًا فَاِنَّمَا يَقُوْلُ لَهُ كُنْ فَيَكُوْنُ.

আসলে পৃথিবী ও আকাশমণ্ডলীর সমস্ত জিনিস তাঁরই। সবকিছুই তাঁর আদেশের অনুগত। তিনি আকাশসমূহ ও পৃথিবীর স্রষ্টা। আর তিনি যখন কোনো বিষয়ের সিদ্ধান্ত নেন সে সম্পর্কে শুধু বলেন– 'হও', আর তা হয়ে যায়। (সুরা আল বাকারা/২ : ১১৬-১১৭)

ব্যাখ্যা : এখানে প্রথম আয়াতে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে মহাবিশ্বের সকল কিছু আল্লাহর অতাৎক্ষণিক বা তাৎক্ষণিক আদেশের অনুগত। অতাৎক্ষণিক আদেশটি হচ্ছে তাঁর তৈরি করে রাখা প্রাকৃতিক আইন তথা তাকদীর। বিষয়টি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা আছে– **'আল্লাহর ইচ্ছা, অনুমতি, মনে**

মোহর মেরে দেওয়া কথাগুলোর প্রচলিত ও প্রকৃত ব্যাখ্যা (গবেষণা সিরিজ-২৪) নামক বইটিতে।

দ্বিতীয় আয়াতটিতে আল্লাহ তাঁর তাৎক্ষণিক আদেশ প্রয়োগ করার উপায়টি জানিয়ে দিয়েছেন। আর তা হচ্ছে 'হও' (كُنْ) বলা। অর্থাৎ আল্লাহ তা'য়ালা 'হও' (كُنْ) নামক রিমোট কন্ট্রোলের মাধ্যমে তাঁর তৈরি করা প্রাকৃতিক আইন যেমন পরিবর্তন করতে পারেন, তেমনই তিনি তা দিয়ে নতুন কিছু সৃষ্টি করতে বা ঘটাতেও পারেন।

আল্লাহ তা'য়ালা কর্তৃক 'হও' (كُنْ) নামক রিমোট কন্ট্রোলের মাধ্যমে তাকদীর পরিবর্তন করার প্রমাণ : আল্লাহ তা'য়ালা তাঁর হও (كُنْ) নামক রিমোট কন্ট্রোলের মাধ্যমে কোনো কাজ বা বিষয়ের ফলাফল, পরিণতি বা গুণাগুণ পাল্টিয়ে দেওয়ার একটি সুনির্দিষ্ট প্রমাণ আল কুরআনের নিম্নোক্ত আয়াতের মাধ্যমে জানিয়ে দিয়েছেন–

قُلْنَا يٰنَارُ كُوْنِيْ بَرْدًا وَّسَلٰمًا عَلٰٓى اِبْرٰهِيْمَ ۙ.

আমরা বললাম– হে আগুন! তুমি ইব্রাহীমের জন্য শীতল ও শান্তিদায়ক হয়ে যাও। (সুরা আম্বিয়া/২১ : ৬৯)

ব্যাখ্যা : আগুনের জন্য নির্দিষ্ট তাকদীর হচ্ছে পুড়িয়ে দেওয়া। কিন্তু আগুনের সে তাকদীরকে পরিবর্তন করার সুনির্দিষ্ট প্রমাণ ও উপায় আল্লাহ এ আয়াতের মাধ্যমে জানিয়ে দিয়েছেন।

নমরুদ যখন পুড়িয়ে মারার জন্য ইব্রাহীম আ.-কে আগুনের মধ্যে নিক্ষেপ করলো তখন তাঁর 'হও' নামক রিমোট কন্ট্রোলের মাধ্যমে মহান আল্লাহ ঐ আগুনকে ইব্রাহীম আ.-এর জন্য আরামদায়ক ঠান্ডায় পরিবর্তন হতে নির্দেশ দিলেন। আর সাথে সাথে ঐ বিশেষ স্থানের আগুন দাহ্য ক্ষমতা হারিয়ে আরামদায়ক ঠান্ডায় রূপান্তরিত হয়ে গেল। এখান থেকে বুঝা যায় সকল বিষয়ের তাকদীর তথা প্রাকৃতিক আইন আল্লাহ হও (كُنْ) নামক রিমোট কন্ট্রোলের (Remote Control) মাধ্যমে পরিবর্তন করতে পারেন এবং প্রয়োজন হলে করেন।

‘তাকদীর’ বা ‘কদর’ জানার উপায়

মানুষের জীবনের ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, বিজ্ঞান, শরীর-স্বাস্থ্য, বিচার, ব্যাবসা-বাণিজ্য, যুদ্ধ, সন্ধি, জাতীয়, আন্তর্জাতিক, ইহকালীন, পারলৌকিক ইত্যাদি সকল দিকের তৈরি করে রাখা প্রতিটি প্রাকৃতিক আইন যদি আল্লাহ মানুষকে নিজ জ্ঞান-বুদ্ধি বা গবেষণার মাধ্যমে বের করে নিয়ে পালন করতে বলতেন তবে মানুষের দুঃখের কোনো সীমা থাকত না। মহান আল্লাহ হচ্ছেন মানুষের জন্য সর্বাধিক কল্যাণকামী ও দয়ালু সত্তা। তাই তিনি জীবনের বিভিন্ন দিকে তাঁর তৈরি করা কদর বা তাকদীর (প্রাকৃতিক আইন) মানুষকে জানানোর বিভিন্ন ব্যবস্থা করেছেন। সে ব্যবস্থাগুলোর কথা সারসংক্ষেপ আকারে আল্লাহ তা‘য়ালা জানিয়ে দিয়েছেন কুরআনের মাধ্যমে নিম্নোক্তভাবে–

তথ্য-১

وَالَّذِیْ قَدَّرَ فَهَدٰی ۪

আর যিনি কদর নির্দিষ্ট করেছেন অতঃপর পথনির্দেশ করেছেন।

(সুরা আল আ‘লা/৮৭ : ৩)

ব্যাখ্যা : সকল প্রাকৃতিক আইন সরাসরি জানানো হয়নি। তাই এখানে মহান আল্লাহ বলেছেন– তিনি কুরআন ও সুন্নাহর মাধ্যমে অনেক প্রোগ্রাম সরাসরি জানিয়ে দিয়েছন।

তথ্য-২

وَهَدَیْنٰهُ النَّجْدَیْنِ ۚ .

আর আমরা তাকে উভয় (সঠিক ও ভুল) পথের সন্ধান দেইনি?

(সুরা আল বালাদ/৯০ : ১০)

ব্যাখ্যা : এখানে আল্লাহ জানিয়ে দিয়েছেন– তাঁর তৈরি করে রাখা প্রাকৃতিক আইনে একটি কাজে সফল হওয়া ও ব্যর্থ হওয়া, উভয় পথই নির্দিষ্ট করা আছে। আর ঐ পথের অনেকগুলো তিনি কুরআন ও সুন্নাহর মাধ্যমে মানুষকে সরাসরি জানিয়ে দিয়েছেন।

তথ্য-৩

وَنَفْسٍ وَّمَا سَوّٰىهَا ۝ فَاَلْهَمَهَا فُجُوْرَهَا وَتَقْوٰىهَا ۝ .

আর কসম মনের এবং তাঁর যিনি তাকে সঠিকভাবে গঠন করেছেন। অতঃপর তাকে (মনকে) 'ইলহাম' করেছেন তার অন্যায় (ভুল) ও ন্যায় (সঠিক) (পার্থক্য করা বা বুঝার শক্তি, Common sense)।

(সুরা আশ্-শামস/৯১ : ৭-৮)

ব্যাখ্যা : এখানে জানানো হয়েছে– মানুষের মনে 'ইলহাম' নামের এক অতিপ্রাকৃতিক ব্যবস্থার মাধ্যমে জ্ঞানের এক শক্তি (Common sense) দেওয়া হয়েছে। এ শক্তি আল্লাহর প্রণয়ন করা ব্যর্থ ও সফল হওয়ার প্রোগ্রাম সম্পর্কে ধারণা করতে পারে। তবে মনে রাখতে হবে Common sense-এর মাধ্যমে যে জ্ঞান অর্জিত হয় তা অপ্রমাণিত জ্ঞান। ঐ জ্ঞানকে কুরআন ও সুন্নাহর মাধ্যমে যাচাই করে চূড়ান্তভাবে গ্রহণ বা বর্জন করতে হবে।

তথ্য-৪

..... وَاَنْزَلْنَآ اِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ اِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُوْنَ .

... ... আর তোমার প্রতি যিক্‌র (কুরআন) অবতীর্ণ করেছি যাতে তুমি মানুষকে (কথা, কাজ ও সমর্থনের মাধ্যম) স্পষ্টভাবে বুঝিয়ে দিতে পারো যা কিছু তাদের জন্য অবতীর্ণ করা হয়েছে এবং তারাও যেন চিন্তা-গবেষণা করে।

(সুরা আন নাহল/১৬ : ৪৪)

ব্যাখ্যা : এখানে প্রথমে রসুল স.-কে কুরআনে উল্লিখিত প্রোগ্রাম (প্রাকৃতিক আইন, বিধি-বিধান) কথা, কাজ ও অনুমোদনের মাধ্যমে ব্যাখ্যা করে মানুষকে বুঝিয়ে দিতে বলা হয়েছে। আর আয়াতের শেষে মানুষকে কুরআন ও সুন্নাহর ভিত্তিতে Common sense ব্যবহার করে গবেষণা করে জীবনের বিভিন্ন দিকের প্রোগ্রাম আরও বিস্তারিতভাবে জেনে নিতে বলা হয়েছে।

তথ্য-৫.১

اِنَّ فِىْ خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَاخْتِلَافِ الَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَاٰيٰتٍ لِّاُولِى الْاَلْبَابِ ۝ .

নিশ্চয়ই আকাশসমূহ ও পৃথিবীর সৃষ্টিতত্ত্ব এবং দিন-রাত্রির আবর্তনের মধ্যে উলিল আলবাদের জন্য শিক্ষণীয় বিষয় রয়েছে।

(সুরা আলে-ইমরান/৩ : ১৯০)

ব্যাখ্যা : উলুল আলবাব কুরআনের একটি পরিভাষা। এর অর্থ হলো প্রকৃত মুসলিম বিজ্ঞানী। তাই এখানে নিশ্চয়তা দিয়ে বলা হয়েছে– মহাকাশ ও

পৃথিবীর সৃষ্টি এবং রাত ও দিনের আবর্তনের মধ্যে প্রকৃত মুসলিম বিজ্ঞানীদের জন্য আল্লাহর তৈরি প্রোগ্রামের অসংখ্য শিক্ষণীয় বিষয় রয়েছে।

তথ্য-৫.২

أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَىٰ قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا.

তবে কি তারা কুরআন নিয়ে চিন্তা-গবেষণা করে না? নাকি তাদের মনে তালা লেগে গিয়েছে?

(সুরা মুহাম্মাদ/৪৭ : ২৪)

ব্যাখ্যা : এখানে কুরআনের উল্লিখিত জীবনের বিভিন্ন দিকের মূল তথ্য ও বিধি-বিধান নিয়ে সাধারণ ও বৈজ্ঞানিক চিন্তা-গবেষণা করে সেগুলোর বিস্তারিত দিক বের না করার জন্য মানুষকে তিরষ্কার করা হয়েছে।

সম্মিলিত ব্যাখ্যা : এ তথ্যের আয়াত দুটির বক্তব্যের অনুরূপ বক্তব্য ধারণকারী অনেক আয়াত কুরআনে আছে। এ দুটিসহ ঐ সকল আয়াত পর্যালোচনা করলে জানা যায়– মহাবিশ্বের সকল প্রাণধারণকারী ও প্রাণহীন সৃষ্টির মধ্যে আল্লাহর তৈরি প্রোগ্রামের অনেক শিক্ষণীয় বিষয় আছে। ঐ প্রোগ্রামের একটি অন্যটির সম্পূরক (সুরা আন নূর/৩০ : ৩০)। তাই গবেষণার মাধ্যমে বিভিন্ন সৃষ্টির মধ্যে থাকা প্রোগ্রাম আবিষ্কার করে নিজেদের কল্যাণের জন্য কাজে লাগাতে মহান আল্লাহ বার বার মানুষকে তাগিদ দিয়েছেন।

♣♣ আল কুরআনের এ সকল এবং এ ধরনের আরও অনেক আয়াত থেকে পরিষ্কারভাবে জানা যায়– প্রোগ্রাম (বিধি-বিধান, প্রাকৃতিক আইন, কদর বা তাকদীর) জানার জন্য মহান আল্লাহ তিন ধরনের ব্যবস্থা করেছেন–

১. কিতাবের (কুরআন) মাধ্যমে

কিতাবের মাধ্যমে মানুষের জীবনের প্রতিটি দিকের সকল (১ম ও ২য় স্তর) মৌলিক বিষয় জানিয়ে দেওয়া হয়েছে। আল্লাহর কিতাবের সর্বশেষ সংস্করণ হচ্ছে আল কুরআন। কুরআনে শুধু একটি অমৌলিক বিষয় আছে। তা হলো তাহাজ্জুদের সালাত। এটি নবীর স.-এর জন্য অতিরিক্ত ফরজ ছিল।

২. সুন্নাহর মাধ্যমে

নবী-রসুলগণের সুন্নাহর মাধ্যমে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে সকল মৌলিক ও অমৌলিক বিষয়। তবে কুরআন না জেনে শুধু হাদীস পড়ে মৌলিক ও অমৌলিক বিষয়ের মধ্যে পার্থক্য করা অসম্ভব।

৩. চিন্তা-গবেষণার মাধ্যমে

আল্লাহর তৈরি সকল প্রোগ্রাম কুরআন সুন্নায় সরাসরি উল্লেখ নেই। অনেক প্রোগ্রাম আছে প্রকৃতিতে। আর কুরআনে থাকা প্রোগ্রামগুলোর কিছু উল্লেখ আছে বিস্তারিতভাবে, কিছু সংক্ষিপ্তভাবে এবং কিছু ইঙ্গিত আকারে।

তাই আল্লাহ তা'য়ালা কুরআন, সুন্নাহ ও Common sense-এর ভিত্তিতে চিন্তা-গবেষণা করে কুরআনে পরোক্ষ বা ইঙ্গিত আকারে থাকা এবং প্রকৃতিতে থাকা প্রোগ্রামগুলো আবিষ্কার (Discover) করে কাজে লাগানোর জন্য বার বার মানুষকে বলেছেন বা না করার জন্য তিরষ্কার করেছেন।

ঐ গবেষণা তিনি কোনো কালের মানুষদের জন্য নির্দিষ্ট করেননি। তাই ঐ গবেষণা চালিয়ে যেতে হবে সকল যুগের যোগ্য মানুষদের কিয়ামত পর্যন্ত। আর ঐ গবেষণা করতে হবে বিজ্ঞান ও ধর্মীয় সকল বিষয় নিয়ে। ঐ গবেষণা দুভাবে কল্যাণ বয়ে নিয়ে আসবে–

১. আবিষ্কার হওয়া বিষয়ের সরাসরি কল্যাণ।
২. কুরআনের সত্যতা প্রমাণিত হওয়ার কল্যাণ।

দ্বিতীয় কল্যাণের বিষয়টি কুরআন উল্লেখ করেছে এভাবে–

سَنُرِيْهِمْ اٰيٰتِنَا فِى الْاٰفَاقِ وَفِىْٓ اَنْفُسِهِمْ حَتّٰى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ اَنَّهُ الْحَقُّ .....

শীঘ্রই (অতাৎক্ষণিকভাবে) আমরা তাদেরকে দিগন্তসমূহে এবং নিজেদের (শরীরের) মধ্যে আমাদের নিদর্শন দেখাবো, যতদিন না তাদের কাছে সুস্পষ্ট হয়ে উঠবে যে, তা (কুরআনের সকল বক্তব্য) সত্য।

(সুরা হা-মিম-আস-সিজদা/৪১ : ৫৩)

ব্যাখ্যা : দিগন্ত হলো খালি চোখ এবং দূরবীক্ষণ যন্ত্রের মাধ্যমে মানুষের দৃষ্টি শক্তি যতদূর যায় ততদূর। তাই এ আয়াতে বলা হয়েছে– খালি চোখ, দূরবীক্ষণ ও অণুবীক্ষণ যন্ত্রের মাধ্যমে মানুষের দৃষ্টি শক্তি যতদূর যায় ততদূর এবং মানুষের শরীরের মধ্যে থাকা আল্লাহর তৈরি করে রাখা প্রোগ্রাম, গবেষণার মাধ্যমে ধীরে ধীরে আবিষ্কৃত হতে থাকবে। এ আবিষ্কারের মাধ্যমে একদিন কুরআনে থাকা সকল ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয় সত্য প্রমাণিত হবে।

এ আবিষ্কারের ফলে একদিকে আবিষ্কৃত বিষয়গুলোর সরাসরি কল্যাণ মানুষ পাবে। অন্যদিকে কুরআনে থাকা বিষয়গুলোর সত্যতা বা বাস্তবতা মানুষ যত বুঝতে পারবে তত তারা কুরআনের প্রতি ঈমান আনবে এবং কুরআন অনুযায়ী আমল করবে। ফলে মানব সভ্যতার আরও বেশি কল্যাণ হবে।

শেষ কথা

তাকদীর সম্পর্কিত কুরআন-হাদীসে থাকা আপাত বিপরীতধর্মী বক্তব্য নিয়ে নিষ্ঠাবান মুসলিমদের মনে মনে দ্বন্দ্বে পড়তে হয়। আবার দুষ্ট লোকদের উপহাসমূলক বক্তব্য নিয়ে দুরবস্থায় পড়তে হয়। আশাকরি এ অবস্থা নিরসনে পুস্তিকাটি সহায়ক হবে। এর ফলস্বরূপ আশা করা যায় মুসলিম জাতি তাকদীর তথা আল্লাহর তৈরি প্রোগ্রামের সাথে তাদের ইচ্ছাশক্তি ও কর্মপ্রচেষ্টার যে সম্পর্ক সেটি ভালো করে বুঝে নিতে পারবে এবং জীবনের সকল দিকে তাদের কর্মপ্রচেষ্টা যথাযথভাবে বাড়িয়ে দিতে পারবে। আর এর চূড়ান্ত পরিণতিস্বরূপ আগের মতো তারা আবার পৃথিবীতে শ্রেষ্ঠ বা বিজয়ী হতে পারবে, ইনশাআল্লাহ।

ভুল-ত্রুটি ঈমানদারীর সাথে ধরিয়ে দেওয়ার অনুরোধ রেখে এবং সঠিক হলে ঈমানদারীর সাথে তা গ্রহণ করে শুধরিয়ে নেওয়ার ওয়াদা রেখে এবং আপনাদের দুয়া চেয়ে শেষ করছি। আল্লাহ হাফেজ!

সমাপ্ত

কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশনের অন্যান্য প্রকাশনা

১. আল কুরআন, যুগের জ্ঞানের আলোকে অনুবাদ ও মৌলিক তাফসীর (আরবী-বাংলা)
২. আল কুরআন, যুগের জ্ঞানের আলোকে অনুবাদ ও মৌলিক তাফসীর (শুধু বাংলা)
৩. সনদ ও মতন সহীহ হাদীস সংকলন, ১ম খণ্ড (আরবী-বাংলা)
৪. সনদ ও মতন সহীহ হাদীস সংকলন, ১ম খণ্ড (শুধু বাংলা)
৫. মৌলিক শতবার্তা (যাতে আছে আমাদের গবেষণা সিরিজগুলোর মূল শিক্ষাসমূহ)
৬. কুরআনের ২০০ শব্দের অভিধান (যা কুরআনের মোট শব্দ সংখ্যার দুই-তৃতীয়াংশ)
৭. কুরআনিক আরবী গ্রামার, ১ম খণ্ড
৮. সাধারণ কুরআন তিলাওয়াত শিক্ষা

কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশন প্রকাশিত গবেষণা সিরিজের বইসমূহ

১. মানুষ সৃষ্টির উদ্দেশ্য ও পাথেয় প্রচলিত ধারণা ও সঠিক তথ্য
২. মুহাম্মাদ স.-কে প্রেরণের উদ্দেশ্য এবং তাঁর সঠিক অনুসরণ বোঝার মাপকাঠি
৩. সালাত কেন আজ ব্যর্থ হচ্ছে?
৪. মু'মিনের এক নম্বর কাজ এবং শয়তানের এক নম্বর কাজ
৫. মু'মিনের আমল কবুলের শর্ত প্রচলিত ধারণা ও সঠিক তথ্য
৬. ইসলামী জীবন বিধানে Common Sense-এর গুরুত্ব
৭. ইচ্ছাকৃতভাবে না বুঝে কুরআন পড়া গুনাহ না সওয়াব?
৮. আমলের গুরুত্বভিত্তিক শ্রেণিবিভাগ ও তালিকা জানার সহজতম উপায়
৯. কুরআনের সাথে ওজু-গোসলের সম্পর্ক প্রচলিত ধারণা ও সঠিক তথ্য
১০. আল কুরআনের পঠনপদ্ধতি প্রচলিত সুর নাকি আবৃত্তির সুর?
১১. যুক্তিসংগত ও কল্যাণকর আইন কোন্‌টি এবং কেন?
১২. কুরআন, সুন্নাহ ও Common Sense ব্যবহার করে নির্ভুল জ্ঞানার্জনের প্রবাহচিত্র (নীতিমালা)
১৩. ইসলামী জীবন বিধানে বিজ্ঞানের গুরুত্ব কতটুকু এবং কেন?
১৪. ঈমান, মু'মিন, মুসলিম ও কাফির প্রচলিত ধারণা ও সঠিক চিত্র
১৫. ঈমান থাকলেই জান্নাত পাওয়া যাবে বর্ণনা সংবলিত হাদীসের গ্রহণযোগ্যতা

১৬. শাফায়াতের মাধ্যমে জাহান্নাম থেকে মুক্তি পাওয়া যাবে কি?
১৭. তাকদীর (ভাগ্য!) পূর্ব নির্ধারিত তথ্যটির প্রচলিত ও প্রকৃত ব্যাখ্যা
১৮. সাওয়াব ও গুনাহ মাপার পদ্ধতি প্রচলিত ধারণা ও সঠিক চিত্র
১৯. প্রচলিত হাদীসশাস্ত্রে সহীহ হাদীস বলতে নির্ভুল হাদীস বুঝায় কি?
২০. কবীরা গুনাহসহ মৃত্যুবরণকারী মু'মিন জাহান্নাম থেকে মুক্তি পাবে কি?
২১. অন্ধ অনুসরণ কুফরী বা শিরক নয় কি?
২২. গুনাহ সংজ্ঞা ও শ্রেণিবিভাগ প্রচলিত ধারণা ও সঠিক চিত্র
২৩. অমুসলিম পরিবারে মু'মিন ও জান্নাতী ব্যক্তি আছে কি না
২৪. আল্লাহর ইচ্ছা, অনুমতি, মনে মোহর মেরে দেওয়া কথাগুলোর প্রচলিত ও প্রকৃত ব্যাখ্যা
২৫. যিক্‌র প্রচলিত ধারণা ও সঠিক চিত্র
২৬. আল কুরআনের অর্থ ও তাফসীর করার মূলনীতি প্রচলিত ধারণা ও প্রকৃত তথ্য
২৭. মৃত্যুর সময় ও কারণ প্রচলিত ও প্রকৃত ব্যাখ্যা
২৮. সবচেয়ে বড়ো গুনাহ শিরক করা নাকি কুরআনের জ্ঞান না থাকা?
২৯. ইসলামী জীবন ব্যবস্থায় বক্তব্য বা ওয়াজ-নসীহত উপস্থাপনের নীতিমালা
৩০. যে গভীর ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে মুসলিম জাতি ও বিশ্বমানবতার মূলশিক্ষায় ভুল ঢোকানো হয়েছে
৩১. 'আল কুরআনে শিক্ষা রহিত (মানসুখ) আয়াত আছে' কথাটি কি সঠিক?
৩২. কুরআনের অর্থ বা তাফসীর পড়ে সঠিক জ্ঞানলাভের সহজ উপায়
৩৩. প্রচলিত ফিক্‌হগ্রন্থের সংস্করণ বের করা অতীব গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নয় কি?
৩৪. কুরআনের অর্থ ও ব্যাখ্যা জানা-বোঝার সহায়ক বিষয় হিসেবে ব্যাকরণ, অনুবাদ, উদাহরণ, আকল ও সাধনার গুরুত্ব
৩৫. পৃথিবীর শ্রেষ্ঠতম ব্যক্তির একমাত্র হাজ্জের ভাষণ যুগের জ্ঞানের ভিত্তিতে অনুবাদ ও শিক্ষা
৩৬. মানব শরীরে 'ক্বলব'-এর অবস্থান প্রচলিত ধারণা ও সঠিক তথ্য
৩৭. তাওবা কবুল হওয়ার শেষ সময় প্রচলিত ধারণা ও সঠিক তথ্য
৩৮. ইবলিস ও তার দোসরদের ষড়যন্ত্রের কবলে জ্ঞানের ইসলামী উৎস ও নীতিমালা
৩৯. আসমানি গ্রন্থে উল্লিখিত মানবতাবিরোধী গভীর ষড়যন্ত্রের জীবন্তিকা
৪০. আল্লাহর সাথে কথা বলে জ্ঞান ও দিকনির্দেশনা পাওয়ার পদ্ধতি
৪১. তাকওয়া ও মুত্তাকী প্রচলিত ধারণা ও সঠিক তথ্য
৪২. জ্ঞানের আল্লাহ প্রদত্ত উৎসসমূহ প্রচলিত ধারণা ও প্রকৃত তথ্য

প্রাপ্তিস্থান

- **কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশন**
  ইনসাফ বারাকাহ কিডনী এন্ড জেনারেল হাসপাতাল (৮ম তলা)
  ১১, শহীদ তাজউদ্দীন আহমদ সরণি, মগবাজার, ঢাকা।
  ফোন : ০১৯৪৪৪১১৫৬০, ০১৯৭৭৩০১৫১১, ০১৯৭৯৪৭৪৬১৭
- **অনলাইনে অর্ডার করতে :** www.shop.qrfbd.org এবং
  https://www.facebook.com/QuranResearchFoundation/
- **দি বারাকাহ জেনারেল হাসপাতাল**
  ৯৩৭, আউটার সার্কুলার রোড, রাজারবাগ, ঢাকা।
  ফোন : ০২-৯৩৩৭৫৩৪, ০২-৯৩৪৬২৬৫, ০১৭৫২৭৭০৫৩৬

এছাড়াও পাওয়া যায়–

- **রকমারি ডট কম :** www.rokomari.com
- **আহসান পাবলিকেশন্স,** কম্পিউটার মার্কেট নিচতলা, বাংলা বাজার, ঢাকা, ০১৭২৮১১২২০০
- **প্রফেসর'স বুক কর্নার,** ওয়ারলেস রেলগেট, মগবাজার, ০১৭১৬৬৭৭৭৫৪
- **কাটাবন বইঘর,** মসজিদ মার্কেট, কাটাবন, ০১৭১১৫৮৩৪৩১
- **আজমাইন পাবলিকেশন্স,** মসজিদ মার্কেট, কাটাবন, ০১৭৫০০৩৬৭৯৩
- **দিশারী বুক হাউস,** ইসলামীয়া মার্কেট, নীলক্ষেত, ০১৮২২১৫৮৪৪০
- **মেধা বিকাশ,** কম্পিউটার মার্কেট নিচতলা, বাংলা বাজার, ঢাকা, ০১৮৬৬৬৭৯১১০
- **আদর্শ লাইব্রেরী,** দেবিদ্বার, কুমিল্লা, মোবাইল : ০১৮৬২৬৭২০৭০
- **কিউআরএফ রাজশাহী অফিস,** বাড়ি-৬১, শিরইল মোল্লা মিল, ওয়ার্ড নং-২১, রাজশাহী মহানগর, রাজশাহী। ০১৭১২৭৮৬৪১১
- **ইসলামিয়া লাইব্রেরী,** সাহেব বাজার, রাজশাহী, ০১৫৫৪-৪৮৩১৯৩
- **কিউআরএফ বগুড়া দাওয়াহ সেন্টার :** জানে সাবা হাউজিং সোসাইটি, সদর, বগুড়া। ০১৭৩০৯১৪৫৮৯, ০১৭১৪৭০৯৯৮০
- **কুরআন এডুকেশন সেন্টার,** দুপচাচিয়া, বগুড়া, ০১৭১৪৫৬৬৮৯৯, ০১৭৭৯১০৯৯৬৮
- **কিউআরএফ খুলনা অফিস :** ৩২/২, নিচতলা, হাজী মহসিন রোড, টুটপাড়া, খুলনা। ০১৯১৬১৩৮৩৪৩, ০১৯৩২৬৪০০৭৫, ০১৯৭৭৩০১৫০৬, ০১৯৭৭৩০১৫০৯
- **বই ঘর,** মৌলভীবাজার, মোবাইল : ০১৭১৩৮৬৪২০৮

ব্যক্তিগত নোট

... ...

... ...

... ...

... ...

... ...

... ...

... ...

... ...

... ...

... ...

... ...

... ...

... .

... ...

... ...

... ...

... ...

... ...

... ...

... ...

আল কুরআনে বহুল ব্যবহৃত
২০০ শব্দের
সংক্ষিপ্ত অভিধান

যা কুরআনের মোট শব্দ সংখ্যার
প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ

কুরআন পড়তে কুরআন বুঝতে
সাথে রাখুন সবসময়...

যোগাযোগ : ০১৯৪৪ ৪১১৫৬০ অথবা ০১৯৪৪ ৪১১৫৫১

বিশ্বমানবতার বর্তমান অধঃপতনের মূল কারণ ও প্রতিকার
এবং জীবন ঘনিষ্ঠ ইসলামের মৌলিক বিষয়ের
সঠিক তথ্য জানতে সংগ্রহ করুন

মুসলিমদের হারিয়ে যাওয়া মৌলিক শতবার্তা

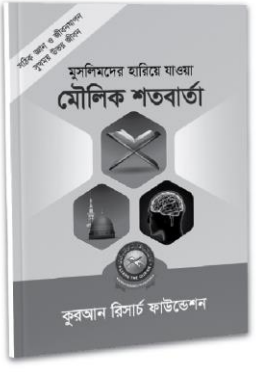

মুসলিম জাতির হারিয়ে যাওয়া
জীবন ঘনিষ্ঠ মৌলিক একশত বার্তা
ও **কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশন**-এর
গবেষণা সিরিজগুলোর
মূল শিক্ষাসমূহ সংক্ষেপে ও সহজে
উপস্থাপিত হয়েছে এ বইয়ে।

যোগাযোগ : ০১৯৪৪ ৪১১৫৬০ অথবা ০১৯৪৪ ৪১১৫৫১